BCCCI - ERF JOURNALISM AWARD

4 February 2024

Organized by

বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি
孟中商业工业协会
BANGLADESH CHINA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

ECONOMIC REPORTERS' FORUM

আহসানুল ইসলাম টিটু, এমপি
মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আসসালামু আলাইকুম

বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি (বিসিসিসিআই) ও ইকোনোমিক রিপোর্টারস ফোরাম (ইআরএফ) এর যৌথ আয়োজিত আজকের এই সাংবাদিকতা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি এফবিসিসিআই এর সম্মানিত প্রেসিডেন্ট জনাব মাহাবুব আলম, হিজ এক্সিলেন্সি, চাইনিজ এ্যাম্বাসির মিনিস্টার কাউন্সিলর এবং ডেপুটি চিফ অব মিশন মিস্টার ইয়ান হুয়ালং, উপস্থিত আজকের অনুষ্ঠানের সভাপতি জনাব গাজী গোলাম মর্তুজা, বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রির সেক্রেটারি জেনারেল জনাব আল মামুন মৃধা ও ইকোনোমিক রিপোর্টারস ফোরাম (ইআরএফ) এর প্রেসিডেন্ট সহ সাংবাদিকবৃন্দ, প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রতিনিধিবৃন্দ, ইআরএফ-এর বর্তমান এবং সাবেক যারা এই সংগঠনের দায়িত্ব পালন করেছেন, সকলকে আমার পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আজকে আমরা বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার উপর সাংবাদিকতার জন্য এবং তাদের রিপোর্টিং এর জন্য আমরা সাংবাদিকদেরকে বিশেষ পুরস্কার দিতে সমর্থ হয়েছি।

আপনারা সকলে জানেন যে, সাংবাদিকতা পেশায় বিশেষ করে রিপোর্টিং এর মাধ্যমে দেশ এবং জাতির চিত্র তুলে ধরা একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ এবং সেই চ্যালেঞ্জিং কাজের জন্য আজকে যারা এ পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সেই সাথে যারা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন এবং বিচারকমন্ডলির বিবেচনায় পুরস্কৃত হয়েছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জনাচ্ছি এজন্য যে, আমাদের এই চ্যালেঞ্জিং পেশায় যারা মেধার স্বাক্ষর রেখেছেন সকলকে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমি বক্তব্যের শুরুতেই গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করতে চাই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। সেই সাথে এই ফেব্রুয়ারি মাস যে মাসে ভাষার জন্য শহীদগন আত্মত্যাগ করেছেন তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধে ত্রিশ লক্ষ শহীদ এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

আপনারা জানেন যে, গত ৭ জানুয়ারি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১১ই জানুয়ারি নতুন কেবিনেট ঘোষণা করেছেন এবং তিনি আমাকে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব দেওয়ার পরে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো অনুষ্ঠানে আজকে আমার প্রথম অনুষ্ঠান বলা যায়। বিসিসিসিআই ও ইআরএফ-এর আজকের এই যৌথ আয়োজনে অংশ নিতে পেরে আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি সংশ্লিষ্ট সকলকে। আমাদের প্রথম যেদিন সাংবাদিকদের সাথে মিটিং ছিলো বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে, আমি বলেছিলাম যে সাংবাদিকরা হবে আগামী দিনে এই মন্ত্রণালয়ে আমার চোখ এবং কান এবং তাদের মাধ্যমেই আমাদের বাণিজ্যের বিশেষ করে আমাদের বাজার ব্যবস্থাপনার সমস্যার সমাধান আমরা ধীরে ধীরে খুঁজে বের করতে পারবো এবং উৎপাদক ও আমদানিকারক থেকে ভোক্তা পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে পণ্যের সরবারহের মাধ্যমে আমরা বাজার ব্যবস্থাকে স্মার্ট একটা বাজার ব্যবস্থায় পরিনত করতে পারব। এই লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় তার যাত্রা এবং কাজ শুরু করেছে। আপনারা জানেন যে, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কণ্যা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এবার নির্বাচনী ইশতেহারে যে ঘোষণা দিয়েছেন সেটা হলো "স্মার্ট বাংলাদেশের উন্নয়ন দৃশ্যমান হবে এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।" এই ঘোষণার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আমরা আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের কাজগুলি মোটামুটিভাবে একটি প্লাটফর্মে নিয়ে আসার চেষ্টা করছি। আপনারা জানেন যে, দায়িত্ব নেয়ার ১ম সপ্তাহের মধ্যে আমাদের সর্ববৃহৎ যে অনুষ্ঠান এক্সপোর্ট প্রোমোশন ব্যুরোর অধীনে "ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ার" সেটা আমাদেরকে আয়োজন করতে হয়েছে এবং সেখানেও আমারা আপনাদের ব্যপক সহযোগিতা পেয়েছি এবং আমাদের যে অনুষ্ঠানগুলি আগামীতে করবো, বিশেষ করে প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সকলের সহযোগিতা চাই। তাহলে আমাদের কাজ অনেক সহজ হয়ে যায়। কারণ, আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে আমরা উৎপাদনও করি না, আমদানিও করি না। আমরা রপ্তানিও করি না। আমরা পলিসি নিয়ে কাজ করি এবং সেই

পলিসিগুলো যদি সকলের সমন্বয়ে সকলের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করে, বিশেষ করে ভোক্তাদের অধিকার যদি আমরা সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চাই তাহলে যারা এই সাপ্লাই চেইনে আছে তাদের প্রত্যেককে আমাদেরকে একটা প্লাটফর্মের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে এবং আস্থায় আনতে হবে।

I Would like to say special thanks to H.E. the Chinese Ambassador, who is not here, but his representative the Honorable Deputy Head of Mission is here. He was the first one who came to the Ministry of Commerce for congratulating me for the new position and to our government. China was a long-term development partner and largest trading partner of Bangladesh. So, we hope that their continuous support for development of Bangladesh will continue. I request H.E. that they should invest more in this country. especially in supply chain logistic. As you know, we have developed roads, highways, bridges, but our logistic supply chain system is still week. When I went to China in 2012-13 their first Belt and Road initiative from Dhaka stock exchange I found that they have a supper supply chain system from vegetable to industrial goods. I mean their supply chain is robust. So, I think all the business communities here present today that they need to more in supply chain and find out how we can make seamless supply from the producer to the ultimate consumer.

আমি আপনাদেরকে বিশেষ করে বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি'র যে প্রতিনিধিরা এখানে এসেছেন তাদেরকে আমরা বিনীতভাবে অনুরোধ করবো, আপনারা জানেন যে, চীনের সাথে আমাদের বড় ট্রেড গ্যাপ রয়েছে এবং এই ট্রেড গ্যাপটি পূরণ করার জন্য আমাদেরকে এক যোগে কাজ করতে হবে। আমরা যদি চিন্তা করি যে, রাতারাতি আমরা আম বা সবজি রপ্তানি করে ২২ বিলিয়ন ডলার থেকে ২৩ বিলিয়ন ডলারের গ্যাপ পূরণ করে ফেলবো, এই চিন্তা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। আমি মনে করি, আপনাদেরকে আমরা এই মর্মে উৎসাহিত করতে পারি, যে প্রোডাক্টগুলি আমরা চীন থেকে আমদানি করছি সেই আমদানির বিকল্প যদি আমরা বাংলাদেশের ক্ষেত খামার বা শিল্পে উৎপাদনে তাদের সহযোগিতা করতে পারি এবং এদেশ থেকে যদি রপ্তানি করতে পারি তাহলেই দ্রুত আমাদের এই গ্যাপটা পূরণ করা সম্ভব। সামনে চীনের অর্থনীতিতেও বড় একটা চ্যালেঞ্জ আসবে। এই চ্যালেঞ্জটাকে আমাদের একটি সুযোগ হিসেবে কাজে লাগাতে হবে। চীন-মার্কিন সম্পর্ক যত বেশি কঠিন হবে, তাদের কিন্তু ডাইভারসিফাই করতে হবে। এখন যেমন তারা দক্ষিণ এশিয়ায় বিনিয়োগ করছে, পরবর্তিতে তাদের বাংলাদেশে বিনিয়োগ করার একটি সুযোগ সৃষ্টি হবে।

বাংলাদেশ সরকার ১০০ টি ইকোনোমিক জোন তৈরি করেছে এবং সেই সাথে BIDA-এর মাধ্যমে আমরা ডাইরেক্ট ফরেন ইনভেস্টমেন্ট DFI-এর সর্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা দিচ্ছি। আমাদের এখন দরকার হলো সেই সব বিদেশী বিনিয়োগকারীদেরকে বিশেষ অর্থনৈতিক জোনে নিয়ে এসে তাদের মাধ্যমে পণ্য উৎপাদন করব এবং স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক 'সাপ্লাই চেইনে' সম্পৃক্ত হতে পারব, যাতে আমরা স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক সরবারাহ ব্যবস্থা অর্থাৎ উভয় 'সাপ্লাই চেইনের সাথে' সংশ্লিষ্ট হতে পারি। বাংলাদেশের কৌশলগত অবস্থানের কারণে একদিকে যেমন দক্ষিণ এশিয়া অন্যদিকে তেমনি দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ASEAN এবং SAARC এই দুইটা গ্রুপ এর সংযোগস্থল হতে পারে বাংলাদেশ। আমরা যেমন ASEAN-এ আমাদের ***'Looking Towards East'*** দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বাণিজ্য বৃদ্ধির চেষ্টা করছি; একই সাথে তেমনিভাবে শুধু বাংলাদেশ, ভারত, ভুটান, নেপালই নয়, ভারতের 'Seven Sisters'এ-ও ইনশাল্লাহ একটা বড় Opportunity সামনে তুলে ধরতে পারব। আমরা ইতোমধ্যেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে Border Hub তৈরি করেছি। পরবর্তী পর্যায়ে আমরা মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্র বন্দরের মাধ্যমে ভারতের 'Seven Sisters' কে সংযুক্ত করতে পারবো। আমাদের তৃতীয় এয়ারপোর্ট টার্মিনালের মাধ্যমে ভারতের Seven Sisters প্রদেশগুলোর এয়ারপোর্টসমূহের মাধ্যমে গৌহাটি থেকে শুরু করে অন্যান্য এয়ারপোর্টগুলোকে সংযুক্ত করতে পারব। সেক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও কানাডার মতো সকল দূরবর্তী রুটে আমাদের এয়ার ট্রাভেল তৃতীয় আন্তর্জাতিক টার্মিনালের মাধ্যমে পরিচালনাকে যৌক্তিক করে তুলতে পারব।

সাধারণ ভোক্তাদের জন্য আমাদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ হলো আসন্ন রমজান মাস। রমজানকে ঘিরে আমারা কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছি। বিশেষ করে আমাদের চিনি এবং তেলের মতো নিত্যপণ্য যার ৯০শতাংশ আমাদের আমাদানি করতে হয়, সেগুলোর উপর আমদানি শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছি আমরা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এতে সদয় সম্মতি প্রদান করেছেন। আশা করছি, দ্রুতই জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) এসব পণ্যের শুল্ক যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে এলে রমজানে আমাদের সাধারণ ভোক্তা পর্যায়ে একটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা পাবেন। সেই সাথে আমি আপনাদের এও জানাতে চাই যে, আমাদের জরুরী নিত্যপণ্য আমদানিকারকদের আমরা ডেকেছি। স্থানীয়

উৎপাদনকারী পর্যায়ে কৃষি মন্ত্রণালয় ও মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ মন্ত্রণালয়সহ সকল সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা সমন্বয় করে দিয়েছেন। আমাদের এই মুহূর্তে খাদ্য তথা চালের পর্যাপ্ত অর্থাৎ ১৮ লক্ষ মেট্রিক টন মজুদ আছে। এর অতিরিক্ত প্রায় ১৩ লক্ষ মেট্রিক টন চাল আমদানি করা হয়েছে, যা রমজান মাসে অতিরিক্ত চাহিদা হিসেবে প্রয়োজন হয়। ইনশাল্লাহ এসব পণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবারহ বহাল থাকবে। আমাদের যেটা বিশেষ প্রয়োজন, তা হলো উৎপাদন করা এবং আমদানিকারকদের থেকে পাইকারি এবং খুচরা বিক্রয়ের মধ্যে যে সাপ্লাই চেইন রয়েছে সখানে যদি আমরা আর একটু কাজ করতে পারি তাতে আমি মনে করি যৌক্তিক মূল্যে সাধারণ ভোক্তাগণ সেই পণ্য পাবেন।

দুই বছরের কোভিড, ইউক্রেন-রাশিয়ার যুদ্ধ, ইজরাইল-প্যালেষ্টাইনের যুদ্ধ ও লোহিত সাগর সংকটে আন্তর্জাতিক 'সাপ্লাই চেইন' কে অনেক সমস্যার সম্মূখীন করেছে। যেভাবে আমারা খাদ্যে স্বংসম্পূর্ণ হয়েছি, একই ভাবে আমাদের অন্যান্য উৎপাদিত পণ্যেও আমারদের সীমানা আঞ্চলিকভাবে সীমাবদ্ধ। খুব দুরের দেশগুলিতে আমাদের 'সাপ্লাই চেইন' কে সম্প্রসারিত না করে আমাদের রিজিওনাল কানেক্টিভিটি বাড়িয়ে আমরা যেন সহজেই পণ্যগুলো আনতে পারি সে ব্যাপারে সচেষ্ট হতে হবে। ভারতের সাথে আমাদের পিঁয়াজ এবং চিনির একটা সীমাবদ্ধতা ছিল। ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রীর সাথে আমার কথা হয়েছে। তিনি রমজান উপলক্ষ্যে এই দুটি পণ্যে নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যাতে আমরা রমজানের আগেই এগুলো আনতে পারি। আমাদের 'টিসিবি' ভোক্তা পর্যায়ে এক কোটি পরিবারকে পাঁচটি জরুরী নিত্যপণ্য যেমন : চাল, চিনি, তেল, ডাল, ছোলা এবং রমজান উপলক্ষ্যে খেজুর সরবারহ করছে। এটা যেন আমরা অব্যাহত রাখতে পারি সেজন্য ভারত থেকে আমরা পিঁয়াজ এবং চিনি আমদানি করব। এ থেকে আমাদের 'সাপ্লাই চেইনের' উপর একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। আমারা শুধুমাত্র 'টিসিবির' মাধ্যমেই খাদ্য সহায়তা সীমিত রাখতে চাচ্ছিনা; অতিরিক্ত সরবারহও নিশ্চিত করতে চাচ্ছি, যাতে খোলা বাজারে 'সাপ্লাই চেইন' বজায় থাকে।

আমি আবারও 'বিসিসিসিআই' এবং 'ইআরএফ' যারা আজ আমাকে এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি করে এনেছেন, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই সাংবাদিকতা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল প্রতিযোগী, সম্মানিত বিচারকমন্ডলী ও বিশেষ করে পুরষ্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও টিভি-রিপোর্টারবৃন্দকে আমি বিশেষ ভাবে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পরিশেষে আমি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এই মহতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে আপনাদের গৃহীত কার্যক্রম এবং অনুপ্রেরণামূলক উদ্যোগ সম্পর্কে অবহিত হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। ভবিষ্যতে এ ধরণের ইতিবাচক উদ্যোগে বাণিজ্য মন্ত্রনালয়ের সহযোগিতা অব্যাহত রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। সকলকে আবারও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

Yan Hualong

Hon'ble Minister Counsellor & Deputy Chief of Misson,
Embassy of China in Banlgadesh

Your Excellency Mr. Ahsanul Islam (Titu) M.P. Honorable State Minister, Ministry of Commerce. Government of People's Republic of Bangladesh, Your excellency Mr. Mahbabul Alam, Honorable President of FBCCI, Your Excellency Mr. Gazi Golam Mortoza, Honorable President of BCCCI, Your Excellency, Mr. Mohammad Refayet Ullah Mirdha, President of ERF, my dear friend Mr. Al Mamun Mridha, Secretary General of BCCCI, Your excellencies, senior business leaders of the Chinese Community in Bangladesh,

Ladies and Gentlemen,

It gives me tremendous joy to be invited to this BCCCI-ERF Journalism Award ceremony. On behalf of His Excellency Ambassador Yao Wen, I would like to extend my sincere thanks to BCCCI and ERF for your most valuable efforts in promoting our bilateral economic and trade relations and for extensive coverage on China Bangladesh strategic relations, economic cooperation by our ERF friends and our warm congratulations to the 'Journalism Award' winners and all our journalist friends present today. Your Honorable Excellencies, friends, the year 2023 has witnessed a global political and economic turbulence, which has not been witnessed for the past decades. The economic landscape was marked by the unpredictability and numerous challenges in China, Bangladesh and all the countries in the world. We continued to be pushed by the constant situations presented by post covid recovery, Ukraine War, the deglobalization trend, devaluation of the US dollar, high inflation rate and recent conflicts which all contributed for the crisis of the global development and developing countries in particular. But to my happiness, during all these challenges, all these difficulties, both China and Bangladesh have shown their resilience in development. We have witnessed that under the great leadership of Honorable Prime Minister Shiekh Hasina, Bangladesh has become a very promising nation making Bangladesh the second largest GDP in South Asia, and the 33rd largest economy in the world. Great achievements have been achieved under the leadership of the honorable prime minister. We admire your Achivements. China also had GDP growth of 5.2 %. This is the lowest recorded in China's 40 years of great development.

Anyhow, China's economy also shows great resilience. China always cherish our friendship between Bangladesh and China. We regard our relationship to be a strategic partnership. On January 11th 2024, Chinese President Xi Jingping and Premier Li Qiang sent congratulatory messages to Prime Minister Shiekh Hasina on her election victory and the successful inauguration of the 12th Parliament. Our two leaders expected that our two countries can make joint efforts to further implement the important projects which our two leaders have made during Honorable president Xi Jingping's visit to Dhaka back in 2016 and during their meeting in Johannesburg in 2023. Both leaders vowed to enhance our political and mutual trust, promote our traditional friendship to a new height and promote high quality **Belt and Road** cooperation and in all other sectors under the guidance of Honorable State Minister of Commerce H.E. Mr. Ahasanul Islam (Titu) MP, who discussed with me only a few minutes ago. The potential of both Bangladesh and China's economy ensures better cooperation for both the business communities and people. The business community and people to people exchanges are most important. Just a few minutes ago the honorable Honorable

State Minister for Commerece advised me that we should enhance our cooperation in all sectors. Ambassador Yao Wen and Chinese embassy will work together with the Honorable State Minister for Commerce to achieve all of Bangladesh's visions. You have noticed that there is a large trade gap and the effort to address that will be the effort for 2024 and beyond. By this year 2024 the cooperation and connectivity will be enhanced. To this end we will have direct flights between Dhaka and Beijing by April and a new Business Center will be established at Chinese Embassy in Dhaka by March 2024. Your excellency, you talked about setting up our commercial bank in Bangladesh to help our business community's activities. I hope it will be set up by the year 2024 thanks to our joint efforts.

Lastly, in 2023 we saw great cooperation and achievements between our two great countries with Padma Bridge, Dasherkandi STP, Bangabandhu Tunnel and a lot of other mega projects are in the planning and on the way. Honorable President Xi Jingping has extended a cordial invitation to Her Excellency Shiekh Hasina to visit China as the new cabinet has just been appointed. We are confident, we will work with every effort for the friendship, for the benefit of the well-being of both the peoples and the cross border activities of the business communities.

I once again thank the Honorable State Minister, BCCCI, ERF, and all our distinguished guests today. Thank you so much and good day today and should you need any assistance or help from the Chinese Embassy, please do contact us and we will be working with every effort on our part.

Thank you once again.

মাহবুবুল আলম
প্রেসিডেন্ট
ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি (এফবিসিসিআই)

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি মাস। এ মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করি যাঁরা রাষ্ট্রভাষাকে বাংলা করার জন্য শহীদ হয়েছেন।

আজকের এই অনুষ্ঠানের সভাপতি বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি এর সভাপতি, অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাংলাদেশের অন্যতম একজন রাজনীতিবিদ যিনি বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব নিয়েছেন এবং আগামি দিনে বাংলাদেশকে অর্থনীতিকভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন আমাদের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জনাব আহসানুল ইসলাম টিটু এমপি। H.E Deputy Counsellor of the Embassy of China in Bangladesh. I request you to please come and invest in Bangladesh. Bangladesh is a very very investment-friendly country with enormous investment facilities. So, tell your investors to come and invest in Bangladesh. আজকে বিসিসিসিআই ও ইআরএফ'এর যৌথ সাংবাদিকতা প্রতিযোগিতায় যারা পুরষ্কার পাচ্ছেন তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে এবং এফবিসিসিআই এর পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি আপনাদের লেখনির মাধ্যমে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে এবং এগিয়ে যাবে। আমাদের অর্থনীতির এক সময়ের আকার ছিল ২০০৮ সালে ৯০ বিলিয়ন ডলার, এখন যা ৪৭০ বিলিয়ন ডলার, যা আস্তে আস্তে ট্রিলিয়ন ডলারের ইকোনোমিতে পরিণত হচ্ছে। আপনারা জাতির দিকনির্দেশনা দিচ্ছেন কীভাবে দেশকে অর্থনীতিকভাবে এগিয়ে নেওয়া যায় এবং আপনারা অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে অনেক ত্যাগ স্বীকার করে আমাদের জন্য রিপোর্ট করছেন যা আমাদের অর্থনীতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একই সাথে আপনাদের মাধ্যমে জাতি তার কাংক্ষিত ফলাফল পাচ্ছে। পজেটিভ নিউজ পাচ্ছে। এক সময় আমাদের পৃথিবীতে যুদ্ধ এবং রাজনীতির সংবাদ বেশি থাকত গণমাধ্যমে। আজকে কিন্তু তা নেই। এখন সেই যায়গা দখল করেছে অর্থনৈতিক সংবাদ। এখন অর্থনীতির সংবাদ পঠনে মানুষ উদগ্রীব এবং তারা ক্রমান্বয়ে অর্থনৈতিক বিষয়াদিতে আকৃষ্ট হচ্ছে।

আপনাদের প্রদত্ত সংবাদগুলো আমরা ইতিবাচকভাবে নেই এবং তা নিয়ে কাজ করি। আমি এফবিসিসিআই এর পক্ষ থেকে একটা কথা বলতে চাই। আমাদের যে অর্থনীতি এগিয়ে যাচ্ছে এবং এগিয়ে যাবে সে জন্য আমাদেরকে কিছু কাজ করতে হবে। সামনে চ্যালেঞ্জ আছে। সে চ্যালেঞ্জ আমাদেরকে একসাথে মোকাবেলা করতে হবে। আপনারা যারা সাংবাদিক ভাইয়েরা আছেন, আমরা ব্যবসায়ীরা আছি, আমরা যৌথভাবে যদি কাজ করি ইনশাল্লাহ আমাদের দেশকে অর্থনৈতিকভাবে মুক্তি দিতে পারব, যার জন্য আমাদের জাতির জনক আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তিনি আমাদের একটি দেশ দিয়েছেন এবং দেশের স্বাধীনতা দিয়েছেন। তাঁর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা রাত দিন আমাদের অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। আমারাও আশা করি আপনাদের লেখনীর মাধ্যমে জাতি অবশ্যই ইতিবাচক সংবাদ ও বিশ্লেষণ পাবে, যাতে করে আমারা অর্থনীতির কোথায় কোথায় আমাদের চ্যালেঞ্জ আছে সেগুলো যাতে বুঝতে পারি, এবং যাতে করে কাজ করতে পারি। আপনারা আমাদেরকে 'গাইড' করবেন আমরা অর্থাৎ ব্যবসায়ীদের কী করণীয়, তা যেন আমরা করতে পারি।

আমি পরিশেষে বলব বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি (বিসিসিসিআই) অত্যন্ত সক্রিয় একটি চেম্বার। তারা দেশের জন্য অনেক কাজ করছেন। বাংলাদেশে যে চীনা বিনিয়োগকারীরা আসেন, সে ব্যাপারে 'বিসিসিসিআই' চীনা দূতাবাসের সাথে গভীরভাবে কাজ করে। পাশাপাশি 'এফবিসিসিআই' থেকেও যে সকল সুযোগ-সুবিধা দেয়ার প্রয়োজন আমরা তা তাদেরকে দেব।

আমি এতটুকুই বলতে চাই, চীনা বিনিয়োগ আমাদের লাগবে। একই সাথে অন্যান্য দেশ থেকে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগও আমাদের লাগবে এবং তাদের বিনিয়োগের ফলে দেশ আরও এগিয়ে যাবে। আমি আশা করি আমরা ২০৪১ সালের মধ্যে টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারব এবং দেশ 'স্মার্ট বাংলাদেশ' এ পরিণত হবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক

গাজী গোলাম মূর্তজা

প্রেসিডেন্ট

বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অব ইন্ড্রাষ্টি (বিসিসিসিআই)

মাননীয় প্রধান অতিথি জনাব আহসানুল ইসলাম (টিটু) এমপি, সম্মানিত প্রতিমন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিশেষ অতিথি জনাব মাহবুবুল আলম, মাননীয় সভাপতি, এফবিসিসিআই,

বিশেষ অতিথি মি. ইয়ান হুয়ালং, বাংলাদেশস্থ চীনা দূতাবাসের সম্মানিত মিনিষ্টার কাউন্সিলর ও ডেপুটি চীফ অব মিশন, বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি'র সম্মানিত সেক্রেটারি জেনারেল জনাব আল মামুন মৃধা, ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ)-এর সন্মানিত সভাপতি জনাব মোহাম্মদ রেফায়েত উল্লাহ মৃধা,

সম্মানিত বিচারকমন্ডলী, প্রতিযোগী এবং অতিথিগণ, 'বিসিসিসিআই' ও 'ইআরএফ' এর সম্মানিত সদস্য ও কর্মকর্তাবৃন্দ,

প্রিয় অতিথিবৃন্দ

আসসালামু আলাইকুম।

বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কর্মাস এ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিসিসিসিআই)-এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও স্বাগতম। আজকের এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা সত্যিই একটি ব্যতিক্রমধর্মী জনসংযোগ উদ্যোগ প্রত্যক্ষ করলাম। বিসিসিসিআই-ইকোনমিক রিপোর্টারর্স ফোরাম যে নিয়মিত এই সাংবাদিকতা পুরস্কারের আয়োজন করছে তা ইতোমধ্যেই দেশের বুদ্ধিবৃত্তিক পরিমন্ডলে, বিশেষ করে সাংবাদিক সমাজে একটি ইতিবাচক প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়েছে। জনমত গঠনে অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হলো সাংবাদপত্র এবং সম্প্রচার মাধ্যম। আপনাদের লেখনী ও ক্যামেরায় ফুটে ওঠে বাস্তবতা। এটি যেমন সরকার ও নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তেমনি পাঠক সামাজকেও অবহিত ও অনুপ্রানিত করে।

বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে যে উষ্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বিদ্যমান তা যেমন বহুমাত্রিক, বিচিত্র এবং সুদূরপ্রসারী, ঠিক তেমনই দেশের উন্নয়ন, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা, শান্তি, সংহতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্ববহ। এই সম্পর্ক আরো নিবিড়তর উত্তরণে দেশের গণমাধ্যমকে সাথে নিয়ে এধরণের অনুপ্রেরণামূলক অনুষ্ঠান সুদুর প্রসারী ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে বলে আমাদের ধারণা। এই প্রতিযোগিতা উপলক্ষ্যে আজকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিশিষ্টজনদের বক্তব্যে আমরা সেই সম্ভাবনা এবং রূপরেখাটি লাভ করেছি। আমি তাঁদের মূল্যবান অভিমতের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। আমি সম্মানিত বিচারকমন্ডলীর অবদানের কথাও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। আমাদের এই সাংবাদিকতা প্রতিযোগিতায় সকল অংশগ্রহণকারি, বিজয়ী প্রতিযোগী এবং বিজ্ঞ বিচারকমন্ডলি সহ এই প্রতিযোগিতার সাথে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে আমি আমার ব্যাক্তিগত পক্ষ থেকে এবং বিসিসিসিআই এর পক্ষ থেকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ চীন সম্পর্ক দীর্ঘজীবি হোক।

জয় বাংলা - জয় বঙ্গবন্ধু

আল মামুন মৃধা
সেক্রেটারি জেনারেল
বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অব ইন্ড্রাষ্টি (বিসিসিসিআই)

মাননীয় প্রধান অতিথি জনাব আহসানুল ইসলাম (টিটু) এমপি, সম্মানিত প্রতিমন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিশেষ অতিথি জনাব মাহবুবুল আলম, মাননীয় সভাপতি, এফবিসিসিআই,

বিশেষ অতিথি মি. ইয়ান হুয়ালং, বাংলাদেশস্থ চীনা দূতাবাসের সম্মানিত মিনিষ্টার কাউন্সিলর ও ডেপুটি চীফ অব মিশন, বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি'র সম্মানিত সভাপতি জনাব গাজী গোলাম মর্তুজা, ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ)-এর সন্মানিত সভাপতি জনাব মোহাম্মদ রেফায়েত উল্লাহ মৃধা, বিসিসিসিআই' ও ইআরএফ-এর সন্মানিত সদস্যবৃন্দ, জুরি বোর্ডের সম্মানিত সদস্যবৃন্দ, প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী প্রিয় সাংবাদিকবৃন্দ, গণমাধ্যমের প্রিয় প্রতিনিধিবর্গ, বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ,

সম্মানিত সুধী,

আস্সালামু আলাইকুম ও শীত প্রভাতের উষ্ণ অভিনন্দন। আজ এই ভাষার মাসে বিনম্র শ্রদ্ধায় স্বরণ করছি দেশের কৃতি সন্তান সকল ভাষা শহীদদের। এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি'এর পক্ষ থেকে জানাচ্ছি আন্তরিক স্বাগতম এবং শুভেচ্ছা। বাংলাদেশ ও চীন উভয় দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সংক্রন্ত বিষয়ে আমরা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধিনস্ত মূল ধারার একমাত্র দ্বিপাক্ষিক ব্যবসায়িক সংগঠন। আমরা আজ সম্মাননা জানাতে চলেছি বাংলাদেশ ও চীনের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও পারস্পরিক সহযোগিতার উপর প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক এবং অনলাইন মিডিয়ায় প্রকাশিত ও প্রচারিত রিপোর্ট এবং টিভি প্রতিবেদনের সফল প্রতিবেদকদেরকে। আমাদের প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা মোট ৬৮টি প্রতিবেদন ও রিপোর্টিং ফুটেজ পেশ করেছিলেন যার মধ্যে সম্মানিত বিচারকদের মূল্যায়নে ১৭টি প্রতিবেদন বিষয়বস্তু, প্রচেষ্টা, তথ্যের বিন্যাস, অংশিদারদের অর্ন্তভুক্তি ও লেখনীশৈলির গুনগত মানের বিচারে নির্বাচিত হয়।

যে ৫টি ক্ষেত্রে বিভক্ত প্রতিবেদনগুলো বিজ্ঞ বিচারকদের নিরপেক্ষ মূল্যায়নে উত্তীর্ণ হয়। তা হলো:

(১). বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে ব্যবসা ও বিনিয়োগ।

(২). চীনের হাই-কোয়ালিটি ডেভেলপমেন্ট কনসেপ্ট বা পলিসি কিভাবে বাংলাদেশের উন্নয়নের ভূমিকা রাখতে পারে।

(৩). চীনের বেল্ট এন্ড রোড ইনেশিয়েটিভ ও বাংলাদেশের উন্নয়ন

(৪). আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স, ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভ্যুলেশনসহ দ্বি-পাক্ষিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হস্তান্তর।

(৫). অন্যান্য (যেমন- blue-economy, tourism, culture, education, and hospitality industry ইত্যাদি)

আমি প্রথমেই অভিনন্দন জানাতে চাই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকলকে যাঁরা অত্যন্ত নিষ্ঠা ও তাদের সেরাটুকু দিয়ে প্রতিবেদনগুলো নির্মাণ ও সম্প্রচারযোগ্য করেছেন। তথাপি এটি যেহেতু প্রতিযোগিতা, তাই তুলনামূলক বিচারে সেরাদের মধ্যেই ১৭টি শ্রেষ্ঠ উপস্থাপনা সম্মানিত বিচারকবৃন্দের মূল্যায়নে নির্বাচিত হয়েছে। বিসিসিসিআই এবং ইআরএফ এর এই যৌথ সাংবাদিকতা প্রতিযোগিতাকে ইতোমধ্যেই একটি উৎসবমূখর প্রণোদনা বা প্রতিষ্ঠানে পরিনত করেছে। এই বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিযোগিতা বাংলাদেশ ও চীন - এই দুইটি বন্ধুপ্রতিম দেশের মধ্যে বিরাজমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মাত্রাকে আরও উচ্চতায় নিয়ে যেতে বিশেষ অবদান রাখবে বলে আমরা আশা করছি। সহযোগিতার বিবেচনা ছাড়াও বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে নানামূখী সম্পর্ক উন্নয়নের তাৎপর্য মূল্যায়নে এ ধরনের প্রণোদনামূখী প্রতিযোগিতা নতুন

প্রজন্মের লেখক-সাংবাদিক ও গবেষকদের মধ্যেও যে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছে এবং করবে তার বুদ্ধিবৃত্তিক মূল্যায়নে দেশের পেশাজীবি সুধী সমাজের মধ্যেও যে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে, এটা বলাই বাহুল্য। এহেন প্রতিযোগিতায় সর্বাত্নক সহযোগিতার জন্য আমি দেশের অর্থনৈতিক সাংবাদিকদের প্রতিষ্ঠান "ইআরএফ" কে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ইআরএফ-এর সাথে বিসিসিসিআই-এর সম্পর্ক একটি মহৎ সূত্রে গাঁথা। মূলধারার অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সাংবাদিকদের সংগঠন 'ইআরএফ'-এর সাথে বিসিসিসিআই-এর কার্যকর সম্পর্কের বুনন অনেক নিবিড় পারস্পরিক সম্মানবোধ, বস্তুনিষ্ঠ, স্বচ্ছতার ভিত্তির উপর নির্মিত। সূত্রপাত করনাকালিন সময়ে যখন চীনের সম্পর্কে অনেক আলাপ আলোচনা চলছিল

আপনারা অবগত আছেন যে, চীন আমাদের সর্ববৃহৎ বাণিজ্য সহযোগী এবং উন্নয়ন অংশীদার, বাংলাদেশের কাঙ্খিত সোনার বাংলা বিনির্মানে বিকাশমান অর্থনৈতিক, সামাজিক, শিক্ষা, গবেষণা, সাংস্কৃতিক, অঙ্গনে আমরা উভয় দেশের দৃঢ় ও বিশ্বস্ত বন্ধুত্বের প্রতিনিয়ত অনন্য সব নিদর্শন দেখতে পাই, আমরার সত্যিই বিশ্বাস করি যে বাংলাদেশ ও চায়নার পারস্পরিক সহযোগিতার বিভিন্ন দিকগুলোর নানা পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ, দিকনির্দেশনামূলক প্রতিবেদনগুলি আমাদের সত্যিই অনুপ্রানিত করবে আগামীতে আরও দৃঢ়তার সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে একইসাথে আপনাদের প্রতি বিনীত অনুরোধ থাকবে, ভবিষ্যতেও আপনারা আপনাদরে মৌলিক সত্য অনুসন্ধান চালিয়ে যাবেন এবং কোন কুচক্রি মহলের উদ্দেশ্যপ্রনোদিত অপপ্রচারে প্রভাবিত না হয়ে নিজ মেধা, প্রজ্ঞা, জ্ঞান, তথ্যের সত্যতা বিশ্লেষণ এবং সর্বোপরি আমাদের দেশমাতৃকার সর্বোচ্চ সম্মান রক্ষার্থে প্রকৃত সংবাদ পরিবেশনের বাস্তব মূল্যায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন।

প্রতিবারই আমরা মেধাবি সাংবাদিকদের কাছ থেকে বিপুল সংখ্যক প্রতিবেদন পাই এবং সেগুলোর মধ্যেও যে সকল প্রতিবেদন মানোত্তীর্ণ বলে বিজ্ঞ বিচারকগণ বিবেচনা করেন আমরা তাদেরকে স্বীকৃতির ব্যবস্থা করি। এবারের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও আমি বলবো, আমরা যে ৫টি খাতে বা বিষয়ে তাদের লেখা ও সংবাদচিত্র আহ্বান করেছিলাম সেগুলিতেও একইভাবে যথেষ্ট তথ্য ও দিক-নির্দেশনাপূর্ণ প্রতিবেদন তারা অনেক কষ্ট করে এ প্রতিযোগিতায় তুলে ধরেছেন। আমি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়, চীনা দূতাবাসের মিনিষ্টার-কাউন্সিলর ও ডেপুটি চিফ অব মিশন মহোদয়কে এবং দেশের শীর্ষ বাণিজ্য সংগঠন 'এফবিসিসিআই' এর সম্মানিত সভাপতি জনাব মাহবুবুল আলম-কে অনুরোধ করবো উক্ত প্রতিবেদনগুলো আপনারা কষ্ট করে পড়বেন এবং অনুধাবন করবেন। তাতে এই সাংবাদিকরাও যেমন অনুপ্রেরণা পাবেন, এই দুই দেশের সরকার ও জনগণও বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের গভীরতা এবং তাৎপর্য সম্পর্কে আরও বিস্তারিতভাবে এবং বিষয়ভিত্তিক ভাবে জানার ও মূল্যায়নের অবকাশ পাবেন। আমরা ভবিষ্যতে এ ধরণের প্রতিযোগিতার কলেবর আরও বাড়ানোর চেষ্টা করবো, যাতে আরও বেশি সংখ্যক সাংবাদিক ও গবেষকের লেখা ও সংবাদচিত্রকে আমরা অন্তর্ভূক্ত করতে পারব।

আপনারা সবাই ভালো থাকুন। সুস্থ থাকুন।

জয় বাংলা - জয় বঙ্গবন্ধু

মোহাম্মদ রেফায়েত উল্লাহ মীরধা
সভাপতি
ইকোনোমিক রিপোর্টারস ফোরাম (ইআরএফ)

আসসালামু আলাইকুম

আপনাদের সকলকে শুভ সকাল। ফেব্রুয়ারি মাস ভাষার মাস। তাই আমি আমার বক্তব্য বাংলায় পেশ করছি। আজকের অনষ্ঠানের মাননীয় প্রধান অতিথি জনাব আহসানুল ইসলাম (টিটু) এমপি, সম্মানিত প্রতিমন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, বিশেষ অতিথি জনাব মাহবুবুল আলম, মাননীয় সভাপতি, এফবিসিসিআই, বিশেষ অতিথি মি. ইয়ান হুয়ালং, বাংলাদেশস্থ চীনা দূতাবাসের সম্মানিত মিনিস্টার কাউন্সিলর ও ডেপুটি চীফ অব মিশন, বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি'র সম্মানিত সভাপতি জনাব গাজী গোলাম মূর্তজা, এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের সাবেক প্রেসিডেন্ট ও সাবেক জেনারেল সেক্রেটারি, ইআরএফ,

আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। একই সাথে ইআরএফ এর সাধারণ সদস্য যারা এখানে উপস্থিত আছেন সকলকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। যারা জুরি বোর্ডে ছিলেন আমি তাদেরকেও বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যারা পুরষ্কার পেয়েছেন তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এখানে আসার জন্য। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্টি (বিসিসিসিআই) কে। আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যারা এ অনুষ্ঠান সংগঠিত করেছেন তথা আমাদের ইআরএফ এর জেনারেল সেক্রেটারি আবুল কাশেম এবং আমাদের বোর্ডকে। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আজকের এ অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে। আমরা মনে করি সাংবাদিকতা একটি সম্মানিত পেশা। বাংলাদেশের অর্থনীতি যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে বিজনেস জার্নালিস্টদের ব্যপক ভূমিকা রয়েছে। আমি মনে করি বিজনেস জার্নালিজম হচ্ছে বাংলাদেশের সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎ। আমি আরও মনে করি 'বিজনেস জার্নালিজমের' ভবিষ্যৎ অতি উজ্জ্বল। এই প্রেক্ষাপট থেকেই আমরা অনেক সময় অনেক অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকি। যেমন আমরা বিসিসিআই- ইআরএফ বিজনেস জার্নালিজম এওয়ার্ড দিচ্ছি। আমি আশা করি আমাদের সদস্যরা যারা এখানে আছেন তারা এ বিষয়ে আরও বেশি বেশি লেখালেখি করবেন যাতে করে ভবিষ্যতে আমরা আরও বেশি বেশি ধরণের পুরষ্কার দিতে পারি।

আপনারা জানেন যে, চীন হচ্ছে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বাণিজ্য পার্টনার। আমাদের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ হচ্ছে ২৮ বিলিয়ন ডলার। এই ২৮ বিলিয়ন ডলারের মধ্যে আমাদের রপ্তানি খুবই সামান্য। এর কারণ হচ্ছে, আমাদের যে গার্মেন্টস মূল রপ্তানি পণ্য এবং চীন বছরে আমদানি করে ১০ বিলিয়ন ডলার। তাই এখানে আমাদের খুব বেশি একটা রপ্তানি করার সুযোগ কম। আমি চীনা সরকার বা চীনা ভোক্তাদের একটি অনুরোধ করতে চাই, আমাদের দেশে বেশি বেশি বিনিয়োগ নিয়ে আসুন এবং আমাদের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে যে ঘাটতি রয়েছে সেটা কিছুটা হলেও যেন পূরণ হয়। চীনা সরকার থেকে ৯০০০ এর বেশি পণ্যের জন্য শুল্কমুক্ত রপ্তানির সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আমি বলতে চাই, বাংলাদেশ থেকে যে সকল পণ্য এখনো অপ্রচলিত আছে, সেগুলোতে যেন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় তাহলে আমাদের রপ্তানি আরও বাড়তে পারে।

আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন চীনা দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অফ মিশন, আমি তার কাছে একটি অনুরোধ করতে চাই। আমরা ইআরএফ থেকে জার্নলিস্টদের মিডিয়া এক্সচেঞ্জ যেটা আমরা চাচ্ছি সেটা আরও বেশি করা হোক। প্রতি বছর বিভিন্ন ধরণের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, চীনের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি আছে, বিভিন্ন ইনস্টিটিউট আছে, সেগুলোতে যেনো আমাদের ইআরএফ এর সদস্যদের আরও বেশি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। এতে তারা গ্লোবাল ট্রেড সম্পর্কে আরও বেশি ধারণা নিতে পারবেন এবং আরও বেশি লেখালেখি করতে পারবেন। আমি মনে করি এ ধরণের অনুষ্ঠান আমাদের সদস্যদের পেশাগত দক্ষতাকে আরও বৃদ্ধি করবে।

চীনের বিনিয়োগ প্রকল্পে তারা অর্থায়ন করতে চান সে ব্যাপারে আমি সবসময় একটি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে থাকি যে, আমাদের যে অবকাঠামো রয়েছে তাতে আপনারা সাচ্ছন্দ্যে বিনিয়োগ করতে পারেন। আশা করি আপনারা এখানে আরও বিনিয়োগ নিয়ে আসবেন।

আপনারা ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ।

Honorable Members of the Jury Board for the BCCCI-ERF Journalism Award 2024

Mr. Mustafizur Rahman
Distinguished Fellow
Centre for Policy Dialogue (CPD),
Bangladesh

Dr. Mohammad Abdur Razzaque
Chairman
RAPID

Shamsul Haq Zahid
Editor
The Financial Express

Brig. Gen. Shah Md. Sultan Uddin Iqbal
BP, ndu, psc, PhD (Retd)
Senior Vice President, BCCCI

Shawkat Hossain Masum
Head of Online
Prothom Alo

Winners of BCCCI-ERF Journalism Award 2024

TRADE AND INVESTMENT

Sl	Name	Organization	Prize
1	Ziadul Islam	Dainik Amader Shomoy	1st prize
2	S.A. M. Hamid-Uz-Zaman	Dainik Jugantor	2nd Prize
3	Tanjila Khanam Sathi	Boishaki Television	3rd Prize

BELT AND ROAD INITIATIVE

Sl	Name	Organization	Prize
1	Abbas Uddin Noyon	Business Standard	1st prize
2	Iqbal Ahsan	Channel 24	2nd Prize
3	Md. Hasanul Alam Shaon	NTV	3rd Prize

HIGH QUALITY DEVELOPMENT

Sl	Name	Organization	Prize
1	Mohammad Jahidul Islam	Business Standard	1st prize
2	Jasim Uddin Haroon	Financial Express	2nd Prize
3	Sushanto Sinha	Ekattor TV	3rd Prize

SCIENCE AND TECHNOLOGY

Sl	Name	Organization	Prize
1	Doulot Akter Mala	Financial Express	1st prize
2	Mr. Ibrahim Hossain Ovi	The Business Post	2nd Prize
3	Tawhidur Rahman	Ekshuey Television	3rd Prize

OTHERS CATEGORY.

SL	Name	Organization	Prize
1	Babu Kamruzzaman	News 24	1st Prize
2	FHM Humayun Kabir	Financial Express	2nd Prize
3	Ahsan Habib	Daily Star	3rd Prize
4	Mr. SM Alamgir	Shomoyer Alo	3rd Prize
5	Hasan Arif	Report 24.com	3rd Prize

Winners of the BCCCI-ERF Journalism Award-2024

BCCCI - ERF JOURNALISM AWARD

1st Prize for the Trade & Investment Category

Ziadul Islam

Senior Reporter, Dainik Amader shomoy

Mr. Ziadul Islam, Senior Reporter of the Dainik Amader Shomoy, receiving the 1st Prize for the Trade and Investment Category.

Ziadul Islam "Dainik Amader Somoy"

চীনা মুদ্রায় লেনদেনে ব্যাপক সাড়া

- গত অর্থবছরে ইউয়ানে বাণিজ্য ৫৩ কোটি ডলারের সমপরিমাণ
- সুযোগ পাওয়ায় আগ্রহী হয়ে উঠেছেন ব্যবসায়ীরা

বাংলাদেশ-চীন বাণিজ্যে নতুন গতি

> ইউয়ানে লেনদেন বাড়লে চীনা বিনিয়োগ বাড়বে, বাণিজ্য ঘাটতিও কমবে
>
> বিসিসিসিআই মহাসচিব

জিয়াদুল ইসলাম ●

খুলনার আইয়ান জুট মিলস ২০২১-২০২২ অর্থবছর পর্যন্ত চীনের বাজারে কেবল ডলারেই পণ্য রপ্তানি করে আসছিল। তবে ২০২২-২৩ অর্থবছরে এসে ডলারের পাশাপাশি চীনের নিজস্ব মুদ্রা ইউয়ানেও পণ্য রপ্তানি করে। গত অর্থবছরে প্রতিষ্ঠানটি ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের খুলনার একটি শাখার মাধ্যমে সাড়ে ৫ লাখ ডলার সমমূল্যের ইউয়ানে পণ্য রপ্তানি করে। শুধু আইয়ান জুট মিলস নয়, গত অর্থবছরে ২৪টির অধিক প্রতিষ্ঠান ইউয়ান মুদ্রায় চীনে পণ্য রপ্তানি করে। আগের অর্থবছরে এ সংখ্যা ছিল মাত্র তিনটি। এর মধ্য দিয়ে এ অর্থবছরে ইউয়ানে রপ্তানি বাড়ে ১৫৬ গুণের বেশি। এর বিপরীতে আমদানিতেও ইউয়ানে লেনদেন বেড়েছে। গত অর্থবছরে বিভিন্ন খাতের অন্তত ৫০টি প্রতিষ্ঠান চীনা মুদ্রায় পণ্য আমদানি করে। এর ফলে গত অর্থবছরে ইউয়ানে আমাদের আমদানি প্রায় চারগুণ বাড়ে।

গত বছরের এপ্রিলের পর দেশে ডলার সংকট তীব্র হলে বৈদেশিক বাণিজ্যে বিকল্প মুদ্রা ব্যবহারের বিষয়টি আলোচনায় আসে। তখন ডলার সাশ্রয়ের অংশ হিসেবে একই বছরের সেপ্টেম্বরে দেশের ব্যবসায়ীদের বৈদেশিক বাণিজ্যে চীনা মুদ্রায় লেনদেন করার সুযোগ বাড়িয়ে সার্কুলার জারি করে বাংলাদেশ ব্যাংক। ওই নির্দেশনার পর চীনের ব্যাংকের সঙ্গে ইউয়ানে ব্যাংক হিসাব খুলতে ব্যাংকগুলোর মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি হয়। এখন পর্যন্ত আড়াই ডজনের বেশি ব্যাংক ইউয়ান মুদ্রায় চীনের ব্যাংকের সঙ্গে হিসাব খুলেছে। এতে দুই দেশের মধ্যে ইউয়ানে বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধির সুযোগ বেড়েছে। এরই মধ্যে দুই দেশের ব্যবসায়ীরা এই সুযোগের সদ্ব্যবহার শুরু করেছেন।

এই সুযোগে ইউয়ান ব্যবহার করে আমদানি ও রপ্তানি বাড়ছে, যা সার্বিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্প্রসারণে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। সেই সঙ্গে সাশ্রয় হচ্ছে ডলার। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য বলছে, গত অর্থবছরে ইউয়ানে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ৫৩ কোটি ডলারের বেশি বাণিজ্য হয়েছে। এর মানে এই পরিমাণ ডলার আমাদের সাশ্রয় হয়েছে। এর মধ্যে এককভাবে চীনের সঙ্গে ইউয়ানে বাণিজ্য হয়েছে প্রায় সাড়ে ১২ কোটি ডলার। ব্যবসায়ীরা বলছেন, ডলারের এই সংকটের সময়ে ইউয়ান দিয়ে লেনদেন করলেই বেশি সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষ করে ইউয়ানে পেমেন্ট দ্রুত পাওয়া যায়। আবার ব্যাংকগুলোও চার্জ কাটে কম।

ইউয়ানে পণ্য রপ্তানিতে আগ্রহের কারণ জানতে চাইলে আইয়ান জুট মিলসের পরিচালক মো. জহির উদ্দিন রাজীব আমাদের সময়কে বলেন, ইউয়ান চায়নার নিজস্ব মুদ্রা। ফলে দেশটির সঙ্গে তাদের নিজস্ব মুদ্রায় লেনদেনেই বেশি সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে। এতে ক্রেতার সন্তুষ্টি অর্জনের বিষয়ও রয়েছে।

জহির উদ্দিন রাজীব বলেন, আগে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্ত থেকে ডলারের পেমেন্ট পেতে সর্বোচ্চ তিন দিন সময় লাগত, এখন সেটা পাঁচদিন পর্যন্ত লেগে যাচ্ছে। কিন্তু ইউয়ানে লেনদেন করলে পেমেন্ট পাওয়া যাচ্ছে দ্রুত। আবার আগে ডলারে প্রতি লেনদেনে ব্যাংকগুলো সর্বোচ্চ চার্জ কাটত ২০ থেকে ৪০ ডলার। গত বছর থেকে এমনও দেখা যাচ্ছে এই চার্জ ২৫০ ডলার পর্যন্ত উঠছে। কিন্তু ইউয়ানে প্রতিটি লেনদেনে চার্জ গুনতে হচ্ছে অনেক কম। আরেকটা বিষয়, ডলারে আমরা যে বিনিময় হার পাচ্ছি, ইউয়ানে তার থেকে প্রায় ১ টাকা বেশি পাচ্ছি। এসব সুবিধার কারণে আমরা ডলারকে পাশ কাটিয়ে ইউয়ানে লেনদেনে আগ্রহী হয়েছি। ■ এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ১

চীনা মুদ্রায় লেনদেনে ব্যাপক সাড়া

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) অর্ণব ট্রেড ইন্টারন্যাশনালের সহযোগী প্রতিষ্ঠান অর্ণব কমপিউটার বাজার। এ প্রতিষ্ঠানসহ থার্ডপার্টি মিলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে আল আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের মাধ্যমে চীন থেকে প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার ডলার সমমূল্যের ইউয়ান মুদ্রায় পণ্য আমদানি করে। প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারী সোহেল আহমেদ আমাদের সময়কে বলেন, দীর্ঘদিন ব্যাংকগুলোতে ডলারের সংকট চলছে। আমরা ডলারে নিয়মিত এলসি পাচ্ছিলাম না। তখন ডলারের বিকল্প ইউয়ানে লেনদেনে আগ্রহী হই। এখন সহজে ও কম সময়ের মধ্যেই ইউয়ানে এলসি খুলতে পারছি।

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য অংশীদার দেশ চীন। আমদানি-রপ্তানি মিলিয়ে বর্তমানে মোট বাণিজ্যের প্রায় ১৯ শতাংশই হয় চীনের সঙ্গে। এ ছাড়া বিশ্বে সবচেয়ে বেশি বিদেশি মুদ্রার রিজার্ভ আছে চীনে। চীন এখন বিভিন্ন দেশে তা বিনিয়োগ করার চেষ্টা করছে। ফলে ইউয়ানে লেনদেন বাড়লে শুধু ডলার সাশ্রয়ই নয়, দেশটির বিনিয়োগ আকর্ষণের মাধ্যমে রপ্তনি বাড়িয়ে বাণিজ্য ঘাটতিও কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিসিসিসিআই) মহাসচিব আল মামুন মৃধা আমাদের সময়কে বলেন, সব লেনদেনে একটি মাত্রা কারেন্সিরও ওপর অতি নির্ভরশীল হয়ে পড়াটা কোনো দেশের জন্যই ভালো সিদ্ধান্ত না। যেহেতু চীনের সঙ্গে আমাদের বড় বাণিজ্য, সেজন্য আমরা দেশটির সঙ্গে তাদের মুদ্রায় লেনদেন নিষ্পত্তির পরামর্শ দিয়েছিলাম। এখন ইউয়ানে লেনদেনের এই সুযোগ বৃদ্ধির ফলে আশা করছি আগামীতে চীনা বিনিয়োগ বাড়বে। কেননা, চীনের সঙ্গে ইউয়ানে যতগুলো দেশ লেনদেন করছে, সে দেশগুলোতে চীনা বিনিয়োগও বেড়েছে। এ ছাড়া চীন আমাদের ৯৮ শতাংশ পণ্য শুল্কমুক্ত প্রবেশের সুযোগ দেয়। ফলে চীনা বিনিয়োগ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে দেশটিতে পণ্য রপ্তানির পরিমাণও বাড়ানো সম্ভব হবে। ফলে কমে আসবে বাণিজ্য ঘাটতিও।

চীনা মুদ্রায় অ্যাকাউন্ট খোলা বাড়িয়েছে ব্যাংকগুলো : এখন পর্যন্ত দেশের অন্তত ৩০টি ব্যাংক ইউয়ানে লেনদেনের জন্য চায়না ব্যাংকের সঙ্গে অ্যাকাউন্ট খুলেছে। চায়নার কোনো ব্যাংকের সঙ্গে

দেশের কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলেছে, সেই তথ্য জানতে পেরেছে আমাদের সময়। প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, এগ্রিকালচার ব্যাংক অব চায়নার সঙ্গে ব্যাংক হিসাব খুলেছে বাংলাদেশের সিটি, মেঘনা, প্রিমিয়ার, ইস্টার্ন, যমুনা, মার্কেন্টাইল, এনআরবিসি ও এনআরবি ব্যাংক এবং কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলন। চায়নার ঝেজিয়াং চাওজাও (Zhejiang Chouyhou) কমার্শিয়াল ব্যাংকের সঙ্গে হিসাব খুলেছে এবি, আইএফআইসি, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ, এনআরবিসি, ট্রাস্ট, ইউনাইটেড কমার্শিয়াল, বাংলাদেশ কমার্স, সিটি, মার্কেন্টাইল, এনবিএল, এনসিসি, ওয়ান, প্রিমিয়ার, পূবালী ও সাউথইস্ট ব্যাংক এবং ব্যাংক এশিয়া। চায়নার পুডং (pudong) ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের সঙ্গে হিসাব খুলেছে ব্র্যাক, প্রাইম ও ইসলামী ব্যাংক। চীনের ইউরুমকিতে (rumki) অবস্থিত হাবিব ব্যাংকের সঙ্গে বাংলাদেশের হাবিব ব্যাংক, হংকং সিটিতে অবস্থিত আইসিআইসিআই ব্যাংকের সঙ্গে এ দেশের এক্সিম ব্যাংক, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের সঙ্গে সে দেশের স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক ও এইচএসবিসি ব্যাংকের সঙ্গে এইচএসবিসি ব্যাংক হিসাব খুলেছে। এ ছাড়া সোনালী, অগ্রণী, উত্তরা, শাহজালাল ইসলামী ও মধুমতি ব্যাংকও চায়নার ব্যাংকের সঙ্গে হিসাব খুলেছে।

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মুহাম্মদ মুনিরুল মওলা আমাদের সময় বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশনার পর আমরা চায়নার ব্যাংকের সঙ্গে অ্যাকাউন্ট খোলা বাড়িয়েছি। ডলার সংকটের এই সময়ে চীনের সঙ্গে সব লেনদেন যদি ইউয়ানে করা যায়, তা হলে শুধু গ্রাহক নয়, দেশও উপকৃত হবে।

চীনা মুদ্রায় বাড়ছে আমদানি-রপ্তানি : গত দুই অর্থবছর ইউয়ানে আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ জানতে গিয়ে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০২১-২২ অর্থবছরে চীনা মুদ্রায় মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিল মাত্র ১১ লাখ ডলারের সমপরিমাণ। এর মধ্যে চীনে কোনো রপ্তানিই ছিল না। সেখানে ২০২২-২৩ অর্থবছরে চীনা মুদ্রায় মোট রপ্তানির পরিমাণ বেড়ে ১৫৬ গুণ হয়েছে। গত অর্থবছরে বিভিন্ন দেশে ইউয়ানে রপ্তানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৭ কোটি ১৭ লাখ ডলারের সমপরিমাণ। এর মধ্যে চীনে রপ্তানির পরিমাণ ২ কোটি ৫২ লাখ ডলার।

অন্যদিকে ২০২১-২২ অর্থবছরে বিভিন্ন দেশ থেকে চীনা মুদ্রায় আমদানির পরিমাণ ছিল ৯ কোটি ৫৪ লাখ ডলার। এর মধ্যে চীন থেকে আমদানির পরিমাণ ছিল প্রায় ৮ কোটি ৩ লাখ ডলার। সেখানে গত অর্থবছরে ইউয়ানে মোট আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৬ কোটি ১৫ লাখ ডলার। এর মধ্যে চীন হতে আমদানির পরিমাণ ১০ কোটি ১৫ লাখ ডলার। এর মানে আমদানি রপ্তানিতে অন্য দেশের পাশাপাশি চীনের সঙ্গে ইউয়ান ব্যবহার বেড়েছে।

সার্বিক বাণিজ্য পরিস্থিতি : ইউয়ানে লেনদেন বৃদ্ধির পরও রিজার্ভ সাশ্রয়ে নেওয়া পদক্ষেপের কারণে গত অর্থবছরে চীন থেকে সার্বিক আমদানি ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ কমেছে। সেই সঙ্গে চীনের বাজারে দেশের রপ্তানি আয়ও কিছুটা কমেছে। এতে দুই দেশের বাণিজ্য ঘাটতিও কিছুটা কমে এসেছে। গত অর্থবছরে চীনের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি হয়েছে ১ হাজার ৯৩ কোটি ডলার। এ সময়ে চীনে রপ্তানি হয়েছে প্রায় ৬৭৭ কোটি ডলার। একই সময়ে আমদানি হয়েছে ১ হাজার ৭০৭ কোটি ডলার। অথচ ২০২১-২২ অর্থবছরে চীনের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১ হাজার ৭৮২ কোটি ডলার।

চীনা বিনিয়োগ বাড়লে কমবে বাণিজ্য ঘাটতিও : গত বছর চীন থেকে নিট বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে প্রায় ১৯ কোটি ডলার। আগের বছর এর পরিমাণ ছিল আরও বেশি, প্রায় ৪১ কোটি ডলার। টেক্সটাইল, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি, চামড়া, কনস্ট্রাকশন, খাদ্য, রাসায়নিক ও ওষুধ এবং ট্রেডিং খাতে এসব বিনিয়োগ এসেছে। মার্কিন গবেষণা প্রতিষ্ঠান আমেরিকান এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের (এইআই) এক হিসাব অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে চীন থেকে মোট বিনিয়োগ এসেছে ৭০৭ কোটি ডলারের। সংশ্লিষ্টরা জানান, বাংলাদেশে চীনা বিনিয়োগ বাড়াতে চট্টগ্রামের আনোয়ারায় গড়ে তোলা হচ্ছে চীনা ইকোনমিক জোন। আগামী বছরের মধ্যে ইকোনমিক জোনটি উদ্যোক্তাদের জন্য বিনিয়োগের উপযোগী করে তুলতে জোরেশোরে কাজ এগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এই ইকোনমিক জোনে অন্তত ১ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হবে।

এ বিষয়ে বিসিসিসিআইর মহাসচিব আল মামুন মৃধা বলেন, আমাদের রপ্তানি বাড়ানো দরকার। সেটা শুধু চায়নাতে হতে হবে এমনটি নয়, অন্য দেশেও হতে পারে। এক্ষেত্রে চায়নিজ ইকোনমিক জোনটা চালু হলে সেখানে বিপুল পরিমাণে চায়নিজ বিনিয়োগ আসবে। এক্ষেত্রে আমরা এক্সপোর্টবেজড ইনভেস্টমেন্টকে টার্গেট করছি। সেটা ব্যাপকাংশে বৃদ্ধি পাবে, যদি লেদেনের ইউয়ানের প্রচলন বেশি করতে পারি।

ইউয়ানে আন্তর্জাতিক লেনদেন ও রিজার্ভ বৃদ্ধি : আন্তর্জাতিক লেনদেনে ডলারের বিকল্প হিসেবে বিশ্বজুড়ে দ্রুত স্বীকৃতি পাচ্ছে ইউয়ান। এর কারণ হলো- এখন পর্যন্ত বিশ্বের যে পাঁচটি দেশের মুদ্রাকে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) 'হাই ভ্যালু কারেন্সি' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে তার মধ্যে চীনের ইউয়ান অন্যতম। আইএমএফের এসডিআর বাস্কেটে ইউয়ানকে ২০১৬ সালে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এরপর থেকে বিশ্বের কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো তাদের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে ইউয়ানের পরিমাণ বাড়াচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকও দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে ডলারের অংশ কমিয়ে ইউয়ানের পরিমাণ বাড়ায়। তবে বর্তমানে রিজার্ভে এর অংশ আগের চেয়ে কমে এসেছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, গত বছরের ১৩ আগস্টে পর্যন্ত ৫২৮ মিলিয়ন ডলারের সমপরিমাণ ইউয়ান রিজার্ভ রাখা ছিল, যা চলতি বছরের ১৩ আগস্টে নেমে এসেছে ৩৩৩ মিলিয়ন ডলারে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা আমাদের সময়কে বলেন, আগামীতে ইউয়ানে রিজার্ভ বাড়ানোর বিষয়টি নির্ভর করবে এই মুদ্রায় আমরা কতটা রপ্তানি আয় ও রেমিট্যান্স নিয়ে আসতে পারি। এর বাইরে বিদেশ থেকে ঋণ নিয়েও ইউয়ানের মজুদ বাড়ানো সম্ভব। তবে সব কিছুই ইউয়ানে লেনদেনের চাহিদা বৃদ্ধির ওপর নির্ভর করবে।

জানা যায়, চীন সরকারও বাংলাদেশের সঙ্গে লেনদেনে তাদের মুদ্রা ব্যবহারে গুরুত্ব দিচ্ছে। এজন্য গত বছরের আগস্টে চীনের পক্ষ থেকে দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে মূল্য নির্ধারণ এবং লেনদেন নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে উভয় দেশের স্থানীয় মুদ্রা ইউয়ান এবং টাকা বিনিময়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়। ওই প্রস্তাবটি নিয়ে বিভিন্ন সময় আলোচনা হলেও এখনো চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি।

BCCCI - ERF JOURNALISM AWARD

2nd Prize for the Trade & Investment Category

S.A.M. Hamid-Uz-Zaman

Senior Reporter, Dainik Jugantor

Mr. S.A. M. Hamid-Uz-Zaman, Senior Reporter of the Dainik Jugantor, receiving the 2nd Prize for the Trade and Investment Category.

S.A.M Hamid-Uz-zaman "Dainik Jugantor"

সত্যের সন্ধানে নির্ভীক
THE DAILY JUGANTOR
যুগান্তর
দ্বিতীয় সংস্করণ
www.jugantor.com
ঢাকা ২৩ নভেম্বর ২০২৩ | ৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ | ৮ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৫ হিজরি | রেজিঃ নং ডিএ ১৯২০ | বর্ষ ২৪ | সংখ্যা ২৮৫ বৃহস্পতিবার | ১৬ পৃষ্ঠা ● ১২ টাকা

বিভিন্ন প্রকল্পে চীনের সঙ্গে ঋণচুক্তি

দরকষাকষির সক্ষমতা বাড়ছে বাংলাদেশের

হামিদ-উজ-জামান

চীনা ঋণের যে কোনো শর্ত মানছে না বাংলাদেশ। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেশের জন্য মঙ্গলজনক হলেই শুধু ঋণ নেওয়া হচ্ছে। সম্প্রতি একটি ঋণে কঠিন শর্ত দিয়েছিল চীন। এমনকি প্রকল্প চলাকালে চীনের নীতিমালায় কোনো পরিবর্তন হলে শর্ত ছাড়াই নোটিশ দিয়ে সম্পূর্ণ অর্থায়ন বাতিলের ক্ষমতা চেয়েছিল দেশটি। সেই সঙ্গে উচ্চ প্রতিশ্রুতি ও ব্যবস্থাপনা ফি, কম ম্যাচুরিটি ও সহজলভ্য পিরিয়ড সংক্রান্ত শর্তও দেয়। তারা বলেছিল, অধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে চীনা আইন। যে কোনো সালিশ নিষ্পত্তি হবে বেইজিংয়ে। চীনের এসব প্রস্তাবে ঘোর আপত্তি জানিয়ে ফিরতি প্রস্তাব পাঠায় অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)। পরে আলাপ-আলোচনার পর অনেক শর্তই শিথিল হয়ে যায়। ফলে চুক্তি স্বাক্ষরের পর বাস্তবায়ন হচ্ছে 'রাজশাহী ওয়াসা সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট' শীর্ষক প্রকল্পটি। এরকম অন্য ঋণগুলোতেও একই চিত্র দেখা গেছে। অনেকের মতে, এর মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ দরকষাকষির সক্ষমতার স্বাক্ষর রেখেছে। তবে এটাকে বাংলাদেশ ও চীনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের নিদর্শন হিসাবে দেখছেন সংশ্লিষ্টরা।

> দেশের জন্য মঙ্গলজনক হলেই নেওয়া হচ্ছে ঋণ
>
> মাঝপথে হঠাৎ করে ঋণ বাতিল নয়, সালিশের তৃতীয় দেশ হবে সিঙ্গাপুর

জানতে চাইলে ইআরডির সচিব শরিফা খান বলেন, 'সব ধরনের ঋণের ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের দরকষাকষির সক্ষমতা বেড়েছে। আমাদের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা না বাড়লে বড় বড় বৈদেশিক ঋণ নিচ্ছি কিভাবে? এসব ঋণের শর্ত, আইনকানুন, সুবিধা ও অসুবিধা সবকিছু বিচার-বিশ্লেষণ করেই নেওয়া হচ্ছে।'

চীনা ঋণের প্রসঙ্গে পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের (পিআরআই) নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর বলেন, 'রাজশাহী ওয়াসার যে ঋণটির উদাহরণ দিলেন, এতে বলাই যায় নেগোশিয়েশনে সক্ষমতা বেড়েছে। তবে ইআরডির কর্মকর্তাদের আরও দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজন আছে। তাদের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণসহ বিদেশ সফরের মাধ্যমে জ্ঞানের পরিধি বাড়াতে হবে। তারা যত দক্ষ হবে, দেশের জন্য ততই মঙ্গলজনক।'

অনুসন্ধানে জানা যায়, 'রাজশাহী ওয়াসা সার্ফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট' শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ২৭ কোটি ৬২ লাখ মার্কিন ডলার বা প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকা ঋণ চাওয়া হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে ঋণ দেওয়ায় সম্মতি জানিয়ে ১৬ জানুয়ারি একটি ঋণচুক্তির খসড়া ■ পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ৪

দরকষাকষির সক্ষমতা বাড়ছে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পাঠায় চীন। প্রিফারেনশিয়াল বায়ার্স ক্রেডিটের (পিবিসি) ঋণ চুক্তি খসড়াটির ওপর ২৭ ফেব্রুয়ারি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা হয়। ৭ মার্চ জারি করা হয় সভার কার্যবিবরণী। এরপরই চীনা কর্তৃপক্ষের কাছে বাংলাদেশের মতামত জানিয়ে প্রস্তাব পাঠায় ইআরডি।

জানতে চাইলে ইআরডির উচ্চপর্যায়ের এক কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, 'চীনা ঋণের শর্ত সব সময়ই কঠিন হয়। শুধু এ প্রকল্পের ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য প্রকল্পের ক্ষেত্রেও তারা কঠিন শর্ত চাপিয়ে দিতে চায়। পরে আলাপ-আলোচনার পর কিছু ক্ষেত্রে সমঝোতা হলেই শুধু ঋণচুক্তি হয়। তবে চীন অনেক ক্ষেত্রে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অব্যাহত রেখেছে।'

রাজশাহী ওয়াসার ঋণের শর্ত প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ইআরডির পক্ষ থেকে চীনকে বাংলাদেশের আপত্তির বিষয়গুলো জানানো হয়। এরপরই তাদের সঙ্গে আলোচনার পর অনেক শর্তই শিথিল হয়ে যায়।'

জানতে চাইলে বাংলাদেশ-চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিসিসিসিআই) সাধারণ সম্পাদক আল মামুন মৃধা যুগান্তরকে বলেন, 'দরকষাকষির দক্ষতার চেয়ে এখানে বড় বিষয়টি হচ্ছে বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের বন্ধুত্ব। এখন দেশটির (চীন) সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কারণে অন্যান্য দেশের চেয়ে আমাদের ক্ষেত্রে তারা অনেক নমনীয়। ফলে যে কোনো শর্তই তারা আমাদের চাহিদাকে সম্মান দিয়ে যাচ্ছে। এটা শুধু রাজশাহী ওয়াসার প্রকল্পেই নয়, অন্য সব প্রকল্পের ক্ষেত্রেও হচ্ছে। এছাড়া চীনের বাজারে আমাদের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে তারা প্রথমে ৯৭ শতাংশ ডিউটি ফ্রি সুবিধা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু আমাদের চাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তারা ৯৮ শতাংশ ডিউটি ফ্রি সুবিধা দিয়েছে। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পটিতে সরকার একপর্যায়ে বিব্রতকর অবস্থায় পড়েছিল। কিন্তু পিপিপির মাইলফলক এ প্রকল্পের অর্থায়নে চীন সরকার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে এখন আমরা চলাচলের সুবিধা পাচ্ছি।'

তিনি আরও বলেন, '২০২৬ সালের পর এলডিসি উত্তরণ হয়ে গেলে আমরা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অনেক সুযোগই হারাব। সেক্ষেত্রে ট্রেডে যাতে কোনো বাধা না আসে এজন্য চীনের সঙ্গে এফটিএ (ফ্রি ট্রেড অ্যাগ্রিমেন্ট) করার বিষয়ে উভয়পক্ষ অনেকদূর এগিয়েছে। ইতোমধ্যেই একটি বৈঠকও হয়েছে। চীনের পক্ষে সম্ভাব্যতা সমীক্ষাও শেষ করা হয়েছে। সবকিছুই হচ্ছে বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসাবে।'

সূত্র জানায়, ২০১৬ সালে ১৪ অক্টোবর চীনের প্রেসিডেন্টের বাংলাদেশ সফরের সময় স্বাক্ষর হয় 'স্ট্রেনদেনিং ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড প্রডাকশন ক্যাপাসিটি কো-অপারেশন' শীর্ষক এমওইউ। সেখানে রাজশাহী ওয়াসার প্রকল্পটি অন্তর্ভুক্ত আছে। পরে আরও আলাপ-আলোচনার পর এ প্রকল্পে ঋণ দেওয়ার বিষয়টি এগিয়ে যায়। চীনের পাঠানো ঋণচুক্তির প্রস্তাবে বলা হয়েছিল, সুদের হার হবে ২ শতাংশ। ব্যবস্থাপনা ফি হিসাবে এককালীন দিতে হবে শূন্য দশমিক ২৫ শতাংশ অর্থ। এছাড়া প্রতিশ্রুতি ফি হিসাবে ছাড় না হওয়া অর্থের ওপর বাৎসরিক শূন্য দশমিক ২৫ শতাংশ দিতে হবে। কিন্তু এসব বিষয় নিয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় বলা হয়, বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় ব্যবস্থাপনা ও প্রতিশ্রুতি ফি কমানো দরকার। কেননা দ্বি-পাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগী হিসাবে জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়ার ঋণে কোনো কমিটমেন্ট ফি নেই। ভারতের কমিটমেন্ট ফি মোট অছাড়কৃত অর্থের ওপর ধার্য না করে পৃথক প্যাকেজভিত্তিক ধার্য করা হয়। বহুপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে বিশ্বব্যাংক এই ফি নিচ্ছে না। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) ঋণে আছে মাত্র শূন্য দশমিক ১৫ শতাংশ। সেইসঙ্গে অধিকাংশ উন্নয়ন সহযোগীর ঋণে ব্যবস্থাপনা ফি নেই। কোনো কোনো ঋণে থাকলেও তা অত্যন্ত কম। চীনের প্রস্তাবিত ঋণে ম্যাচুরিটি পিরিয়ড হিসাবে ২০ বছর ধরা হয়েছে। কিন্তু জাপানের ম্যাচুরিটি পিরিয়ড ৩০ বছর, দক্ষিণ কোরিয়ার ৪০ বছর। এছাড়া বিশ্বব্যাংকের ৩০-৩৮ বছর এবং এডিবির ২৫ বছর। ফলে চীনা কর্তৃপক্ষকে ম্যাচুরিটি পিরিয়ড আরও ৫ বছর বাড়িয়ে ২৫ বছর করার প্রস্তাব দিতে হবে।

সূত্র আরও জানায়, খসড়া ঋণচুক্তিতে গ্রেস পিরিয়ড (রেয়াতকাল) এবং অ্যাভেইলিভিলিটি (সহজলভ্যতা) পিরিয়ড উভয়ই ৬০ মাস ধরা হয়। এক্ষেত্রে সময় বাড়িয়ে ৭২ মাস করার প্রস্তাব দিয়েছিল বাংলাদেশ। খসড়া ঋণ চুক্তি আর্টিকেল-৭ ধারা অনুযায়ী চীনা কর্তৃপক্ষের পলিসিগত পরিবর্তনের ফলে কোনো শর্ত ছাড়াই নোটিশ দিয়ে প্রকল্পে অর্থায়ন সম্পূর্ণরূপে বাতিল করতে পারবে বলে উল্লেখ ছিল। এটি নেগোশিয়েশনের মাধ্যমে সুরাহার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয় ইআরডিকে। ওই আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় রাজশাহী ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. জাকীর হোসেন বলেছিলেন, খসড়া ঋণ চুক্তি আর্টিকেল ৭-এর মধ্যে শুধু বাংলাদেশের পক্ষের বিভিন্ন ত্রুটি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে চীনা কর্তৃপক্ষেরও ত্রুটি হতে পারে। যেমন—কিছু ক্ষেত্রে কোনো বিষয় চীনা পক্ষের কাছে দীর্ঘদিন পড়ে থাকে। তাদের পক্ষে কোনো সাড়া পাওয়া যায় না। এর ফলে আর্থিকভাবে আমাদের ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।

চীনের পাঠানো খসড়া ঋণচুক্তিতে আরও বলা হয়েছিল, উভয়পক্ষের অধিকার ও বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রে চীনা আইন প্রযোজ্য হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে বাংলাদেশ পক্ষের জন্য বাংলাদেশের আইন প্রযোজ্য হওয়া বিষয়টি উল্লেখ থাকা প্রয়োজন বলে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় মতামত দেওয়া হয়। এই ঋণচুক্তি এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কোনো বিষয়ে সালিশের জন্য নির্ধারিত স্থান হিসাবে বেইজিং উল্লেখ করা হয়েছিল খসড়ায়। কিন্তু বাংলাদেশ মনে করে স্থানটি চুক্তিকারী দেশের বাইরে তৃতীয় কোনো দেশ হওয়া উচিত। ওই সময় দরকষাকষির সঙ্গে যুক্ত ইআরডির দায়িত্বশীল এক কর্মকর্তা যুগান্তরকে বলেন, 'তারা যে ঋণ বাতিলের কথা বলেছিল সেটি আর হবে না। কেননা তাদের নীতিমালায় পরিবর্তন হলে তারা আমাদের জানাবে। এরপর যদি কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন হয় তাহলে প্রক্রিয়াগত পদ্ধতির সব ধাপ পার হয়েই করতে হবে। তারা চাইলেই হঠাৎ করে ঋণ বাতিল করতে পারবে না। এছাড়া ঠিকাদারদের গাফিলতিসহ যে কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা সমাধানের জন্য সিঙ্গাপুরকে তৃতীয় দেশ হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।'

রাজশাহী ওয়াসা সূত্র জানায়, ১০ মে চীনের সঙ্গে রাজশাহী ওয়াসার জন্য ঋণচুক্তিটি স্বাক্ষর হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের চাওয়া অনুযায়ী রেয়াতকাল ও ঋণ পরিশোধের সময় বেড়েছে। সেই সঙ্গে অন্যান্য ফিও সহনীয় পর্যায়ে নেমে এসেছে। প্রকল্পের অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক পারভেজ মামুদ বলেন, 'ইতোমধ্যেই চীনের দেওয়া ঋণের অর্থছাড় হয়েছে। এখন কোনো সমস্যা নেই। আমরা সাইট ডেভেলপ করছি এবং নকশা তৈরির কাজ করছি। এগুলো হয়ে গেলে পরবর্তী কার্যক্রম নেওয়া হবে।' এ বিষয়ে রাজশাহী ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. জাকীর হোসেন বলেন, 'প্রকল্পের কার্যক্রম ভালোভাবেই চলছে। চুক্তি স্বাক্ষরের পর আর কোনো জটিলতা নেই।'

BCCCI - ERF JOURNALISM AWARD

3rd Prize for the Trade & Investment Category

Tanjila Khanam Sathi

Senior Reporter, Boishaki Television

Ms. Tanjila Khanam Sathi, Senior Reporter of the Boishaki Television, receiving the 3rd Prize for the Trade and Investment Category.

Tanjila Khanam Sathi “Boishaki Television”

BCCCI - ERF JOURNALISM AWARD

1st Prize for the Belt and Road Category

Abbas Uddin Noyon

Senior Staff Correspondent, Business Standard

Mr. Abbas Uddin Noyon, Senior Staff Correspondent of The Business Standard, receiving the 1st Prize for the BRI category.

Abbas Uddin Noyon "Business Standard"

SUNDAY 01 OCTOBER 2023

THE BUSINESS STANDARD

Complimentary Copy

TBSNEWS.NET
PAGES 16 | PRICE TK 15

How China's Belt and Road changing Bangladesh's infrastructures

INVESTMENT – BANGLADESH

ABBAS UDDIN NOYON

From road to rail to seaport and airport, under-river tunnel to elevated expressway, water utility to e-governance, coal to solar energy, China makes its presence felt everywhere in Bangladesh with funds, technology, and expertise.

According to an estimate by the American Enterprise Institute (AEI), a US think tank, the total investment from China in Bangladesh is $7.07 billion. In addition, Chinese companies have received construction contracts worth $22.94 billion in different sectors.

In the last 10 years, China has released $4.45 billion for 35 projects under the Belt and Road Initiative (BRI), said Chinese Ambassador to Bangladesh Yao Wen.

At a recent programme in Dhaka, the Chinese envoy said the BRI investments in Bangladesh are contributing to the improvement of people's living standards.

China is implementing 21 bridges and 27 power projects in Bangladesh. Around 670 Chinese companies have invested in the country. China will participate in many of Bangladesh's 100 economic zones.

Apart from the government, Bangladesh's private sector has also taken loans from China. According to data from the Bangladesh Bank, the status of Chinese loans in the country's private sector is slightly higher than $2.33 billion. The majority of the loans go to the power and energy sector.

BRI fuelled investment

Chinese President Xi Jinping launched both the Silk Road Economic Belt and the 21st Century Maritime Silk Road initiatives in 2013. Afterwards, these together were termed the Belt and Road Initiative.

The initiative's objective is to build connectivity and cooperation across six main economic corridors, including the Bangladesh-China-India-Myanmar (BCIM) Economic Corridor.

During President Xi's visit in 2016, a number I SEE PAGE 4 COL 1

How China's Belt and Road changing Bangladesh's

CONTINUED FROM PAGE 3

of Memoranda of Understanding (MoUs) and agreements were signed between Bangladesh and China. Under the BRI, Bangladesh will receive $26 billion for BRI projects and $14 billion for joint venture projects, totalling a $40 billion package.

Bangladesh has primarily seen BRI projects in the energy and transportation sectors, with infrastructure investment needs projected to reach 1.5% of GDP by 2040.

"The 12 highways and 21 bridge projects, symbolised by the Padma Multipurpose Bridge, serve as extensions of the modern-day 'Silk Road' within Bangladesh," Yao Wen said at an event in Dhaka organised to mark the 10th anniversary of the BRI.

He highlighted 27 power and energy projects, municipal initiatives, manufacturing, and agricultural ventures as "lighthouses" guiding the enduring cooperation between the two nations. China has significantly contributed to Bangladesh's road transport infrastructure, including the impressive Padma Bridge and the ground-breaking Bangladesh Karnaphuli River Tunnel Project.

Notable road and bridge projects include the Paksey Bridge, Bangladesh-China Friendship Bridge, Dhaka Bypass, Dhaka-Khulna (N8) Project, Dhaka Elevated Expressway, and Dhaka-Ashulia Elevated Highway Project.

Additionally, there are seven railway lines, including the Padma Bridge Rail Link Project, the Tongi to Bhairab double-track line, and the Dohazari to Cox's Bazar Railway.

Chinese enterprises have played a significant role in 27 power and energy projects; their investments span diverse energy fields, including coal, solar, and wind power plants, thus promoting a diversified energy mix. Notable projects include the Payra 1320MW ultra-supercritical coal-fired power plant.

Among the BRI projects, the most notable are the Dasherkandi Sewage Treatment Plant Project in Dhaka, the Single Point Mooring (SPM) with Double Pipeline Expansion project at Maheshkhali, and Cox's Bazar Airport.

Abdur Razzak, chairman of the private research organisation RAPID, said, "There are 70 countries under the BRI. We want to benefit from this investment. We have a lack of infrastructure. More development is needed in that area. China has maintained its position in world trade. We have to utilise this opportunity."

He also said the country's GDP will increase by 2% to 4% if $10 billion is invested in the BRI projects. If the project is implemented globally, Bangladesh's commercial expenses will decrease in 75 countries.

Job creation and beyond

Ke Changliang, president of the Chinese Enterprises Association in Bangladesh, which includes over 670 Chinese firms operating in various sectors.

In the EPZ area, about 25% of investors are Chinese; so far, these enterprises have created approximately 600,000 employment opportunities for Bangladeshis, he added.

In recent times, the investment of Chinese companies in Bangladesh has increased significantly.

According to the Bangladesh Investment Development Authority (Bida), at least 15 Chinese companies have brought direct investment to Bangladesh in the last year alone. Besides, another $1.5 billion worth of FDI proposals came last year.

Data from the Bangladesh Bank shows the country's yearly growth in FDI from China stood at 13.5%. In 2015, FDI from China was only $56 million, which in seven years has increased 11.5 times.

"We are tirelessly working to bring in big investments from China, and we are getting good responses," said Lokman Hossain Miah, executive chairman of Bida.

Bangladesh will see increased investment in the textile and clothing sectors in the coming days as the business environment has marked tremendous improvement in recent years, said Calvin Ngan, president of the Overseas Chinese Association in Bangladesh (Ocab).

China a major trade partner

China is now Bangladesh's largest trading partner. The trade volume between the two countries is about $25 billion. Bangladesh mainly imports capital machinery and raw materials from China.

On the other hand, Bangladesh exports vegetables, frozen and live fish, leather and leather products, textile fibres, paper yarn and woven fabrics, garments, and apparel items to the country.

China implemented duty-free facilities on 97% of Bangladeshi products on 1 July 2020. Later, it was increased to 98%. The export of crabs and eels to China resumed last July. By exporting these two items, Bangladesh earns about $50 million a year from China.

Commerce Minister Tipu Munshi said, "China is Bangladesh's largest trading partner. Leather, ICT, and light engineering sectors can be potential sectors for Chinese investors.

Govt establishing special economic zone for Chinese firms

To give special benefits to Chinese investors, the government is establishing a special economic zone on about 783 acres of land in the Anwara upazila of Chattogram.

When the project is completed, it is expected that employment opportunities will be created for approximately two lakh people.

Shaikh Yusuf Harun, executive chairman of the Bangladesh Economic Zones Authority, said many Chinese companies have already shown interest in investing here.

Al Mamun Mridha, acting secretary-general of the Bangladesh China Chamber of Commerce and Industry, also said they are trying to bring large investments to the Chinese Economic Zone.

BCCCI - ERF JOURNALISM AWARD

2nd Prize for the Belt and Road Category

Iqbal Ahsan

Business Editor, Channel24

Mr. Iqbal Ahsan, Business Editor of Channel 24, receiving the 2nd Prize for the BRI category.

Iqbal Ahsan “Channel 24”

BCCCI - ERF JOURNALISM AWARD

3rd Prize for the Belt and Road Category

Md. Hasanul Alam Shaon

Senior Reporter, NTV

Mr, Md. Hasanul Alam Shaon, senior reporter of NTV, receiving the 3rd Prize for the BRI Category.

Md. Hasanul Alam Shaon "NTV"

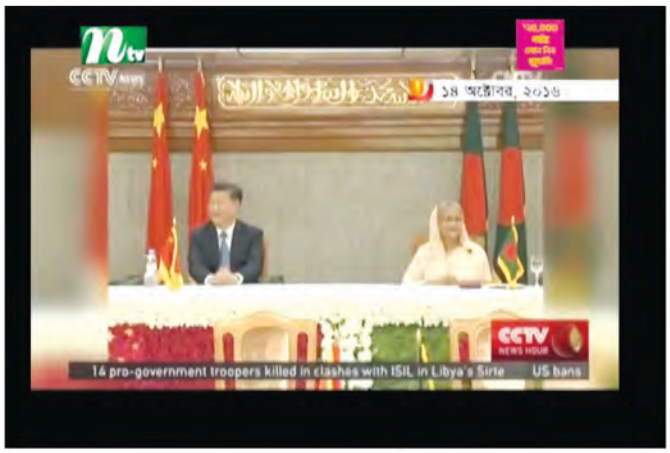

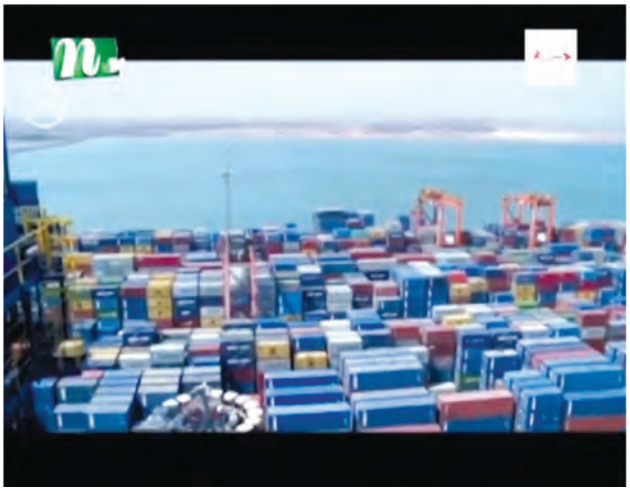

BCCCI - ERF JOURNALISM AWARD

1st Prize for the High Quality Development Category

Mohammad Jahidul Islam

Senior Reporter, Business Standard

Mr. Mohammad Jahidul Islam, Senior Reporter of the Business Standard, receiving the 1st Prize for the High Quality development Category.

Mohammad Jahidul Islam "Business Standard"

TUESDAY 31 OCTOBER 2023 | PAGES 16 | PRICE TK 15 TBSNEWS.NET

THE BUSINESS STANDARD

'China opportunity' beckons Bangladesh. How to seize it?

TRADE - BANGLADESH

JAHIDUL ISLAM

China accounted for 1.22% of Bangladesh's total exports in FY23

Bangladesh more than a decade ago in the sixth five-year plan foresaw an "once-in-a-lifetime window of opportunity" to gain from China's fast-eroding competitive edge and increase export of labour-intensive products, a path that Southeast Asian countries were also exploring.

Once more, in its eighth five-year plan, Bangladesh aims to emulate the strategy that transformed China into the world's leading manufacturing hub, thereby integrating itself into the global value chain.

However, the progress achieved thus far falls short of what should be expected, especially when considering the opportunities and advantages that Asian economies like Vietnam, Thailand, and even India have harnessed.

labour-intensive products are countries like Bangladesh, Vietnam, Cambodia, Indonesia, Philippines, and even India.

"Investors are scurrying for the next best location for manufacturing clothing, shoes, toys and other labour-intensive manufactures. Why not Bangladesh?" it asked.

It was hoped that Bangladesh, during the 6th plan period, will position itself comprehensively – with supportive incentive schemes, investment incentives, and liberal import regime – for a solid berth to become one of the Asian export hubs.

"In terms of attractive trade and investment policies, Bangladesh will match countries like Vietnam and Indonesia which are vying to take a bigger chunk of the Chinese pie which is up for grabs," it forecasted.

This has not happened as desired.

Dr Mustafizur Rahman told The Business Standard that entrepreneurs of Bangladesh have attracted a few export orders shifted from China but the amount is negligible considering the anticipated China opportunity.

"But we have failed to attract investment released from China and increase exports in the country despite

With state-of-the-art infrastructures in place, many of them supported by China's Belt and Road Initiative, Bangladesh is now uniquely positioned to transform its strategic vision into tangible economic benefits.

Economists believe the key to seizing this opportunity lies in enhancing the ease of doing business. Bangladesh can leverage its improved connectivity and energy infrastructure to progress towards its ambitious goal of attaining high-income status within the next two decades.

"The transition of China's economy from labour-intensive to capital-intensity opened up three-pronged opportunities for Bangladesh," said Dr Mustafizur Rahman, distinguished fellow of the Center for Policy Dialogue.

These opportunities encompassed buyers redirecting some orders from China to other nations, China increasing its imports of lower-end manufacturing products, and entrepreneurs initiating factory relocations from China, he explained.

The China opportunity

A section of the 6th five-year plan, titled "The China opportunity", mentions that those ready to gain from China's falling competitive edge in China offering free tariff opportunities for over 99% of items due to lower competitiveness and higher cost of business," the economist noted.

He pointed out that China's share of global RMG exports has declined from 39% to approximately 30%, and Bangladeshi exporters have only managed to secure a small portion of this market.

Abul Kasem Khan, former president of the Dhaka Chamber of Commerce and Industry, highlighted that while the government recognised the China opportunity, it has failed to execute effective initiatives.

He said, "During the Covid-19 period, 60 factories owned by Japanese entrepreneurs relocated from China, with most choosing Vietnam and Indonesia. Bangladesh received only one.

"Entrepreneurs have urged the government to lower the cost of doing business, citing Bangladesh's consistently poor performance in the World Bank's Ease of Doing Business Index.

"Specifically, the country faces challenges in areas like business registration, customs, taxation, law enforcement, logistics, and policy consistency. Resolving these issues is crucial for fostering increased investment and export growth."

I SEE PAGE 4 COL 1

'China opportunity' beckons Bangladesh

CONTINUED FROM PAGE 3

The China book

The current five-year plan (2020-25) draws inspiration from China's post-1978 development strategy, which fueled its remarkable ascent through export growth, rapid economic expansion, and poverty reduction, driven by pragmatic market-oriented reforms.

The plan underscores China's extensive investments in domestic market integration, enhancing connectivity through road and coastal infrastructure development.

China's approach to connectivity aligns with its global blueprint, the Belt and Road Initiative (BRI), designed to foster closer global connections via road, rail, sea, and air.

Bangladesh's substantial connectivity projects, such as the Padma rail bridge, Bangabandhu Tunnel, and Chattogram-Cox's Bazar rail link, mirror China's regional integration efforts.

Nevertheless, Bangladesh's geographical location doesn't facilitate the same level of integration with China as some of its Asian neighbours, like Malaysia, Singapore, and the Philippines, which enjoy robust trade and investment ties with China.

While Bangladesh's imports from China have seen significant growth, its exports still fall short of their full potential.

Bangladesh exports to China

Analysis based on TiVA data for countries in the Asia-Pacific region suggests that for every $10 exported to China, $8 is the domestic value-added component, of which $6 is channelled to Chinese final demand while the rest is re-exported.

China's outbound investment has steadily increased in the past decade, with Chinese firms looking for potential relocation of manufacturing to Asian countries.

Bangladesh's gain in this aspect also remains limited.

Bangladesh exported goods worth $677.36 million to China in FY23, which was 1.22% of $55.56 million of the total export earnings.

In comparison, Bangladesh earned $401.94 million from exporting to China in FY12, which was 1.66% of total exports in that fiscal.

The position of China as the export destination of goods from Bangladesh was 15th in FY12 which dropped to 17th last fiscal.

Bangladesh earned the highest $949.41 million export earnings from China in FY17, which has been dropping for six years and reduced by $272.05 million in the last fiscal.

Major export items from Bangladesh to China are RMG products. The combined export earnings from oven garments, knitwear and home textiles was $296.82 million, around 43.82% of total exports to the country.

Leather and leather products, footwear, jute and jute products, and plastic products are among other export items to China.

Al Mamun Mridha, secretary general of the Bangladesh-China Chamber of Commerce and Industry, told TBS that export from Bangladesh to China is reducing due to a lack of variation in export products.

He said that exporters from Bangladesh are facing high competition for a $10 billion RMG market in China. More items in the export market would boost earnings, he added.

He said that demand for ICT goods and services and mercenaries for high-tech products is rising in China. There is a huge potential to increase from importing leather products instead of raw leather.

He further said the China chamber is trying to attract FDI in these sectors. He emphasised ensuring consistency in the policy, reducing the cost of business and eliminating other obstacles to investment.

What more to do

Bangladesh needs to reform trade policies, ease customs procedures, improve one-stop service, liberalise its trade further and faster with bringing down tariff rates to invite more investment from China and send more goods to the Asian powerhouse.

Abul Kasem Khan said that the megaprojects inaugurated recently and waiting for the inauguration will boost trade and investment.

He emphasised accelerating infrastructure development like the Dhaka Chattogram highway, the tunnel under the Jamuna River, and the second Padma Bridge at Pathura Daulatdia point.

He recommended utilising facilities of the Belt and Road Initiative and accelerating private investment to develop such infrastructure.

Dr Mustafizur Rahman said enforcement of one-stop service centres and operation of special economic zones should start immediately to increase and attract investment and exports.

Special attention is required to increase skills and productivity, ensuring the supply of gas and quality power to increase exports to China and attract export orders shifted from China.

BCCCI - ERF JOURNALISM AWARD

2nd Prize for the High Quality Development Category

Jasim Uddin Haroon

Special Correspondent, Financial Express

Mr, Jasim Uddin Haroon, Special Correspondent of The Financial Express, receiving the 2nd Prize for the High Quality development Category

Jasim Uddin Haroon "Financial express"

The Financial Express
DHAKA, SATURDAY, AUGUST 5, 2023
www.thefinancialexpress.com.bd /febdonline

Plan to boost rural economy with tea, coffee tourism

JASIM UDDIN HAROON

Bangladesh's tourism authorities are exploring the potential of 'tea and coffee tourism' to promote the entertainment industry, diversify business and boost the country's rural economy at the same time.

The tourism model, which has been successful in China, involves bringing visitors to tea and coffee gardens for entertainment and education. This could help to create jobs and boost incomes in rural areas, where poverty is widespread.

"We aim to implement this tourism model in tea and coffee gardens in Bangladesh," said Abu Tahir, CEO of the Bangladesh Tourism Board. "This will promote the country's tourism and help eradicate rural poverty, especially the marginalised people."

Tea and coffee gardens in Bangladesh are already popular tourist destinations, but the tourism authorities believe that there is potential to attract even more visitors.

By offering a variety of activities, such as tea tasting, coffee roasting and nature walks, they hope to create a more immersive experience for visitors.

"The revenues will boost the gardens through charges for entry and direct sales of tea and coffee," Tahir told the FE while reminiscing his visit to China's Yunnan province. "There will also be more sales online."

The tourism authorities are currently working with tea and coffee garden owners to develop a tourism plan. The tourism board CEO hopes to hold a workshop with all stakeholders, including the tea regulatory body Bangladesh Tea Board, in the coming months to finalise the plan.

However, there are numerous challenges as local tea estate owners say they are yet to receive any response from the authorities about their proposal seeking a mixed-use of their gardens.

The current land laws do not allow tea estates to be used for other purposes except tea plantations.

"We've submitted a proposal to the Prime Minister on the matter which will help diversify our business and promote tourism," said Dr Kazi Muzafar Ahammed, secretary-general of Bangladesh Tea Association.

"The land ministry needs to undertake a reform to introduce such tea tourism in the gardens as the existing agreement does not allow it," said one of the tea entrepreneurs.

Continued to page 7 Col. 6

Plan to boost rural economy

Continued from page 1 col. 3

Currently, the tea industry provides direct employment to over 100,000 people in 166 tea estates. The industry provides a livelihood to 500,000 people directly and another 500,000 people indirectly who depend on the tea through trading, brokerage, warehousing and other ancillary service industries.

Although the tea industry has been operating in Bangladesh since 1857, coffee cultivation is comparatively new. However, the demand for coffee by the growing middle-class people boosted both its cultivation and imports.

Mr Shahidul Islam, a project director on Coffee and Cashew nuts of the Department of Agriculture Extension, told the FE that there are around 60 coffee gardens on around 1,500 hectares of land stretching up to 19 districts.

He said the coffee market is growing fast in Bangladesh amidst the surges of middle-income people, and this market size is over 10 tonnes per annum, mostly imported.

Mr Islam said some new coffee growers have built their gardens keeping in mind tourism. He mentioned that one young entrepreneur in Golapganj upazila of Sylhet has already begun such coffee tourism, attracting many people to the garden every day.

Abdur Rob, the owner of the Alvina Coffee Garden at Galpoganj, told the FE that people come every day and they enjoy the garden. "We've planned to build more infrastructure so that people can drink coffee and taste it fresh while sitting in the garden."

Bordering districts with Laos, Vietnam, and Myanmar with Yunnan have huge success stories of the model in coffee and tea tourism, seen by this scribe while visiting Yunnan in China recently.

The people familiar with the matter in the tea and coffee gardens in bordering areas of Yunnan told this correspondent that the government provides major infrastructure support, for example, roads, bridges and research and development initiatives to make such tourism a success.

Such tourism needs to be invested in by the government for developing roads, lab infrastructure and R&D. China did it under a government policy of revitalising its rural areas.

While visiting coffee and tea gardens in Pu'er city in Yunnan and its villages, huge numbers of tourists were found who mostly enjoy the gardens.

The Beigui Coffee Company produces one of the most popular brands in China, beginning in the late 1990s. It has a number of coffee gardens on 400 hectares of land, accounting for 2.8 per cent of the coffee planting area.

Every day, huge crowds visit there. Even people visit from Beijing and other big cities. They taste the garden-fresh coffee.

Mr Deng Jialu, manager of the Beigui Coffee Company, said that many international coffee brands like Nestle and Starbucks have been importing coffee beans from his company to supply them across the world.

However, the revenues fetched from agrotourism were merely US$44 billion in 2013, but it went up to $123 billion, or approximately 180 per cent higher in eight years to 2019 in China, according to the CGTN (China Global Television Network) and National Bureau of Statistics of China.

Rural tourism in China increased by more than 300 per cent year-on-year basis to March 2021, according to CNN reporting, quoting trip.com, one of the largest online travel agencies in the world.

jasimharoon@yahoo.com

BCCCI - ERF JOURNALISM AWARD

3rd Prize for the High Quality Development Category

Sushanto Sinha

Special Correspondent, Ekattor TV

Mr. Sushanto Sinha, Special Correspondent of the Ekattor TV, receiving the 3rd Prize for the High Quality development Category

Sushanto Sinha “Ekattor TV”

BCCCI - ERF JOURNALISM AWARD

1st Prize for the Science & Technology Category

Doulot Akter Mala

Special Correspondent, Financial Express

Ms. Doulot Akter Mala, Special Correspondent of The Financial Express, receiving the 1st Prize for the Science and Technology Category.

Doulot Akter Mala "Financial Express"

Dividends from Chinese investments

Lack of skilled recipients limits tech transfers

BRAIN DRAIN FOR HIGHER BETS IN DEVELOPED COUNTRIES PRIME CAUSE OF INSUFFICIENT ABSORPTION OF LATEST KNOW-HOW

- At least **15** Chinese companies brought direct investment in Bangladesh last year alone
- Another **$1.5 billion** worth FDI proposals were also submitted in 2022
- Yearly growth of FDI from China stood at **13.5%**

DOULOT AKTER MALA

A major lift in digital technologies has happened in Bangladesh for absorption of technical know-how from Chinese technical assistance and investments, although the technology transfer remains limited for skills deficiency.

Investment promoters and industry people are of such view in evaluation of the spinoffs that could be derived from the execution of megaprojects in the country with China's capital investment and application of high technologies in implementation works.

Chinese investments often include training programmes for local workers and professionals helping transfer of technical skills and knowledge, improving the human capital in Bangladesh, they said, but pointed out the inadequacies in the process.

Apparel export at competitive prices, digitisation in payment systems, expansion of mobile technology, light engineering as well as construction of large infrastructure projects have been largely contributed by China's technology in Bangladesh, industry people said about gains.

Involvement in megaprojects like Padma Bridge, Karnaphuli Tunnel and Payra power plant also helped local engineers and workers to get hands-on experiences from Chinese contractors which would help them develop such projects on their own in future.

Local engineers and workers got exposed to modern construction methods and 13 advanced new technologies applied to the Padma Bridge project, considered one of wonder works of modern engineering.

Md Shafiqul Islam, Project Director of the Padma Bridge, says obviously the local engineers have gained experiences from Chinese contractors to build such large infrastructure projects and mitigate the challenges.

"China has excellent technological expertise which prompts many developed countries to hire its contracting firms for large infrastructure projects," the PD says.

"Not only the public sector, technology transfer from China also paid off in private sectors, too," he adds.

Currently, 4IR in the apparel industry is changing traditional operational methods through automation, artificial intelligence, 3D printing and knitting, robotics and intelligent manufacturing and so. As a result, Bangladesh has great strides in garment exports by ways of reducing cost and delivery time.

Continued to page 7 Col. 1

Lack of skilled recipients limits tech

Continued from page 1 col. 6

Shams Mahmud, former president of Dhaka Chamber of Commerce and Industry (DCCI) and also Managing Director of Shasha Denims Ltd, says apparel exporters have found China a convenient country to absorb its technical know-how due to smooth bilateral relations and trade scenario.

"Apparel exporters usually sign contracts with a Chinese company keeping provisions of training before taking technical assistance or buying advanced machinery," he adds.

Use of cost-effective technology of China helped many small readymade garment industries to compete and survive by complying with buyers' requirements, he mentions.

The former president of DCCI said mid-career management capacity has been boosted due to tech transfer from China.

He also acknowledges contribution of Chinese technology to expansion of country's manufacturing capacity with advanced machinery and production techniques, and boost in light-engineering sector and agriculture mechanization.

Though Bangladesh has dearth in recipient end in some sectors, the second-latest digital economy has expedited adoption of new technology in various sectors in a bid to help the country in preparing for the fourth industrial revolution or 4IR-driven principally by brain-teasing artificial intelligence.

Chinese investments in special economic zones (SEZs) and industrial parks have facilitated the establishment of manufacturing facilities.

Al Mamun Mridha, Secretary-General of Bangladesh-China Chamber of Commerce and Industry (BCCCI), mentions that China has also invested in renewal-energy sector, particularly in solar and wind power, and supported agricultural modernization.

"The adoption of advanced farming practices, including the development of high-yield crop varieties and aquaculture techniques, is also its outcome," he told the FE writer.

Also, Chinese pharmaceutical companies have collaborated with Bangladeshi counterparts, leading to technology transfer and knowledge sharing in the pharmaceutical sector.

The largest mobile financial service in Bangladesh, bKash, has been providing AI- based complete solutions to the consumers under the strategic partnership with Ant Financial Services Group, the operator of China-based Alipay.

Shamsuddin Haider Dalim, Head of Corporate Communications, bKash, terms its digital loan service, in partnership with City Bank, a groundbreaking initiative that is enabling the customers, specially unbanked population, to access formal financing 24/7 through mobile wallet.

"This product innovation can be attributed to the strong technology-support role played by bKash's strategic partner, Ant group," he says.

The Chinese tech giant is undertaking credit assessment on potential borrowers for this project.

The company is also offering advanced AI-based credit-assessment facilitates for digital loans in Bangladesh apart from different countries, including China, India and the Philippines.

In the telecommunications sector, Chinese companies like Huawei, ZTE have played a significant role in expanding Bangladesh's telecommunications networks by providing cutting-edge equipment and expertise.

On exchange of technology from China, Habibullah N. Karim, the founder and Chief Executive Officer of Technoheaven Co Ltd, and also director of Bangladesh Association of Software and Information Services (BASIS), says sharing technical know-how would be effective if local tech companies are allowed to participate in a project under Chances partnership.

"Long-term benefit would be gained if IT projects ensure participation of both technology companies of China and Bangladesh," he adds.

He, however, also suggests ensuring international-standard quality in project implementation by Chinese investors.

A senior official of Bangladesh Investment Development Authority (BIDA) finds lack of skilled manpower as the major barrier for Bangladesh to exploit the opportunities of technology transfer, artificial intelligence and adopt the skills to meet challenges of fourth industrial revaluation due to its dearth of skilled manpower.

Both Mr Karim and Shams Mahmud, however, expressed a different observation on the claim, saying that ICT is working internationally now.

"Obviously, each of the individual companies has some business secretes and technological expertise which they would not share with others," said Mr Mahmud.

Former finance adviser and economist Dr Mirza Azizul Islam thinks strategic planning, advanced infrastructures and willingness and efficiency in bureaucratic system are required to reap benefit from tech-transfer from investors or contractors.

He suggests that attention should be given on signing deals on transfer of technology while signing technical-assistance deal with the contracting party.

He also stressed the need for prioritizing financial investment to embrace certain technology from China.

Earlier, in a policy paper to the World Trade Organisation (WTO), the Ministry of Commerce (MOC) showed how Bangladesh remained ill-equipped on technology-transfer front from developed countries.

Industry-insiders also found upward trend in brain drain in recent years creating a vacuum in the country's skilled-manpower pool as young fresher are migrating on a large scale to the developed countries, including Canada, the United States, Australia and the UK.

Workforce having capacity to absorb the opportunity of tech-transfer is being hired by developed countries with better remuneration packages and better livelihood.

The BIDA official said one of the three main objectives in luring FDI is technology transfer from developed countries which remained at bay for the lacking in recipient- end.

He said adoption of technical skills from China is imperative for Bangladesh if the country's self-sufficiency after graduation from the least-developed country (LDC) status is taken into consideration.

In a recent interview with The Financial Express, Country Director for HR of Standard Chartered Bank, Bangladesh, Khairun Nahar Haque expressed concern over higher brain drain from Bangladesh that makes it difficult to find talents skilled in IT.

Mr Mridha, who is also Managing Director at Mridha Business Ltd, observes that starting from agriculture mechanization to large infrastructure, Chinese investors have made their vibrant footprint in Bangladesh since 2010.

Now, Bangladesh has adopted capacity to assemble mobile phone, establish and operate green apparel factories successfully.

Chinese investors are, now, moving ahead to introduce AI-based service-delivery system in the country's two seaports---Mongla and Chattogram, he mentioned.

Huawei and ZTE have brought diverse cutting-edge technologies to the visitors. Transsion Holdings, a China-based smartphone manufacturer, has also launched ISMARTU factory in Bangladesh.

At the Digital Bangladesh Mela (expo) 2023, Ma Jian (Nicky), chief technical officer of Huawei's South Asia Representative Office, said they had brought technologies like 5.5G, cloud solution, smart education, and smart ports to bring Bangladesh to a fully connected intelligent world and face the challenges of 4IR and 5IR as well.

BIDA data show at least 15 Chinese companies brought direct investment in Bangladesh last year alone. Besides, another US$1.5 billion worth FDI proposals were also submitted in 2022.

Bangladesh Bank (BB) data show the country's yearly growth of FDI from China stood at 13.5 per cent. The country witnessed a surge in investment from China in the last seven years by 11.5 times.

However, industry-insiders alleged Bangladesh's poor preparedness to absorb tech from foreign contractors and technical assistances.

For example, Vietnamese company FPT has developed Integrated VAT Administration for the National Board of Revenue (NBR), but the authority is unable to take over the system for not having skilled and sufficient manpower on the technology.

Industry sources said considering country's dependence on Chinese tech-expertise to materialize Smart Bangladesh vision by 2041, the hurdles that make Chinese investors shy away have to be addressed properly as experiences of existing investors play a vital role in attracting more investment.

However, an opportunity has been created for Bangladesh to attract more Chinese investment in technology as an alternative to relocating businesses after US sanctions on investment by Chinese entities in three sectors: semiconductors and microelectronics, quantum information technologies, and certain artificial intelligence systems.

doulotakter11@gmail.com

BCCCI - ERF JOURNALISM AWARD

2nd Prize for the Science & Technology Category

Ibrahim Hossain Ovi

Planning Editor, The Business Post

Mr. Ibrahim Hossain Ovi, Planning Editor of The Business Post, receiving the 2nd Prize for the Science and Technology Category.

Ibrahim Hossain Ovi "The business Post"

No better time than now for tech adoption

Ibrahim Hossain Ovi

Fatullah Fashion Ltd, an export oriented apparel manufacturer, started making a fortune after setting up their business in the early 90s, posting consecutive growth in earnings for decades. The tables however turned in recent years as the inflow of overseas orders gradually dried up.

On the backdrop of a seismic shift in the global economy, rife with the aftershocks of pandemic and wars, many buyers are now unwilling to work with apparel sourcing industries stuck in the old ways.

Once a juggernaut, Fatullah Fashion Ltd is now struggling to survive. Technology adoption and innovation has now become the de facto seal of buyer satisfaction, and currently, there are no practical alternatives to this change in priority.

Fatullah Apparels, another export oriented apparel manufacturer which started its journey as an offshoot of Fatullah Fashion Ltd, started out in the late 90s. Instead of sticking to the old ways of doing things, they started focusing on cutting edge tech adoption and sustainability.

Their foresight paid off in the long run. As Fatullah Apparels' business grew, they turned into a certified green factory. They are now overwhelmed with queries from interested buyers, and are receiving work orders exceeding their capacity.

The secret to Fatullah Apparels success is nothing but a gradual and sustainable improvement in their manufacturing process, consistent technology adoption, and securing technical knowhow from key competitors such as China.

With this game plan, Fatullah Apparels is among a few similar success stories that managed to gradually move away from low value item production, to mid-range, and then high value goods manufacturing, without sacrificing the environment and their workers' wellbeing.

But this is not the case for all, as many ventures – both in and out of the apparel industry – are currently struggling to remain in business and having a lot of difficulties in their attempts to adopt new technology, and scale up the capacity of their workers.

Sharing his experience, Fatullah Fashion Ltd Managing Director Tariqul Islam Sabuj said, "I was doing well, and it gave a chance to grow my business. But the lack of proper planning, no adoption of technology, and failure to introduce new methods to improve quality have finally caught up to me.

"I should have gradually adopted modern technology during the formative years of my business, as it would have allowed me to move towards the production of high-value items. If I am able to secure investment from China or perhaps a joint venture, I will definitely rebound."

Meanwhile, shedding a light on their success, Fatullah Apparels Chief Executive Officer (CEO) and Founder Fazlee Shamim Ehsan said, "The owner of Fatullah Fashion Ltd is my cousin. I got into the industry after following his encouragement, and promises of work orders.

"I started out as a knitwear manufacturer in 1998. From the beginning, I was suffering difficulties such as liquidity shortages, slow work order inflow, low skill workers and traditional technology."

He continued, "Initially, I was not knowledgeable about technology and

PAGE 4 COLUMN 1

No better time than now for tech adoption

CONTINUED FROM PAGE 1

its adoption. I, however, was very curious about the future direction of this industry and technical knowhow. An expert from China taught me about the latest updates in the field.

"I adopted technology in small steps. For example, when the expert asked me to upgrade the cutting machinery technology with promises of increased productivity, I made the upgrade on a trial basis first. After the trial run, I found the tech effective and adopted it at a wider scale."

Ehsan then pointed out, "The most interesting thing is that the expert gave skill training to my workers and provided technical support to keep the system running. I realised that there are no alternatives to technology adoption.

"It is important to acquire technical knowhow and practical experiences from people who have already succeeded, and now showing the path to others. China, the number one apparel exports and global manufacturing hub, could be the best choice for Bangladesh in this regard."

China's invaluable support

China offers lots of support not only to the apparel industry, but to nearly every manufacturing industry in the country. Bangladesh should utlise Chinese support and tech to improve domestic industries, and gradually move to manufacturing more value added products.

The Chinese support is quite evident in Bangladesh's home appliance and electronics items, which helped create internationally recognised brands such as Walton, Vision, Vista and Symphony.

Tech adoption: What's the necessity?

In FY23, 84.58 per cent or $46.99 billion of Bangladesh's $55.55 billion export earnings came from the apparel sector. Of the total apparel exports, 83.4 per cent or $37.77 billion are from five basic items – T-shirts, sweaters, shirts and blouses, trousers and underwear.

So, to move towards value addition, there are no alternatives to modern technology and acquiring knowledge from Bangladesh's trading partners such as China for scaling up workers' skills and productivity.

Team Group Managing Director Abdullah Hil Rakib said, "China is leaving the low-end item market, and focusing on high-value, tech-based products. If we can adopt their tech, and chalk up a strategy based on China's path, our manufacturing industry will definitely get a boost.

"China is developing different types of technology and offering those to us. We should integrate their technology, especially in terms of vertical integration. For best results, we should learn the technical know-how and support from their experts, and allow them to train workers' skills."

Rakib added, "China invests lots of funds on research and innovation, and we are unable to do so. So, we can collaborate with China to take lessons from them for research and development of products and marketing strategy."

Bangladesh Garment Manufacturers and Exporters Association (BGMEA) President Faruque Hassan said, "China is the number one apparel exporter, Bangladesh is second. Apparently, China is our competitor, but in truth, they are our largest trading partner and good friend.

"They help our industry in many ways. They have far better technology and the knowhow to produce high-end products. It is crucial for Bangladesh to further develop the local manufacturing industry step-by-step by adopting tech and innovation from the friendly nation."

According to central bank data, Bangladesh imported goods worth $19.34 billion from China in FY22, while Bangladesh exports to the country stood at only $677 million in FY23.

For strategic cooperation with China, Bangladesh needs more joint venture investments or foreign direct investment and partnerships in bilateral trade, he added.

According to Bangladesh Bank data, Bangladesh received $232 million as foreign direct investment in FY23, and $112 million of the figure went into the textile and clothing sectors.

"We have recently visited China and agreed to work in the field of training, marketing strategy, research and development. We also agreed to send our human resources to China in a bid to gain practical knowledge in different areas of manufacturing," Faruque said.

Investors and industrialists in Bangladesh are also depending on more and more Chinese technology due to lower costs and customisation options, reducing the high focus on western tech.

'Not in exchange for job cuts'

Speaking to The Business Post, former lead economist of World Bank Dhaka Office Zahid Hussain said, "There is no doubt that China has done tremendously well on technology use in manufacturing industries.

"They are diving into high-end

product manufacturing and higher productivity. But this strategy did not cut human jobs, instead helped increase employment and wages. As a result, the country's poverty rate declined and growth increased."

He continued, "In adopting technology and technique, Bangladesh should focus on those which would not cut jobs and lower workers' income. We should introduce technology and strategy that match our labour force and economy.

"However, it does not mean that our workers will remain unskilled. They should be trained in line with the demands of the technology. We do not want technology or growth without the wellbeing of workers or in exchange for workers' job cuts."

Electronic, home appliance industry

Once fully dependent on imports, Bangladesh is now an exporter of electronic items such as televisions, refrigerators, washing machines, rice cookers, and blenders. The country covers domestic demands mostly from locally manufactured and assembled items.

Chinese partnership, technology and technical assistance played an important role in developing an electronic home appliance industry.

Walton Hi-Tech Industries Chief Marketing Officer Didarul Alam Khan said, "We are still not exporting a satisfactory number of electronics and home appliance products. We largely meet local demands.

"Chinese technology, production knowledge and skill training helped a lot in our journey to become leading manufacturers. We started assembling televisions first with their technology and support. Now we are the biggest manufacturer here."

Walton even has an office in China, where the company is working on research and development, market strategy and other prospects, he added.

Kamal Kamruzzaman, director (marketing) of PRAN-RFL Group, said, "Chinese technology has made Bangladesh's industrialisation easier and faster. It is cost effective and customisable to Bangladesh needs.

"We are manufacturing fridges, televisions, blenders, rice cookers and other home appliances. We produce doors, pipes and sanitary wares as well. China not only sells us the technology, but offers training on how to operate and maintain the machinery properly. This support helps us build expertise on Chinese tech."

Future scope of cooperation

To face the challenges of Fourth Industrial Revolution (4IR), technological development and adoption are key strategies. Besides, the integration of robotics and artificial intelligence are already easing the process of doing business across the globe.

Pran-RFL's Kamruzzaman said, "Bangladesh's industry is growing steadily and the country is shifting to tech-based manufacturing. To compete with the others in facing the 4IR challenges, Bangladesh must fully utilise the available support from our trading partners such as china.

"Our focus in the coming days is on the use of AI and robotics, where technical support from our biggest trading partner China is a must," he added. In addition, Bangladesh has to move towards virtual trading, mostly by creating a solid infrastructure for digital commerce."

Jason Li, board member and director of Public Affairs and Communications at Huawei South Asia, said, "In last 25 years, Huawei has played a pivotal role in developing Bangladesh's telecommunications sector.

"We have been focused on bringing in ICT and telecommunication services and solutions, developing ICT talents, enabling the ecosystem for Digital Bangladesh, and standing beside the people."

He added, "We facilitated the telco industry with 2G, 3G, 4G, and 5G technologies and solutions to bring together better values to the people and industry. We also have brought AI-based Huawei Cloud Computing solutions with Software as a Service, Platform as a Service, and Infrastructure as a Service modality in 2018. "To help Bangladesh to reduce 22 per cent carbon emissions by 2030, Huawei has brought Smart Solar Power solutions for residential, commercial, and national grid projects and mobile tower power solutions."

Jason then pointed out, "Huawei's joint effort has made it possible to establish a nationwide fiber optic cable network and to connect telecom operators with fiber.

"Besides the ICT infrastructure development, we also have launched multiple ICT talent development programs namely, Huawei BUET ICT Academy, Seeds for the future, Women in Tech, ICT incubator, Digi Bus etc."

There has never been a better time for Bangladesh to adopt the cutting edge technology to survive the shifting tides of the global economy.

BCCCI - ERF JOURNALISM AWARD

3rd Prize for the Science & Technology Category

Tawhidur Rahman

Senior Reporter, Ekshuey Television

Mr. Tahwidul Rahman, Senior Reporter of Ekshuey Television, receiving the 3rd Prize for the Science and Technology Category.

Tawhidur Rahman "Ekshuey Television"

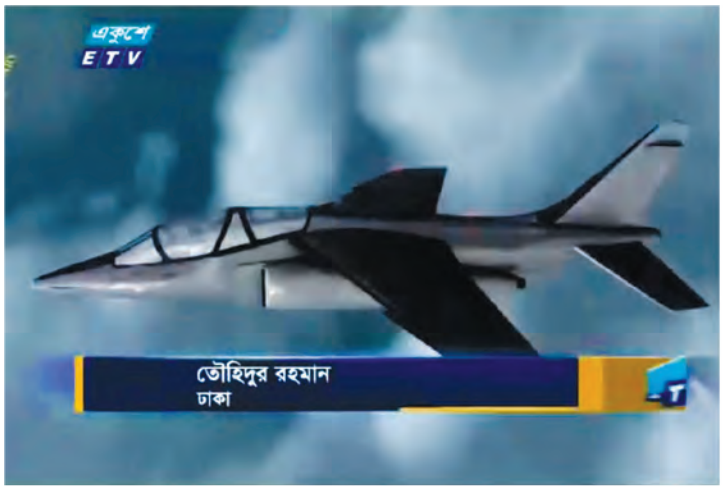

BCCCI - ERF JOURNALISM AWARD

1st Prize for the Others Category

Babu Kamruzzaman

Senior Reporter, News24 TV

Mr. Babu Kamruzzaman, Senior Reporter of TV News 24, receiving the 1st Prize for the others Category.

Babu Kamruzzaman “News 24”

2nd Prize for the Others Category

FHM Humayun Kabir

Special Correspondent, Financial Express

Mr. FHM Humayun Kabir, Special Correspondent of Financial Express, receiving the 2nd Prize for the others Category.

FHM Humayun Kabir "Financial Express"

Foreign bankrolling of Bangladesh's dev drive

China becomes big concessional financier

FHM HUMAYAN KABIR

Emerging economic-powerhouse China transpires as a major concessional development financier to Bangladesh with fixed-term loans that outshine rising floating rate-based lending by some other bilateral and multilateral donors.

Such assessment comes from analysts who Thursday said amid higher SOFR rate for over a year, the Chinese loans were now becoming cheaper than others coming from different multilateral and bilateral donors. They named the World Bank, the ADB, and the AIIB being among the secured overnight financing rate (SOFR)-based lenders.

An FE analysis has found that Beijing lends at 2.0 per cent while many other key development partners charge SOFR-based rate on loans. The SOFR-based interest rates for those loans are now hovering around 7.0 per cent.

The SOFR rate has been maintaining higher trend over the last one year. According to the Federal Reserve Bank of New York, the US central bank, 6-month SOFR rate on November 21 was 5.28839 per cent.

Market-driven floating-interest rates under the SOFR regime had started climbing since mid-March last year (2022) from below 1.0 per cent.

The FE analysis has found the loans from the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), the Asian Development Bank (ADB), the Islamic Development Bank (IsDB), the European Investment Bank (EIB), and the World Bank Scale-up Facility (SUF) having been provided based on the LIBOR/SOFR rate over the last few years attuned with Bangladesh's higher per-capita-income threshold.

Beijing's fixed-term loans outshine rising floating rate-based lending by some bilateral and multilateral donors

- **China lends at 2.0pc, many other key dev partners charge market-driven SOFR-based rate now hovering around 7.0pc**
- **Extended China financing creates room for BD to diversify aid destinations: ERD official**

Continued to page 7 Col. 4

China becomes big concessional financier

Continued from page 1 col. 8

Economic Relations Division (ERD) data show China has confirmed US$7.25 billion worth of foreign aid for 22 ongoing projects between the fiscal year (FY) 2011-12 and FY2023.

The latest loan, committed by China in April this fiscal, was worth $270 million for the development works of Rajshahi WASA, said Anwar Hossain, an Additional Secretary at the ERD.

He mentions a couple of loans in the pipeline awaiting confirmation from China. Among those projects, China is likely to come forward with a $250 million loan for Bangladesh Shipping Corporation (BSC) vessel procurement.

"We'll sit for a bilateral discussion with China shortly. We will request the development partner to extend its financial and technical supports to Bangladesh," the ERD additional secretary told the FE.

Mr Anwar currently rates Chinese loan as one of the better options for the country as it is a fixed-term loan where the interest-rate-fluctuation risk is absent.

A former ERD Secretary, Kazi Shafiqul Azam, says China has emerged as one of important bilateral donors to Bangladesh over the last one decade.

"It has been financing many development projects in Bangladesh over the years. The extended financial support has created a room for Bangladesh to diversify its aid destinations."

He adds: "In the past, we were mostly dependent on the multilateral donors like the World Bank and the ADB. Besides, Japan is our only biggest bilateral aid destination. Now we have another option -China--for getting financial support for our development needs."

The former ERD secretary says the emergence of China as one of the important donors has been complementary for the development of Bangladesh.

According to the ERD data, interest rate on the Chinese loan is 2.0 per cent with a commitment fee of 0.25 per cent. The loan has to be repaid in 20 years with a grace period of 5 years.

ERD officials have said China has bankrolled many big and important projects over the last one decade. Among them, Beijing has confirmed $1.126 billion for financing the ongoing Dhaka-Ashulia Elevated Expressway project, $2.667 billion for Padma Bridge rail-link project, $705 million for Karnaphuli tunnel, $467.84 million for installation of single-point-mooring project, $1.4 billion for the Expansion and

Strengthening of Power System Network under DPDC area and $686.57 million for power-grid-network-strengthening project under PGCB.

An official at the Ministry of Finance (MoF) says China had started ramping up its lending to Bangladesh from early 2010s when it signed two loan deals worth $770 million for the setting up of Shahjalal fertiliser factory and expansion of telecoms network.

Of the loan amount, $559 million was for setting up of Shahjalal Fertiliser Factory, which was the single-largest loan in the early 2010s, he adds.

"China's financial support to Bangladesh got a boost further after the visit of Chinese President Xi Jinping in 2016," the MoF official mentions.

About the terms and conditions of Chinese loan, Joint Secretary at the Foreign Accounts and Budget wing of the ERD M Ashrafuzzaman says Chinese loan is comparatively concessional than the floating rate-based loans of different development partners, including ADB, AIIB, and WB.

He notes that floating-term loan is an SOFR-based one which at present varies between 6.0 and 7.0 per cent. "But China charges 2.0-percent fixed rate for its lending and the maturity of the credit is 20 years with a 5.0-year grace period."

The FE analysis has found that China's commitment of loans and grants was recorded at $258.770 million in FY2011-12 which rose to $1.126 billion in FY2022.

Similarly, the aid disbursement by Beijing also swelled to 989.535 million in FY2022 from $112.371 million in FY2012.

The ERD Additional Secretary, Anwar Hossain, said they were expecting enhanced loans and grants from Beijing in the years ahead as Bangladesh has already requested financing more than 20 projects.

Noted economist Dr Zaid Bakht told the FE that China has emerged as one of the key development partners of Bangladesh by financing some big projects, including the Padma Bridge railway link, and Karnaphuli tunnel.

Mr Bakht, Chairman of the state-owned Agrani Bank Ltd, said emergence of China is a good option for Bangladesh in reducing dependence on the western development partners only.

"It is good to see that the cost of the Chinese loan is still lower than others'. But the challenge is at the implementation stage. The public agencies have to be cautious in procurement and quality execution of the China-funded projects," he added.

kabirhumayan10@gmail.com

BCCCI - ERF JOURNALISM AWARD

3rd Prize for the Others Category

Ahsan Habib

Senior reporter, Daily Star

Mr. Ahsan Habib, Senior reporter of the Daily Star, receiving the 3rd Prize for the others Category.

Ahsan Habib "Daily Star"

The Daily Star

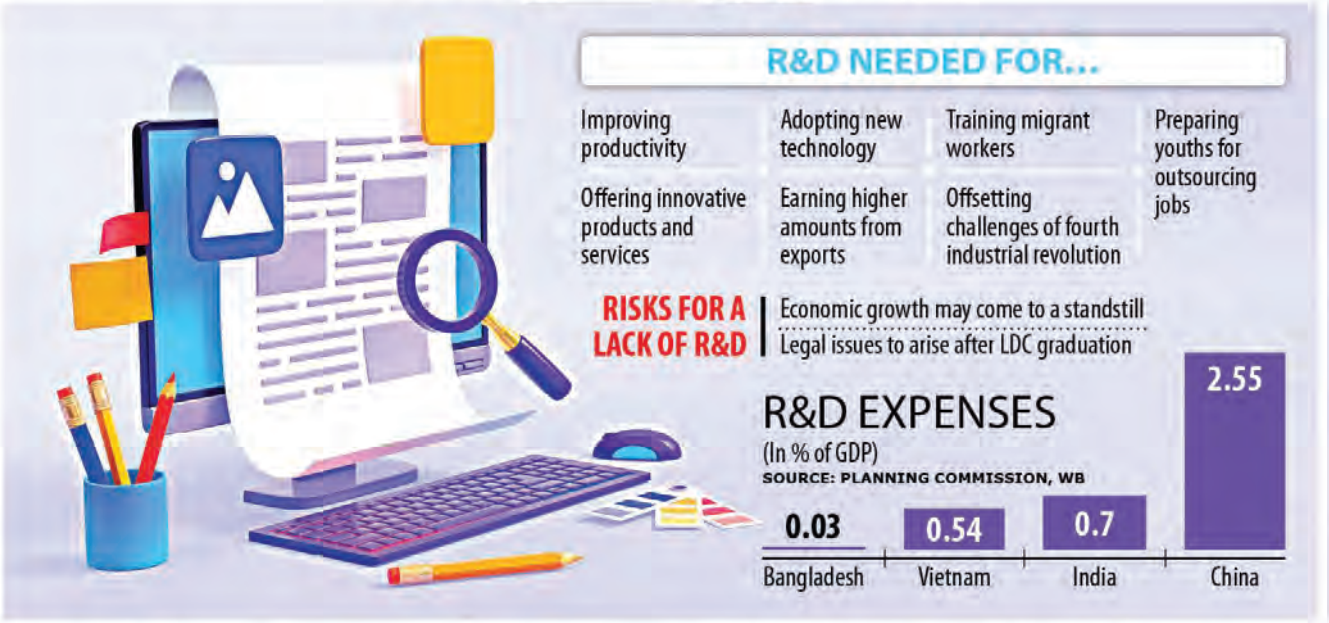

Can Bangladesh hit dev goals with scanty R&D?

AHSAN HABIB

Bangladesh's economy has been growing at a striking rate in the last one decade on the back of low-paid workers in the manufacturing and service sectors but innovation has played insignificant role behind the development journey.

The main factor for the lack of innovation has been scanty investment, both public and private, although investments in research and development (R&D) are believed to be important keys to future prosperity.

And experts warn that if the lower investment trend lingers, economic growth may be stuck at a certain level.

In Bangladesh, the overall R&D investments stood at 0.03 percent of gross domestic product (GDP) in 2022-23, according to data of the planning commission.

It was 0.54 percent in Vietnam, 0.70 percent in India, and 2.55 percent in China, World Bank data showed.

"Investment in R&D is essential as Bangladesh is steadily growing and is going to face challenges stemming from the fourth industrial revolution," said KAS Murshid, a noted economist.

A former director-general of the Bangladesh Institute of Development Studies, Murshid urged the government to place the highest priority on R&D, allocate funds accordingly and ensure their proper utilisation.

"A strong political will and understanding its importance is necessary."

Murshid points out that Bangladesh is bringing technologies and solutions from external sources and is adopting them. Sometimes, local people struggle to adopt them.

This forces many firms to hire experts from abroad to adopt new technologies and "We "So,

READ MORE ON B3

The Daily Star

Can Bangladesh hit dev goals

FROM PAGE B1

processes, which results in a spike in outward remittance from Bangladesh, he said.

"We need to innovate the technologies that are suitable for us."

In the era of the fourth industrial revolution, artificial intelligence (AI), deemed as the most important technological development in recent times, is expected to contribute to the economy and generate millions of jobs in new areas globally. At the same time, AI is believed to be taking away millions of traditional jobs.

"So, Bangladesh should prepare to adopt it and find out how we can make the most of it," Murshid said.

Today, Bangladesh is not a small economy – the nation is set to become a trillion-dollar economy in less than two decades, doubling from nearly $450 billion now.

The country aims to become an upper-middle-income country by 2031 and a developed nation by 2041.

"So, we should focus on R&D like other countries did," Murshid said.

A number of analysts have called for following in the footsteps of other countries that have built their economies, created wealth and raised the living standards of their people through innovation. One of the countries that stand out in the arena is China.

The country was struggling even in the 1980s with half of its population being poor and the economy was growing at a slower pace.

After the opening up of the economy in 1979, the Chinese government started to invest massively in R&D in order to make the economic growth sustainable. It also invited foreign investors.

The big investment in R&D and its hard-working population made China "the factory of the world" and put the economy on a higher growth trajectory.

China's expenditure on R&D reached $456 billion in 2022, up 10.4 percent year-on-year, according to the country's National Bureau of Statistics. Currently, China is the largest spender in the world in agricultural R&D.

The country leads globally in the areas of innovation, technology and adoption. It is particularly true in agriculture, manufacturing and outsourcing.

Today, China is the second-largest economy in the world.

According to Murshid, the agricultural sector of Bangladesh has seen some innovation over the years and most of them came through the Bangladesh Rice Research Institute.

"But there is more scope to carry out research in other sectors as well. But the government is not providing adequate funds and it has no clear plan for it."

The first time the government allocated any funds aimed at R&D was in the fiscal year of 2019-20 when it set aside Tk 50 crore, clearly highlighting the lack of focus on the side of the authorities in the previous years.

The government has made a special allocation of Tk 100 crore for research, innovation and development for the current fiscal year of 2023-24.

The private sector is not doing much as well. According to the University Grants Commission of Bangladesh, 125 universities in the country spent close to Tk 153 crore on research in 2020, which was less than 1 percent of their combined annual budget.

The outlay aimed at research activities at all universities in the country is around one percent of their collective budget.

Khondaker Golam Moazzem, research director of the Centre for Policy Dialogue, a think-tank, says almost all developed countries focused on R&D and STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics)-based education when their economy was taking off with a view to raising productivity.

"From that sense, Bangladesh is lagging far behind although the economy has been growing at a stellar pace for the past one decade."

In Bangladesh, the government seems to be pleased just by elevating the primary school enrollment rate to 100 percent. Similarly, companies are running their operations by adopting technologies and solutions from global sources instead of going for innovation, he said.

"As a result, value-addition of firms is low and the income of per unit exported item is also minimum."

The success of the country's largest export-earning garment sector, which has turned Bangladesh into the second-largest supplier globally, also hinged upon shipping low-priced clothing items using low-cost labour.

The remittance, another lifeline of the economy, also grew on the basis of the toils of unskilled workers. So, funds transferred by the migrant Bangladeshis have not gone up as expected.

For example, more than 11.35 lakh Bangladeshis left the country for jobs abroad last year. But remittance flow through official channels dropped 6.65 percent to $21.28 billion in 2022, data from the Bureau of Manpower, Employment and Training and the Bangladesh Bank showed.

Moazzem says a positive side is that the government has kept some funds in the national budget in the last few years. Most of the funds have been used in knowledge generation-based activities.

He, however, adds that some of the projects are not related to R&D.

"Our R&D budget should be used in innovating products, services and technologies that are commercially viable. The allocation needs to be increased and the government should pay heed to it."

The economist also urged the private sector to come forward to invest in R&D and recommended the government encourage entrepreneurs to do so by way of giving incentives, cutting taxes, and offering low-cost loans.

Moazzem thinks internationally renowned companies from other countries should be invited to invest in setting up R&D centres.

He, however, points out that R&D activities will not be encouraged until the government removes barriers related to intellectual property laws.

"This is because when a company innovates something, the rights linked to the innovation should be protected. However, the existing law is not protecting innovators properly."

Mahmudul Hasan Sohag, an entrepreneur, says globally, private companies mainly fund research activities whereas most of the firms in Bangladesh have no long-term vision to invest in R&D.

He says most of the investments behind R&D generally fail and only a few pay back, so local companies have no patience to go for the primary spending.

"Our companies have mainly the trading mentality, so there is little technology and product innovation in the country."

According to the co-founder of Rokomari.com, an e-commerce platform, the private sector may say that there are not enough researchers in Bangladesh, while universities may argue there are not enough fund providers.

"So, we need some crazy companies to bring a breakthrough and set an example."

EBL joins the fray

FROM PAGE B1

for which Bangladesh Bank called for applications from the third week of June.

EBL plans to become a sponsor in the Digi10 Bank PLC alongside The City Bank and other private banks.

Early this week, The City Bank said it would invest Tk 13.88 crore in the proposed Digi10 Bank Plc.

Apart from these banks, Bank Asia, bKash, Pragati Life Insurance, ACI Ltd, Padma Bank, Banglalink and Crystal Insurance have also made public their decision to invest in setting up digital banks.

The central bank's move comes within a week after it approved guidelines regarding the establishment of digital banks, which will provide financial services alongside the existing 61 conventional banks.

In its guideline published earlier, the central bank said digital banks will not be allowed to provide any service to clients directly through physical counters and cannot issue any physical instruments.

Likewise, digital banks would not be permitted to give out loans to carry out foreign trade or term loans to medium and large industries, according to Bangladesh Bank.

BCCCI - ERF JOURNALISM AWARD

3rd Prize for the Others Category

SM Alamgir

Business Editor, Somoyer Alo

Mr. SM Alamgir, Business editor of Shomoyer Alo, receiving the 3rd Prize for the others Category.

Mr. SM Alamgir "Somoyer Alo"

আসছে চীনা বিনিয়োগ কমবে বাণিজ্য ঘাটতি

● এসএম আলমগীর

চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক আরও গভীর হচ্ছে। মহামারি করোনার ধাক্কা লাগার আগে পর্যন্ত অর্থাৎ ২০১৯ সাল পর্যন্ত চীন বাংলাদেশে এককভাবে শীর্ষ বিনিয়োগকারী দেশ ছিল। করোনার সময়টিতে চীনা বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হয় দেশে। তবে এখন চীনা বিনিয়োগ বাংলাদেশে আসছে ব্যাপকহারে। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা বিডার কাছে যত বিনিয়োগ প্রস্তাব এসেছে তাতে দেখা গেছে চীনের বিনিয়োগ প্রস্তাবই সবচেয়ে বেশি। ৫০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশি চীনা বিনিয়োগ প্রস্তাব ছিল গত বছর। এই সময়ে দ্বিতীয় যে বিনিয়োগ প্রস্তাব ছিল সেটি চীনের ওই প্রস্তাবের অর্ধেকেরও কম। অর্থনীতিবিদ ও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দেশে চীনা বিনিয়োগ বাড়লে নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে। আর সেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানের পণ্য এবং দেশীয় নিজস্ব পণ্য রফতানি বাড়িয়ে চীনের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

বাংলাদেশে চীনা বিনিয়োগ কী পরিমাণে বাড়ছে তথ্য বিশ্লেষণ করলেও সেটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বিডার তথ্যে দেখা যায়, ২০১৪ সালে চীন থেকে বাংলাদেশে বিনিয়োগ এসেছিল ৩৭ দশমিক ২২ মিলিয়ন ডলারের বিনিয়োগ। ২০১৫ সালে এসেছিল ৫৬ দশমিক ৭৯ মিলিয়ন ডলারের, ২০১৬ সালে এসেছিল ৬১ দশমিক ৪০ মিলিয়ন ডলারের, ২০১৭ সালে এসেছিল ৯০ দশমিক ১২ মিলিয়ন ডলারের, ২০১৮ সালে এসেছিল ১০২৯ দশমিক ৯০ মিলিয়ন ডলারের, ২০১৯ সালে এসেছিল ৬২৫ দশমিক ৯২ মিলিয়ন ডলারের। এর পরই ধাক্কা লাগে করোনার। তাই ২০২০ সালে চীনা বিনিয়োগ কমে হয় ৯১ দশমিক ৩৩ মিলিয়ন ডলারের। তবে পরের বছর থেকেই অর্থাৎ ২০২১ সাল থেকেই পরিস্থিতি আবার ভালো হতে শুরু করে। এ বছর দেশে চীনা বিনিয়োগ আসে ৪০৭ দশমিক ৮৮ মিলিয়ন ডলারের। আর সর্বশেষ ২০২২ সালে বাংলাদেশে চীনা বিনিয়োগ আসে ৫২৫ দশমিক ৮৬ মিলিয়ন ডলারের।

বাংলাদেশে চীনা বিনিয়োগ বাড়াতে চট্টগ্রামের আনোয়ারায় গড়ে তোলা হচ্ছে চীনা ইকোনমিক জোন। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে একটি চুক্তি হয়েছিল। তবে শুরু থেকে এই ইকোনমিক জোনের কাজ প্রায় চার বছর বন্ধ ছিল। তবে ইদানীং এই ইকোনমিক জোন প্রস্তুতের কাজে বেশ গতি এসেছে। বিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ বা বেজা অফিসে বেজার চেয়ারম্যানের সঙ্গে বৈঠক হয়। বৈঠকে ঢাকার চীনা রাষ্ট্রদূতও ছিলেন। রাষ্ট্রদূত বৈঠকে বলেছিলেন, চায়না ইকোনমিক জোনের কাজ শুরু করা দরকার। তিনি বলার পরও বাংলাদেশ চায়না চেম্বারের পক্ষ থেকেও জোর দিয়ে বিষয়টি উপস্থাপন করা হয়।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ-চায়না চেম্বারের সাধারণ সম্পাদক আল মামুন মৃধা সময়ের আলোকে বলেন, 'বেজার সঙ্গে বৈঠকে আমরা বলেছিলাম ইকোনমিক জোনের কাজ শুরু করতে দেরি করা ঠিক হচ্ছে না। এতে দুই দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যিক সম্পর্ক বাধাগ্রস্ত হবে। এই বৈঠকের এক মাসের মধ্যে চীনা দূতাবাস বেশ জোর দিয়ে কিছু সম্পন্ন করে। বিশেষ করে ইকোনমিক জোনটির উন্নয়নকাজের জন্য প্রথমে চায়না হারবার নামের প্রতিষ্ঠান ঠিক করা হয়েছিল, তাকে বাদ দিয়ে নতুন কোম্পানিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এখন বেশ জোরেশোরে কাজ চলছে। আমি আশা করছি আগামী বছর নাগাদ চায়না ইকোনমিক জোনটি উদ্যোক্তাদের জন্য বিনিয়োগের উপযোগী করে তোলা যাবে। এটা প্রস্তুত হয়ে গেলে আমরা আশা করছি চীন থেকে ব্যাপক বিনিয়োগ আসবে বাংলাদেশে। মূলত গার্মেন্টস খাতের ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ পণ্য তৈরির কারখানা করা হবে বেশি। এর ফলে এ শিল্পের যেসব ব্যাকওয়ার্ড লিংকেজ পণ্য চীন থেকে আমদানি করা হয়, তখন সেগুলো এই ইপিজেড থেকে পাবেন বাংলাদেশের উদ্যোক্তারা।

জানা গেছে ইপিজেডে উচ্চ প্রযুক্তিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানও এই ইপিজেডে বিনিয়োগ করবে। বৈদ্যুতিক গাড়ি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এখানে বিনিয়োগ করবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেসব দামি বৈদ্যুতিক গাড়ি চীন রফতানি করে, সে রকম গাড়ি বাংলাদেশে তখন তৈরি করবে তারা এবং বাংলাদেশ থেকে তখন সেগুলো রফতানি করা হবে। এ ছাড়া আইটি বা তথ্য-প্রযুক্তি খাতে চীনা উদ্যোক্তারা ব্যাপক বিনিয়োগ আগ্রহ দেখাচ্ছেন। ইতিমধ্যেই চীনা কয়েকটি প্রতিষ্ঠান এ খাতে বিনিয়োগ করেছে। দেশে যেসব আইটি ভিলেজ রয়েছে মূলত সেখানে তারা এই বিনিয়োগ করেছেন। এ ছাড়া আরও বড় বড় চীনা কোম্পানি, যারা উন্নতমানের আইটি সরঞ্জাম তৈরি করে, তারাও বাংলাদেশে বিনিয়োগ করবে। ল্যাপটপ, স্মার্টফোন এমনকি আইফোনও তারা বাংলাদেশ থেকে তৈরি করতে চায়। আশা করা যাচ্ছে আগামী বছরের শেষ নাগাদ চায়না ইকোনমিক জোনে ব্যাপক চীনা বিনিয়োগ আসা শুরু হবে।

৯ বছরে বাংলাদেশে চীনা বিনিয়োগ পরিস্থিতি

বছর	বিনিয়োগ (মি. ডলারে)
২০১৪	৩৭.২২
২০১৫	৫৬.৭৯
২০১৬	৬১.৪০
২০১৭	৯০.১২
২০১৮	১০২৯.৯০
২০১৯	৬২৫.৯২
২০২০	৯১.৩৩
২০২১	৪০৭.৮৮
২০২২	৫২৫.৮৬

ড. আহসান এইচ মনসুর

দেশে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে হলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করতে হবে এবং বন্দরের বিড়ম্বনা কমাতে হবে

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় চায়না ইকোনমিক জোনকে ঘিরে চীনা বিনিয়োগ আরও বাড়বে

এখানে এক লাখের বেশি বাংলাদেশির কর্মসংস্থান হবে

চীনের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি ব্যাপক হলেও নিজস্ব পণ্য রফতানি করে ঘাটতি কমিয়ে আনা সম্ভব

সমকাল

চায়না ইকোনমিক জোন হলে একদিকে যেমন সে দেশের প্রচুর বিনিয়োগ আসবে, অপরদিকে তারা যেসব উন্নতমানের পণ্য উৎপাদন করবে সেগুলো দেশের মানুষ কম মূল্যে কিনতে পারবে। সবচেয়ে বড় কথা হলো–তারা শিল্প গড়লে বাংলাদেশের মানুষের ব্যাপক কর্মসংস্থান হবে। শুধু ইকোনমিক জোনেই বাংলাদেশি ১ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হবে। ১ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হওয়া মানে ৫ লাখ লোক সরাসরি এর মাধ্যমে উপকৃত হবে। এ ছাড়া এই জোনে উৎপাদিত পণ্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রফতানি হবে, এতে দেশের রফতানি আয় আরও বেড়ে যাবে। বেপজার যেসব এক্সপোর্ট প্রসেসিং জোন রয়েছে সেগুলোতে কিন্তু সবচেয়ে বেশি রফতানি করছে চীনা প্রতিষ্ঠানগুলো। বেপজার ১০০ ভাগ বিনিয়োগকারীর মধ্যে শুধু চীনেরই হবে ৪০ ভাগ। এখনও বেপজাতে যত বিনিয়োগ আসছে তার সিংহভাগই চীনা বিনিয়োগ। বেপজার বেশি প্লট নিচ্ছেন চীনা উদ্যোক্তারা। সুতরাং আমি মনে করি সামনের বছরগুলোতে চীনা বিনিয়োগ বাংলাদেশে আরও অনেক বাড়বে।

এ দিকে বিনিয়োগ বাধা দূর করার বিষয়ে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক ড. আহসান এইচ মনসুর সময়ের আলোকে বলেন বাংলাদেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বড় বাধার মধ্যে একটি হচ্ছে দেশের বন্দরগুলোর দুরবস্থা ও অব্যবস্থাপনা। বাংলাদেশের বন্দরগুলোতে বিড়ম্বনা ও সেবার মান কম হওয়ায় বিনিয়োগকারীরা অনেক ক্ষেত্রেই হতাশ হয়ে পড়েন। বন্দরে ভোগান্তির নামে কর্মকর্তাদের ঘুষ বাণিজ্য, ঘুষ না দিলে নানা রকম হয়রানি। ইচ্ছাকৃতভাবে এইচএস কোডের জটিলতা তৈরি করে ব্যবসায়ীদের হয়রানি করা হয়। এগুলো আমাদের অনেক পিছিয়ে দিচ্ছে। বিনিয়োগকারীরা অনেকেই মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। চাইনা বিনিয়োগকারীরাও এসব বিড়ম্বনায় চরম বিরক্ত। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও বন্দরের এসব বিড়ম্বনায় বিরক্ত হয়ে ইতিমধ্যেই বড় বড় কিছু বিনিয়োগ প্রস্তাব বাংলাদেশ থেকে ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া এবং থাইল্যান্ডে সরিয়ে নিয়ে গেছে। সুতরাং দেশের ভালো চাইলে, দেশে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়াতে হলে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করতে হবে এবং বন্দরের এসব বিড়ম্বনা দূর করতে হবে।

বাংলাদেশ-চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি সূত্রে জানা গেছে, চীনা বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের বড় আগ্রহের জায়গা হচ্ছে গার্মেন্টস খাত। ৭০ শতাংশ বিনিয়োগই তারা গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল খাতে করছে এবং আগামীতেও করতে চায়। এর বাইরে তারা ফুটওয়্যার, লেদার, ইলেকট্রনিক্স খাত, খেলনা তৈরি শিল্প ও প্লাস্টিক শিল্পে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী। এখন তারা বাংলাদেশের এসএমই খাতেও ব্যাপক বিনিয়োগের আগ্রহ দেখাচ্ছে। এসএমই খাতে যে ধরনের মেশিনারিজ, কাঁচামাল দরকার সেগুলোতে তারা বিনিয়োগ করতে আগ্রহী।

বাণিজ্য পরিস্থিতি : বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যকার বাণিজ্যের দীর্ঘ দিনের যে ইতিহাস, তার মধ্যে এখন দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক সর্বোচ্চ পর্যায়ে আছে। চীনের কাস্টমসের তথ্য অনুযায়ী গত বছর চীন-বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ২৫ বিলিয়ন ডলারের। অথচ ২০০২-০৩ অর্থবছরেও এই দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারেরও কম। গত ২০ বছরে এই ২ বিলিয়ন ডলারের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য এখন ২৫ বিলিয়ন ডলারে ঠেকেছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ ২৪ বিলিয়ন ডলারের পণ্য চীন থেকে আমদানি করছে। আর বাংলাদেশ থেকে ৬০০ মিলিয়ন ডলারের কিছু বেশি চীনে রফতানি করা হচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে আগামী দুই বছরের মধ্যে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য ৩০ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে। সুতরাং বাণিজ্যিক দিক থেকে চিন্তা করলে এখন সবচেয়ে ভালো অবস্থায় আছে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য।

চীন বেশি রফতানি করছে, আর বাংলাদেশ সে দেশে কম রফতানি করছে। এর পেছনে কারণ রয়েছে। বাংলাদেশের প্রধান রফতানি পণ্য গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল। সারা বিশ্বে এখন প্রায় ৫০ বিলিয়ন ডলারের গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল পণ্য রফতানি করছে বাংলাদেশ। গার্মেন্টস, টেক্সটাইল ও ওষুধ শিল্পের যে কাঁচামাল দরকার হয় তার ৮০ শতাংশই আমদানি করা হয় চীন থেকে। কাঁচামাল, মেশিনারিজ, এক্সেসরিজ, কেমিক্যাল, টেকনোলজি–এগুলো চীন থেকেই বেশি আমদানি করা হচ্ছে। এসব পণ্য চীন থেকে এনে তার সঙ্গে ভ্যালু অ্যাড করে সেটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রফতানি করা হচ্ছে। মূলত এই কারণেই চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি বেশি। এর বাইরে ইলেকট্রনিক্স খাতের বড় অংশই আমদানি করা হচ্ছে চীন থেকে। দেশে এখন বাংলাদেশি ব্র্যান্ড নামে যেসব ইলেকট্রনিক্স প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তারাও তাদের শিল্পের কাঁচামাল ও মেশিনারিজের সিংহভাগই আমদানি করছে চীন থেকে। শুধু বাংলাদেশের সঙ্গে নয়, বিশ্বের ৮০টি দেশের সঙ্গে চীন হচ্ছে শীর্ষ বাণিজ্য সহযোগী দেশ। এর বেশিরভাগ দেশেরই চীনের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি এই রকম।

চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি দূর করার বিষয়ে অর্থনীতিবিদ ও পলিসি রিসার্স ইনস্টিটিউটের সম্মানীয় ফেলো প্রফেসর মোস্তাফিজুর রহমান সময়ের আলোকে বলেন, বিশ্ব বাজারে আমাদের প্রধান রফতানি পণ্য হলো–গার্মেন্টস। চীনও বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে বড় পোশাক উৎপাদনকারী দেশ। তারা নিজেদের ১৩০ কোটি মানুষের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের পোশাক সরবরাহ করছে। তবে চীন আবার প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলারের পোক আমদানিও করে। তবে এই ১০ বিলিয়ন ডলারের বাজারে বাংলাদেশের পোশাকের শেয়ার খুবই কম। সুতরাং চীনের পোশাক বাজারে বাংলাদেশের রফতানি খুব বেশি বাড়বে সেটি বলা যাবে না। তবে চীনে আমাদের চামড়ার ব্যাপক চাহিদা রয়েছে এবং আমাদের দেশের চামড়া অনেক উন্নতমানের। সুতরাং সেখানে চামড়া ও চামড়াজত পণ্য রফতানি বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে। চীন কিন্তু বাংলাদেশের ৯৮ শতাংশ পণ্যে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দিয়েছে। এই শুল্কমুক্ত সুবিধাই হচ্ছে চীনে বাংলাদেশি পণ্য রফতানি বাড়ানোর বড় হাতিয়ার এবং এর মাধ্যমেই চীনের সঙ্গে আমাদের বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনা সম্ভব। এর পর আমাদের ওষুধ শিল্পের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে চীনে। বিশেষ করে বাংলাদেশে উৎপাদিত ক্যানসারের ওষুধের চাহিদা রয়েছে চীনে। সুতরাং ওষুধ শিল্পের পণ্য রফতানি বাড়িয়েও বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনা সম্ভব। চীনে রফতানি বাড়ানোর আরেকটি বাধা হলো–আমাদের নিজস্ব কোর প্রোডাক্ট বা শতভাগ দেশীয় রফতানিযোগ্য পণ্য কম। অধিকাংশই আমরা কাঁচামাল এনে ফিনিশড প্রোডাক্ট তৈরি করে রফতানি করছি। চীনের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর আরেকটি মাধ্যম হতে পারে ব্লু ইকোনমি। এখানে সামুদ্রিক মাছ ও কৃষি পণ্যের চাহিদা রয়েছে। সেই সঙ্গে বাংলাদেশের পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা রয়েছে চীনে। এগুলোই হচ্ছে আমাদের নিজস্ব পণ্য। এসব পণ্যের রফতানি বাড়িয়ে চীনের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনা সম্ভব হবে।

BCCCI - ERF JOURNALISM AWARD

3rd Prize for the Others Category

Hasan Arif

Senior Reporter, Report24.com

Mr. Hasan Arif, Senior Reporter of the Report 24.com, receiving the 3rd Prize for the others Category.

Hasan Arif "Report 24.com"

the report 24.com

অধরা সমুদ্র সম্পদ: দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ প্রায় শূন্যের কোঠায়

হাসান আরিফ,দ্য রিপোর্ট: সমুদ্র সম্পদকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির নতুন সম্ভাবনা দেখা দিলেও এখন পর্যন্ত এই খাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ প্রায় শূন্যের কোঠায়। চীন ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পাওয়া গেছে বেশ আগে, তবে তাতে সরকারের তেমন ইতিবাচক সাড়া মেলেনি। উল্লেখ করার মত অর্জন কেবলমাত্র চীন ও ভারত কর্তৃক ব্লু-ইকোনমি বা সুনিল অর্থনীতি নিয়ে গবেষণা এবং এ খাতে বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশের সাথে সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষর।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর এবং অর্থনীতিবিদ ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন দ্য রিপোর্টকে বলেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ও ভিশন-২০৪১ অর্জনে ব্লু-ইকোনমি ব্যাপক ভূমিকা পালন করবে। কারণ সমুদ্রের বিশাল সম্পদকে কাজে লাগিয়ে দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নেওয়ার নতুন দিগন্ত উন্মোচন হয়েছে ব্লু-ইকোনমির মাধ্যমে। ধারণা করা হয় বঙ্গোপসাগরের তলদেশে যে খনিজ সম্পদ রয়েছে তা পৃথিবীর অন্য কোনো সাগর-উপসাগরে নেই। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, নিয়ম অনুযায়ী সমুদ্রসীমা নির্ধারণের প্রথম পাঁচ বছরে সামুদ্রিক সম্পদ আহরণের জন্য ইন্টারন্যাশনাল সি-বেড অথরিটিকে কোনো অর্থ দিতে হয় না। আর এ সময় পেরিয়ে গেলে ইন্টার-গভর্ণমেন্টাল এ এ সংস্থাকে সমুদ্র সম্পদ আহরণের বিপরীতে অর্থ প্রদান করতে হবে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ এই সুযোগ হাতছাড়া করেছে।

বিশ্বব্যাংকের মতে ব্লু-ইকোনমি বা সুনীল অর্থনীতি হচ্ছে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, উন্নত জীবিকা এবং কর্মসংস্থানের জন্য সমুদ্র সম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং একইসাথে সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্রের যথাযথ সংরক্ষণ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চাহিদা মেটাতে সমুদ্রবক্ষে সঞ্চিত সম্পদকেই অন্যতম উৎস হিসেবে বিবেচনা করছে। বর্তমান পেক্ষাপটে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্লু-ইকোনমির বিকল্প নেই। তাই দেশকে অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে নিতে সরকারের যেসব খাত রয়েছে এর মধ্যে ব্লু-ইকোনমি অন্যতম বলে মনে করছেন এ খাতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। বলা হয়ে থাকে, এ অর্থনীতি সম্ভাবনার নতুন দুয়ার খুলে দেবে।

মিয়ানমার ও ভারতের সঙ্গে সমুদ্র-সীমানা নির্ধারিত হওয়ার পর দেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলের পরিধি মূলখন্ডের ৮১ ভাগের সমান বেড়েছে। এই সম্পদকে কাজে লাগানোর জন্য প্রয়োজন বিপুল বৈদেশিক বিনিয়োগ। বিশ্বের প্রভাবশালী বিভিন্ন দেশও বাংলাদেশের বৈদেশিক বিনিয়োগের প্রয়োজনকে সম্ভাবনা হিসেবে দেখছে।

এসডিজির ১৪ নম্বর ধারায় টেকসই উন্নয়নের জন্য সামুদ্রিক সম্পদের অনুসন্ধান ও সংরক্ষণের কথা বলা হয়েছে। আর তাই ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি পূরণের জন্য সামুদ্রিক সম্পদ আহরণে সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে। বঙ্গোপসাগর হচ্ছে বিশ্বের ৬৪ উপসাগরের মধ্যে অন্যতম বৃহৎ উপসাগর। এই সাগর তীরে বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার ও থাইল্যান্ড উপকূলে বাস করে কয়েক কোটি মানুষ। তবে বাংলাদেশের অবস্থান বঙ্গোপসাগরের মূল কেন্দ্রে।

রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বাইরে বঙ্গোপসাগরের বিপুল সম্পদ আহরণে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্স কর্পোরেশন (আইএফসি) বেসরকারিখাতের বন্ডে আগামী ১০ বছরে ন্যূনতম ১০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। চলতি বছরের মার্চ মাসে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে পাঠানো এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মেরিটাইম অ্যাফেয়ার্স বিষয়ক সচিব রিয়ার এডমিরাল (অবঃ) মোঃ খুরশীদ আলম বলেন, বিশ্বজুড়ে সমুদ্র সম্পদের পরিমাণ প্রায় ২৪ ট্রিলিয়ন ডলার। এর মধ্যে এখন পর্যন্ত দেশগুলো আহরণ করতে পেরেছে মাত্র ৩ ট্রিলিয়ন ডলারের সম্পদ। বিনিয়োগকারীদের সাগরমুখী হওয়ার পরামর্শ দিয়ে খুরশীদ আলম বলেন, সুনীল অর্থনীতিতে বিনিয়োগ করলে সরকার ব্যবসায়ীদের সহায়তা দিতে প্রস্তুত আছে।

এফআইসিসিআইয়ের নির্বাহী পরিচালক টিআইএম নুরুল কবির বলেন, "বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে হলে কেবলমাত্র ব্যবসায়ীরা বললেই হবে না। বর্তমানে যে বিনিয়োগকারীরা রয়েছেন তাদের দিয়ে যদি বিশ্বের কাছে তাদের অভিজ্ঞতা এবং মনোভাব শেয়ার করা যায়, তাহলে নতুন বিনিয়োগকারীরা আশ্বস্ত হবে।"

বিনিয়োগে বাধা

Electronic Media

BCCCI-ERF Journalism Award
Coverage on Electornic Media

Coverage on GTV

Coverage on Channel 24

Coverageon Ekushey TV

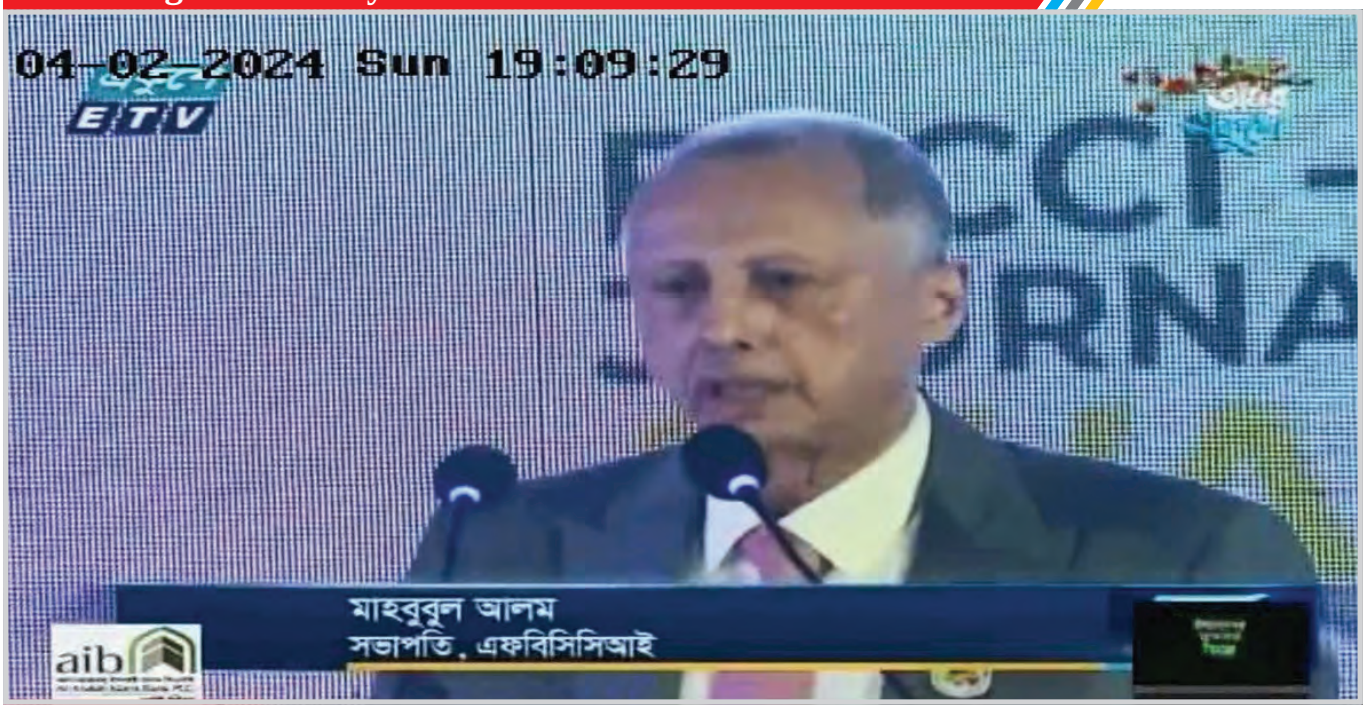

Coverage on Channel I

Coverage on boishakhi TV

Coverage on Desh TV

Coverage on Ekattor TV

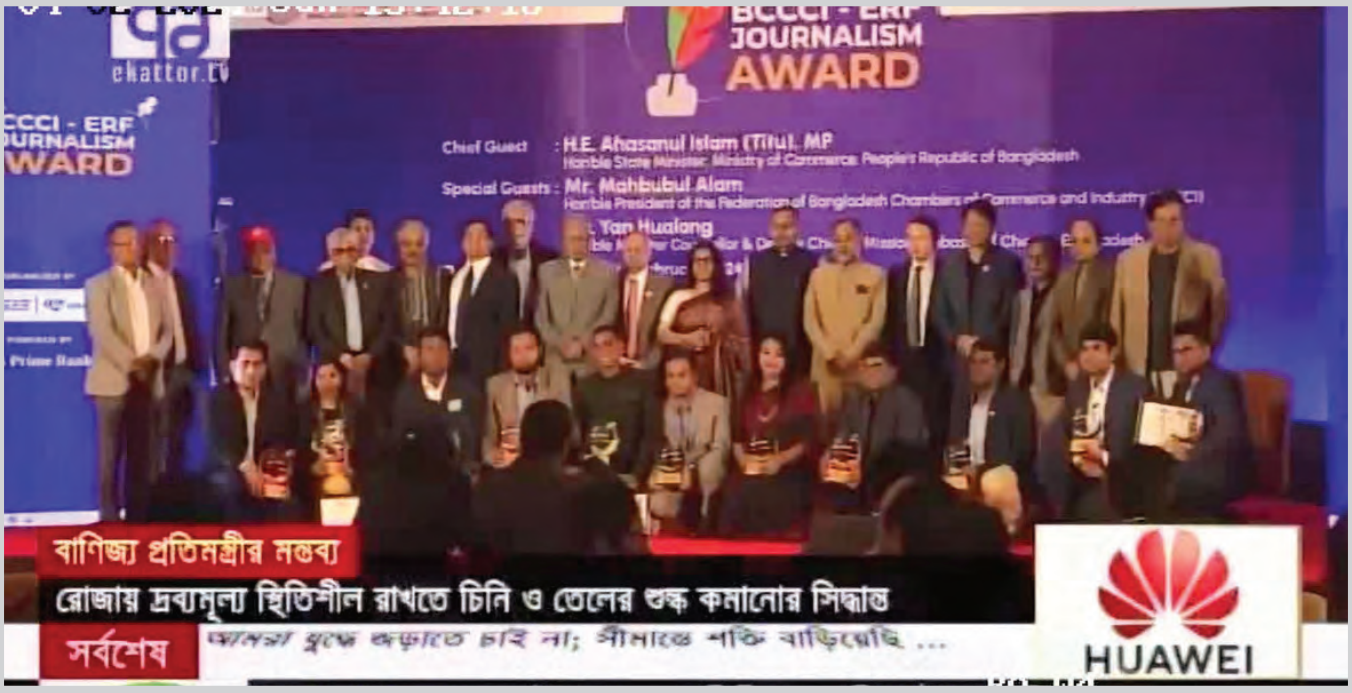

Coverage on ATN News

Coverage on Bangla Vision

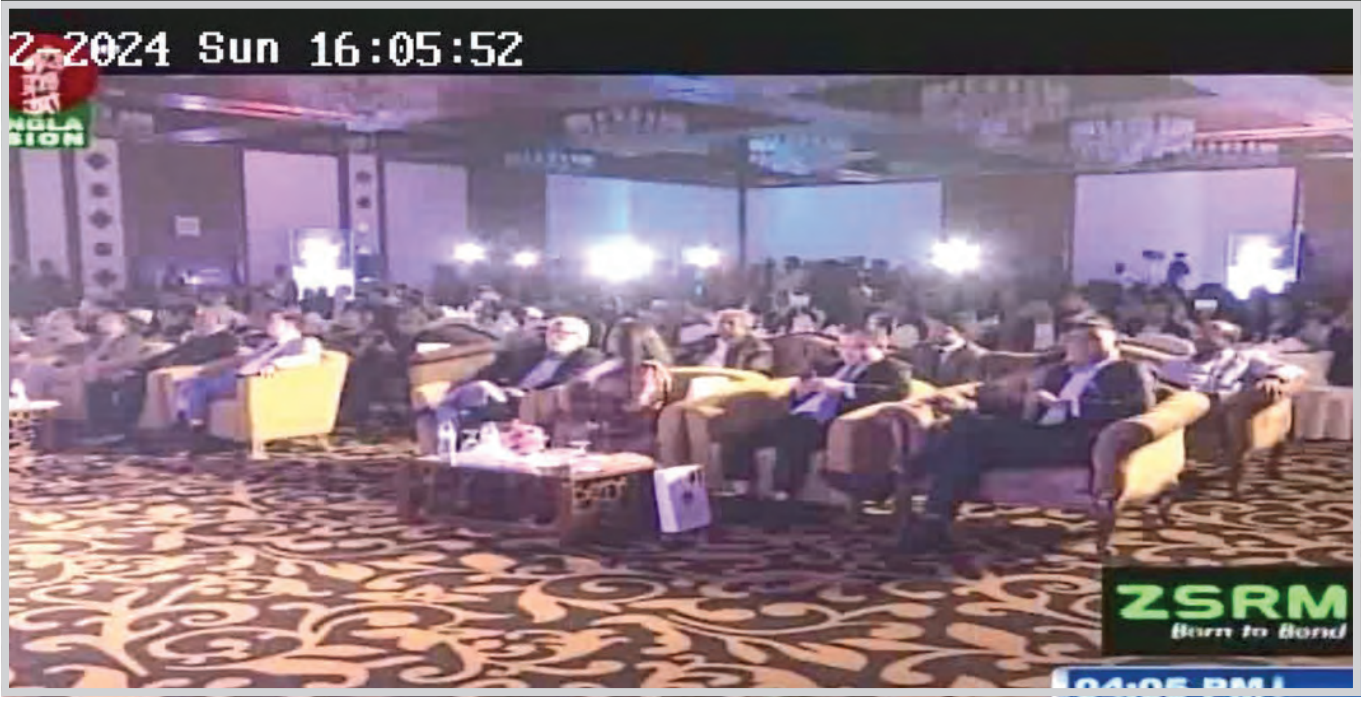

Coverage on BTV

Coverage on DBC News

Coverage on BTV

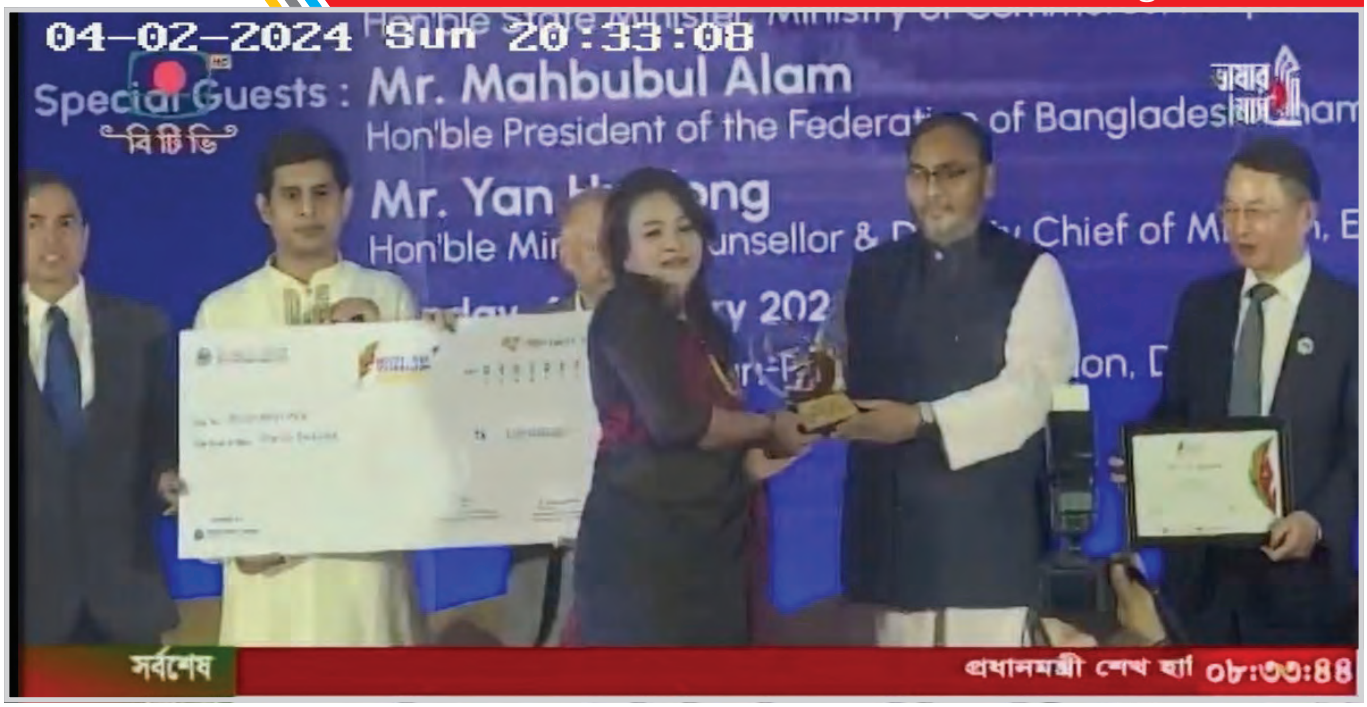

Coverage on News 24

Coverage on NTV

Coverage on Jamuna TV

Coverage on RTV

Coverage on Somoy TV

Coverage on Maasranga TV

Coverage on My TV

Coverage on ananda TV

Coverage on Green TV

Coverage on BTV

BCCCI - ERF JOURNALISM AWARD

Coverage in Print Media

The Daily Star
05-Feb-24 Page:15 Size:12 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 44,814

State minister for commerce seeks Chinese investment

STAR BUSINESS REPORT

State Minister for Commerce Ahsanul Islam Titu yesterday sought Chinese investment for import substitution to reduce the big trade gap with China.

Titu said the annual trade gap between Bangladesh and China amounted to more than $22 billion and could not be minimised overnight.

So, he sought Chinese investment in Bangladesh to manufacture products that Bangladesh imports from China. The state minister for commerce also observed that Bangladesh may benefit further from the US-China trade war.

Titu was hopeful the National Board of Revenue (NBR) would reduce the duty on import of some essentials after the commerce ministry sent a letter to the NBR in this regard.

He was also hopeful India would ship the promised 50,000 tonnes of sugar and 20,000 tonnes of onions to Bangladesh before Ramadan.

The state minister was speaking at the Economic Reporters' Forum (ERF) and Bangladesh China Chamber of Commerce and Industry (BCCCI) journalism award ceremony held at the Sonargaon Hotel in Dhaka. A total of 17 members of the ERF received awards.

At the event, Yan Hualong, deputy chief of mission of the Chinese embassy in Bangladesh, said Chinese commercial banks may start operations in Bangladesh at the end of the year as trade between the two countries is rising.

Mahbubul Alam, president of the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry, also sought Chinese investment in Bangladesh.

প্রথম আলো
05-Feb-24 Page 10 Size:32 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 501,800

ইআরএফ-বিসিসিসিআই অ্যাওয়ার্ড

সম্মাননা পেলেন ১৭ সাংবাদিক

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বাংলাদেশে চীনের বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যক্রম চালুর প্রস্তাব করেছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম। পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশে সরবরাহব্যবস্থার লজিস্টিক খাতে দেশটিকে বিনিয়োগেরও আহ্বান জানিয়েছেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের লজিস্টিক খাতে দুর্বলতা আছে। তাই এ খাতে বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে চীনের। এ ছাড়া চীনের বাণিজ্যিক ব্যাংক কার্যক্রম শুরু করলে দুই দেশের লেনদেনের ক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী গতকাল রোববার অর্থনীতিবিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনমিক রিপোর্টার্স ইউনিটি বা ইআরএফ ও চায়না বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিসিসিসিআই) যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন। চীন-বাংলাদেশের বাণিজ্য, বিনিয়োগসহ বিভিন্ন খাতে দুই দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্কের ওপর সেরা প্রতিবেদনের জন্য প্রথমবারের মতো এ পুরস্কার দেওয়া হয়। রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে গতকাল সকালে এ অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠান হয়।

অনুষ্ঠানে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, 'আগামী রমজানে বেশ কিছু নিত্যপণ্যের দাম যাতে ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে, সে জন্য পাঁচ পণ্যের শুল্ক কমানোর প্রস্তাব করা হয়েছে। আশা করছি, শিগগিরই এনবিআর এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করবে। শুল্ক কমলে তার সুবিধা ভোক্তারা পাবেন বলে আশা করছি।'

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী। বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআইয়ের সভাপতি মাহবুবুল আলম, বাংলাদেশের চীনা দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশন ইয়ান হুয়ালং। অতিথি ছিলেন বিসিসিসিআইয়ের সভাপতি গাজী গোলাম মর্তুজা, মহাসচিব আল মামুন মৃধা, ইআরএফের সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মৃধা ও সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

ইআরএফ ও বিসিসিসিআইয়ের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো আয়োজিত এ বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ডে ৫টি শ্রেণিতে ১৭ সাংবাদিক এ সম্মাননা পেয়েছেন। বিজয়ীদের অর্থ, ক্রেস্ট ও সনদ প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানের অতিথিরা বিজয়ীদের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট, অর্থ ও সনদ তুলে দেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, 'চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে বড় ধরনের ঘাটতি রয়েছে। অপ্রচলিত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে এ বাণিজ্যের এ ভারসাম্যহীনতা দূর করা সম্ভব নয়। তাই চীন থেকে যেসব পণ্য আমদানি করা হয়, সেগুলো এ দেশে উৎপাদনে জোর দিতে হবে। চীনা প্রতিষ্ঠানগুলো এখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাদের ব্যবসা সম্প্রসারণ করছে। এ সুযোগকে কাজে লাগাতে পারে বাংলাদেশ।

The Financial Express
05-Feb-24 Page:20 Size:50 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 41,000

PM approves cut in import duties on essential goods: Titu

Three FE journos win BCCCI-ERF Journalism Award

FE REPORT

Three journalists of The Financial Express have won the Bangladesh China Chamber of Commerce and Industry and the Economic Reporters' Forum awards (BCCCI-ERF Journalism Award-2023).

State Minister for Commerce Ahsanul Islam Titu handed over the awards at a ceremony at the Pan Pacific Sonargaon Dhaka on Sunday.

Among the total 17 winners in five categories, The Financial Express secured the highest number of awards from a single media outlet.

Among the award recipients, the FE Special Correspondent Doulat Akter Mala received the top award for her reporting in the category-3 titled "Science and Technology (opportunities of technology transfer between Bangladesh and China), FE Special Correspondent Jasim Uddin Haroon was awarded for his reporting in the category-2 titled "How China's high-quality development policy aided Bangladesh", AI, Fourth Industrial Revolution, etc.)", and FE Special Correspondent FHM Humayan Kabir bagged the award for his reporting in the Others Category of Blue-economy, tourism, culture, education, and hospitality industry, etc.)"

Winners of the BCCCI-ERF Journalism Award-2023 pose for photo with State Minister for Commerce Ahsanul Islam Titu, Deputy Chief of Mission of the Chinese Embassy in Bangladesh Yan Hualong, Bangladesh China Chamber of Commerce and Industry (BCCCI) President Gazi Golam Mortuza and other guests at the award ceremony held at a city hotel on Sunday.

A total of 68 news articles were submitted for the BCCCI-ERF Journalism Award this year across five categories.

The six-member jury panel awarded first, second, and third prizes in four categories, totalling 12 winners. In one category, there were only first and second-prize winners, while the third prize was shared by three journalists.

The ceremony was presided over by ERF President Refayet Ullah Mirdha, with General Secretary Abul Kashem moderating the event.

Minister Counselor and Deputy Chief of Mission of the Chinese Embassy in Bangladesh Yan Hualong, Bangladesh China Chamber of Commerce and Industry (BCCCI) President Gazi Golam Mortuza and General Secretary Al Mamun Mirdha spoke on the occasion.

At the event, State Minister for Commerce Ahsanul Islam Titu announced that Prime Minister Sheikh Hasina had approved a reduction in import duties on essential goods.

Expressing concerns about the challenges anticipated during the upcoming month of Ramadan, Titu highlighted the government's proactive measures to address them.

Titu emphasised that the prime minister's approval for lowering import duties, based on their proposals, is a positive step.

He underscored the necessity for importing 90 per cent of the total domestic demand for edible oil and sugar, revealing that the National Board of Revenue (NBR) would soon lower import duties at a reasonable rate to benefit consumers during Ramadan.

Highlighting the adequate stock of rice in the country, Titu emphasised the need for fine-tuning the supply chain, involving producers, manufacturers, importers, wholesalers, and retailers.

He stressed the importance of bringing all stakeholders in the supply chain onto a single platform to establish consumer rights through effective policy implementation.

Titu mentioned that coordination among various ministries has been established by Prime Minister Sheikh Hasina, clarifying that the Ministry of Commerce focuses on policy issues rather than direct involvement in production, import, and export.

Addressing the import of sugar and onion from India, he mentioned assurances from his Indian counterpart regarding simplifying the process for importing essential items.

In terms of the economy, Federation of Bangladesh Chambers of Commerce & Industries (FBCCI) President Mahbubul Alam expressed optimism, stating that the country's economic progress is ongoing and will continue with concerted efforts.

He pledged the FBCCI's full cooperation to Chinese investors considering investments in Bangladesh.

bdsmile@gmail.com

যুগান্তর
05-Feb-24 Page:16 Size:30 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 290,200

সিইসি হাবিবুল আউয়ালের কাছ থেকে হোসাইন জাকির বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড নিচ্ছেন যুগান্তরের সিনিয়র রিপোর্টার কাজী জেবেল যুগান্তর

রাজধানীর এক হোটেলে বিসিসিসিআই-ইআরএফ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন যুগান্তরের স্টাফ রিপোর্টার হামিদ-উজ-জামান যুগান্তর

অ্যাওয়ার্ড পেলেন যুগান্তরের কাজী জেবেল ও হামিদ-উজ-জামান

যুগান্তর প্রতিবেদন

সাংবাদিক হোসাইন জাকির বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড-২০২৩ পেয়েছেন যুগান্তরের সিনিয়র রিপোর্টার কাজী জেবেল। অন্যদিকে বিসিসিসিআই-ইআরএফ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড পেলেন যুগান্তরের স্টাফ রিপোর্টার হামিদ-উজ-জামান। রোববার পৃথক অনুষ্ঠানে তাদের হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচন ভবনে কাজী জেবেলের হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল। প্রিন্ট মিডিয়া ক্যাটাগরিতে তিনি এ পুরস্কার পান। এ সময় টেলিভিশন ক্যাটাগরিতে ডিবিসি নিউজের সিনিয়র রিপোর্টার কাওসারা চৌধুরী কুমু ও অনলাইন ক্যাটাগরিতে বাংলানিউজের সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট ইকরাম-উদ দৌলার হাতেও অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন সিইসি।

পরে সিইসি বলেন, গণমাধ্যমের গুরুত্ব অনেক, এটি রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ। যখন সংসদ অকার্যকর থাকে তখন গণমাধ্যম কথা বলে। নির্বাচনে গণমাধ্যমের অনেক সহযোগিতা পেয়েছি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি নির্বাচন কমিশনার মো. আনিছুর রহমান বলেন, গত নির্বাচনে নানা কারণে আমরা চাহিদা মোতাবেক কথা বলতে পারি নাই। তারপরও সাংবাদিকদের কাছ থেকে যে সহায়তা পেয়েছি তা অভূতপূর্ব।

'নির্বাচন ও গণতন্ত্র' বিষয়ে রিপোর্টিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করে নির্বাচন

■ পৃষ্ঠা ১১ : কলাম ১

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কমিশনে (ইসি) কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠন 'রিপোর্টার্স ফোরাম ফর ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি (আরএফইডি)'। প্রয়াত সাংবাদিক হোসাইন জাকিরের নামে পুরস্কারটি এ বছর চালু করা হয়।

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে নির্বাচন কমিশনার মো. আলমগীর, ইসি সচিব মো. জাহাংগীর আলম, জুরি বোর্ডের সদস্য সাংবাদিক শেখ নজরুল ইসলাম, আশিষ সৈকত ও মহিউদ্দিন জুয়েল, আরএফইডির সভাপতি সাইদুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মুকিমুল আহসান হিমেলসহ সংগঠনটির অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে হামিদ-উজ-জামানের হাতে বিসিসিসিআই-ইআরএফ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড তুলে দেওয়া হয়। ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট রিলেশনশিপ বিটুইন বাংলাদেশ অ্যান্ড চায়না ক্যাটাগরিতে দ্বিতীয় হয়েছেন তিনি। নিউজের শিরোনাম ছিল 'বিভিন্ন প্রকল্পে চীনের সঙ্গে ঋণ চুক্তি : দরকষাকষির সক্ষমতা বাড়ছে বাংলাদেশের'। পুরস্কার হিসাবে একটি ক্রেস্ট, সনদ ও ৭৫ হাজার টাকার চেক তার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে আরও ১৬ জন সাংবাদিক এই অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম (টিটু)। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) সভাপতি মো. মাহবুবুল আলম এবং বাংলাদেশে চীনা দূতাবাসের মিনিস্টার কাউন্সিলর অ্যান্ড ডেপুটি চিফ অব মিশন ইয়ান হুয়ালং। বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিসিসিআই) সভাপতি গাজী গোলাম মুর্তজা পাপ্পার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বিসিসিআইর সেক্রেটারি আল মামুন মৃধা, ইআরএফ সভাপতি মোহাম্মদ রেফায়েত উল্লাহ মৃধা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ইআরএফ'র সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত অপর সাংবাদিকরা হলেন—দৈনিক আমাদের সময়ের জিয়াদুল ইসলাম, বৈশাখী টেলিভিশনের তানজিলা নিঝুম সাথী, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড'র জাহিদুল ইসলাম ও আব্বাস উদ্দিন নয়ন, ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের জসিম উদ্দিন হারুন, দৌলত আক্তার মালা ও এফএইচএম হুমায়ন কবীর, একাত্তর টিভির সুশান্ত সিনহা, দ্য বিজনেস পোস্টের ইবরাহিম হোসেন অভি, একুশে টিভির তৌহিদুর রহমান, চ্যানেল টুয়েন্টি ফোরের ইকবাল আহসান, এনটিভির হাসিবুল আলম শাওন, নিউজ টুয়েন্টি ফোরের বাবু কামরুজ্জামান, ডেইলি স্টারের আহসান হাবিব, সময়ের আলোর এসএম আলমগীর ও দ্য বিজনেস পোস্টের হাসান আরিফ।

সময়ের আলো
05-Feb-24 Page:3 Size:10 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 161,108

বাংলাদেশ-চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিসিসিআই) ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন দৈনিক সময়ের আলোর ডেপুটি বিজনেস এডিটর এসএম আলমগীর। রোববার রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু পুরস্কার হিসেবে বিজয়ীর হাতে আর্থিক সম্মাননার চেক, ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট তুলে দেন ■ সময়ের আলো

বিসিসিসিআই-ইআরএফ অ্যাওয়ার্ড

পেলেন সময়ের আলোর এসএম আলমগীর

■ নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ-চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিসিসিআই)-ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড পেলেন দৈনিক সময়ের আলো পত্রিকার ডেপুটি বিজনেস এডিটর এসএম আলমগীর। রোববার রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু অ্যাওয়ার্ডের পুরস্কার হিসেবে আর্থিক সম্মাননার চেক, ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট তুলে দেন।

বিসিসিআই-ইআরএফ বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ডের জন্য মোট পাঁচ ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দেওয়া হয়। এসএম আলমগীর অন্যান্য ক্যাটাগরিতে 'ব্লু ইকোনমির সম্ভাবনা ও চীনা বিনিয়োগ' শিরোনামে প্রতিবেদন করে তৃতীয় পুরস্কার পান। এই ক্যাটাগরিতে প্রথম পুরস্কার পান টিভি চ্যানেল নিউজ ২৪-এর বাবু কামরুজ্জামান, দ্বিতীয় পুরস্কার পান ফাইনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের এফএইচএম হুমায়ুন কবীর। এ ছাড়া এই ক্যাটাগরিতে যুগ্মভাবে তৃতীয় হয়েছেন ডেইলি স্টারের আহসান হাবিব রাসেল ও অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য রিপোর্টের হাসান আরিফ।

এ ছাড়া বেল্ট অ্যান্ড রোড ক্যাটাগরিতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের আব্বাস উদ্দিন নয়ন, দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন চ্যানেল ২৪-এর ইকবাল আহসান এবং এনটিভির হাসানুল আলম শাওন।

সাইন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ক্যাটাগরিতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন দৌলত আক্তার মালা, দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন দ্য বিজনেস পোস্টের ইবরাহিম হোসেন অভি এবং তৃতীয় হয়েছেন একুশে টেলিভিশনের তৌহিদুর রহমান।

হাই-কোয়ালিটি ডেভেলপমেন্ট কনসেপ্ট/পলিসি-ক্যাটাগরিতে প্রথম হয়েছেন দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, দ্বিতীয় হয়েছেন ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের জসিম উদ্দিন হারুন এবং তৃতীয় হয়েছেন ৭১-টিভির সুশান্ত সিনহা।

এ ছাড়া ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ক্যাটাগরিতে প্রথম হয়েছেন আমাদের সময়ের জিয়াদুল ইসলাম, দ্বিতীয় হয়েছেন যুগান্তরের হামিদ-উজ্জামান এবং তৃতীয় হয়েছেন বৈশাখী টেলিভিশনের তানজিলা খানম সাথী। পুরস্কারপ্রাপ্ত সবাইকে আর্থিক মূল্যমানের চেক, ক্রেস্ট এবং একটি

এরপর পৃষ্ঠা : ৫ কলাম ১

পেলেন সময়ের আলোর

তৃতীয় পৃষ্ঠার পর

সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। ইআরএফ সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মীরধার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম, ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশন মি. ইয়ান হুয়ালং, বিসিসিসিআই সভাপতি গাজী গোলাম মুর্তজা, বিসিসিসিআই সাধারণ সম্পাদক আল মামুন মৃধা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইআরএফ সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম। প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, এই মুহূর্তে আমাদের চালের রিজার্ভ আছে প্রায় ১৮ লাখ টন। এটি আমাদের চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত। রমজানে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে। বিশেষ করে চিনি ও তেলের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশের-চায়না চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধিদের উদ্দেশে আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, আপনারা জানেন চায়নার সঙ্গে সবচেয়ে বড় ট্রেড গ্যাপ। এই গ্যাপ পূরণ করতে আমাদের কাজ করতে হবে। আমরা যদি মনে করি, আম বা সবজি রফতানি করে রাতারাতি ২২-২৩ বিলিয়ন ডলারের রফতানি গ্যাপ পূরণ করে ফেলব–এই চিন্তা থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

সমকাল
05-Feb-24 Page:12 Size:27 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 271,000

রোববার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ইআরএফ-বিসিসিআই রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটুসহ অন্যরা ■ ফটো রিলিজ

ইআরএফের অনুষ্ঠানে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

পাঁচ পণ্যের শুল্ক কমাতে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে

■ সমকাল প্রতিবেদক

পাইকারি থেকে ভোক্তা পর্যায়ে সরবরাহ চেইন স্বাভাবিক করতে পারলে নিত্যপণ্যের বাজার নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না বলে মনে করেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। তিনি বলেছেন, পণ্যের মজুত পর্যাপ্ত। চাহিদার চেয়ে চাল বেশি আছে হাতে। রমজান উপলক্ষে ভারত সরকার পেঁয়াজ ও চিনি সরবরাহের আশ্বাস দিয়েছে। এই দুটিসহ পাঁচ নিত্যপণ্যের সরবরাহ বাড়াতে আমদানি শুল্ক কমানোরও পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার।

গতকাল রোববার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ইআরএফ-বিসিসিআই রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। অর্থনীতিবিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) এবং চায়না বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিসিআই) যৌথ উদ্যোগে এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশে চীন দূতাবাসের মিনিস্টার কাউন্সিলর অ্যান্ড ডেপুটি চিফ অব মিশন ইয়ান হুয়ালং, এফবিসিসিআইয়ের সভাপতি মো. মাহবুবুল আলম, বিসিসিআই সভাপতি গাজী গোলাম মর্তুজা ও ইআরএফের সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মীরধা। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ রাখা প্রসঙ্গে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, ইতোমধ্যে কয়েকটি পণ্যের আমদানি শুল্ক কমানোর বিষয়টি বিবেচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে। শিগগির এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) প্রজ্ঞাপন জারি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এ ছাড়া দেশেই এসব পণ্যের উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে। মোট কথা ভোক্তার অধিকার নিশ্চিত করতে কাজ করছেন তারা।

চীনের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি প্রসঙ্গে আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, দেশটির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে বড় ব্যবধান রয়েছে; যা প্রায় ২২ বিলিয়ন ডলারের মতো। কেবল আম আর সবজি রপ্তানি করে এই ব্যবধান কোনো দিন ঘুচবে না। যেসব পণ্য আমদানি করা হয় সেসব পণ্য বাংলাদেশে উৎপাদনে চীনের বিনিয়োগ বাড়ানোর পরামর্শ দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে ১৭ জন সাংবাদিককে পুরস্কার দেওয়া হয়।

আমাদের সময়

05-Feb-24 Page:3 Size:36 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 115,000

বিসিসিসিআই ইআরএফ পুরস্কারে ভূষিত জিয়াদুল ইসলাম

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর হাত থেকে বিসিসিসিআই-ইআরএফ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড গ্রহণ করছেন জিয়াদুল ইসলাম। গতকাল হোটেল সোনারগাঁওয়ে ■ আমাদের সময়

নিজস্ব প্রতিবেদক ■

বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এবং ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (বিসিসিসিআই-ইআরএফ) জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন দৈনিক আমাদের সময়ের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জিয়াদুল ইসলাম। 'চীনা মুদ্রায় লেনদেনে ব্যাপক সাড়া, বাংলাদেশ-চীন বাণিজ্যে নতুন গতি' শীর্ষক প্রতিবেদনের জন্য 'বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে ব্যবসা ও বিনিয়োগ' ক্যাটাগরিতে তিনি প্রথম পুরস্কার অর্জন করেন। জিয়াদুল ইসলাম ছাড়াও বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে আরও ১৬ জন সাংবাদিক বিসিসিসিআই-ইআরএফ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।

গতকাল রবিবার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে ■ এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ১

বিসিসিসিআই-ইআরএফ

(তৃতীয় পৃষ্ঠার পর) দেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। ইআরএফ সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মীরধার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম, ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশন ইয়ান হুয়ালং, বিসিসিসিআই সভাপতি গাজী গোলাম মুর্তজা ও সাধারণ সম্পাদক আল মামুন মৃধা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইআরএফ সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

জিয়াদুল ইসলাম ইতিপূর্বে ২০১৯ ও ২০২১ সালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি থেকে বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।

নয়া দিগন্ত

05-Feb-24 Page:12 Size:8 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 90,650

বাংলাদেশে চীনা ব্যাংকের শাখা খুলবে এ বছরই

■ বিশেষ সংবাদদাতা

চীনকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অন্যতম সহযোগী দেশ উল্লেখ করে দু'দেশের মধ্যকার বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনার আহ্বান জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। এ ছাড়াও চলতি বছরের মধ্যে বাংলাদেশে চীনের বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা খোলা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে 'বিসিসিসিআই-ইআরএফ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড' বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ইআরএফ সভাপতি মো: রেফায়েত উল্লাহ মিরধার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত চীনের ডেপুটি মিশন প্রধান ওয়াং হুয়ালং ও এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম। এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে বিসিসিসিআই সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ইআরএফ সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম। এবার পাঁচটি ক্যাটাগরিতে মোট ১৫ জন অর্থনৈতিক সাংবাদিক বিসিসিসিআই-ইআরএফ পদক পেয়েছেন। ■ ৪র্থ পৃ: ৫-এর কলামে

বাংলাদেশে চীনা ব্যাংকের শাখা খুলবে

শেষ পৃষ্ঠার পর

পদক প্রাপ্তদের হাতে ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও ডামি চেক তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও অন্যান্য অতিথিরা। বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, গত মাসে আমরা তাৎক্ষণিক লেনদেনে (আরটিজিএস) চীনা মুদ্রাকে যুক্ত করেছি। সেই সাথে চীনের ব্যাংক যদি আসে, তাহলে আমাদের আমদানি-রফতানিতে আরো একটি মাইলফলক তৈরি হবে। চীনের ডেপুটি মিশন প্রধান কথা দিয়েছেন, চলতি বছরের মধ্যে বাংলাদেশে তাদের ব্যাংক শাখা খুলবে।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, চীন এখন বাংলাদেশের অন্যতম বড় উন্নয়ন সহযোগী। তাদের সাথে আমাদের বড় বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে। আমাদের আম আর সবজি চীনে রফতানি করে এ ঘাটতি কমাতে পারব না; দরকার বিনিয়োগ। চীনা বিনিয়োগকারীদের বলব, বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ ভালো লোকেশন, রয়েছে বন্দর সুবিধা। ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলও তৈরি হচ্ছে। এসব জোনে তারা বিনিয়োগ করতে পারে।

তিনি বলেন, সামনে রমজান, আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ। চিনি, তেল আমাদের ৯০ ভাগ আমদানি করতে হয়। এসব পণ্য আমদানিতে শুল্ক কমানোর প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী সম্মতি দিয়েছেন। এনবিআর তা যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে এলে রমজানে ভোক্তারা এর সুবিধা পাবেন। ভারত থেকে নিত্যপণ্য আমদানিতে প্রতিবন্ধকতা ছিল, তা দূর হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আগামী রমজানে ব্যবহার করার মতো চিনি ও পেঁয়াজ যাতে সহজে দেশে আসতে পারে– এ বিষয়ে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সাথে কথা হয়েছে। বিশেষ করে পেঁয়াজ ও চিনি টিসিবির মাধ্যমে এক কোটি পরিবারকে দেয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে সবখাতে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্মতি দিয়েছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, রমজানকে ঘিরে বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এই মাসকে কেন্দ্র করে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছি। চিনি ও তেলের ক্ষেত্রে পদক্ষেপও নেয়া হচ্ছে। এসব পণ্য ৯০ ভাগ আমদানি করতে হয়। প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছি। এতে সম্মতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আশা করছি দ্রুত এনবিআর এই শুল্ক একটি যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসবে। এটা হলে রমজানে সুবিধা পাবেন ভোক্তারা।

অনুষ্ঠানে চীনের ডেপুটি মিশন প্রধান ওয়াং হুয়ালং দু'দেশের সম্পর্ক দিন দিন আরো গভীর হচ্ছে উল্লেখ করে বলেন, ইআরএফের সদস্যরা তাদের প্রতিবেদনের মাধ্যমে দু'দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা ও সমস্যা তুলে ধরেছেন। এর ফলে এসব বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে। আমরা দু'দেশের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্ক উন্নয়নের বৃদ্ধির জন্য একসাথে কাজ করব। বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সহযোগিতা অব্যাহত রাখা হবে।

দৈনিক জনকণ্ঠ
05-Feb-24 Page:14 Size:20 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 290,200

রোজায় নিত্যপণ্যের বাজার ঠিক রাখা 'বড় চ্যালেঞ্জ'

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ রোজার মাসে নিত্যপণ্যের বাজার ঠিক রাখাকে 'বড় চ্যালেঞ্জ' বলে মনে করছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। রবিবার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (বিসিসিসিআই-ইআরএফ) আয়োজিত 'বেস্ট রিপোর্টিং' অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, রমজানে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে। আমাদের এখন দরকার উৎপাদক ও আমদানিকারক থেকে হোলসেলার এবং রিটেইলারদের সাপ্লাই চেইন নিয়ে কাজ করা। এটা করতে পারলে আমাদের ভোক্তারা ন্যায্যমূল্যে পণ্য পাবেন। তিনি বলেন, যারা নিত্যপণ্য আমদানি করে, সেসব আমদানিকারকদের আমরা ডেকেছি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় ও মৎস্য মন্ত্রণালয়কে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী একটি সমন্বয় করে দিয়েছেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কিছুই উৎপাদন, আমদানি বা রপ্তানি করে না বরং পলিসি নিয়ে কাজ করে। সেই পলিসিগুলো দিয়ে যদি সবার সমন্বয়ে ভোক্তাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তাহলে সাপ্লাই চেইনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সবাইকে একটি প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসতে হবে। রোজার মাসে নিত্যপণ্যের বাজার ঠিক রাখাকে 'বড় চ্যালেঞ্জ' বলে মনে করছেন প্রতিমন্ত্রী টিটু।

তিনি বলেন, রমজানকে ঘিরে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছি। বিশেষ করে চিনি ও তেলের ক্ষেত্রে পদক্ষেপও নেওয়া হচ্ছে। এসব পণ্যে প্রায় ৯০ ভাগ আমদানি করতে হয়। আমরা আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী এতে সম্মতি দিয়েছেন। আশা করছি অতিদ্রুত ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ এই শুল্ক একটি যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসবে। এটা করতে পারলে আমদের আগামী রমজানে ভোক্তারা একটা সুবিধা পাবে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ-চায়না চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধিদের উদ্দেশে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আপনারা জানেন, চায়নার সঙ্গে সবচেয়ে বড় ট্রেড গ্যাপ। এই গ্যাপ পূরণ করতে আমাদের কাজ করতে হবে। আমরা যদি মনে করি আম বা সবজি রপ্তানি করে রাতারাতি ২২-২৩ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি গ্যাপ পূরণ করে ফেলব, এই চিন্তা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। যে পণ্যগুলো আমরা চায়না থেকে আমদানি করছি সেই আমদানি প্রতিস্থাপন যদি বাংলাদেশী শিল্পকারখানার সহায়তায় করতে পারি এবং এগুলো যদি রপ্তানি করতে পারি তাহলে এ গ্যাপটা দ্রুত কমে আসবে। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিকরা দেশের বিভিন্ন পত্রিকা, টেলিভিশন এবং অনলাইন নিউজ পোর্টালে কাজ করেন, যারা 'ইআরএফ'র সদস্য। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, প্রতিবেদনের মাধ্যমে দেশ ও জাতির প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরা বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করে যারা আজ পুরস্কার পাচ্ছেন এবং এর সহযোগী যারা রয়েছেন তাদের সবাইকে অভিনন্দন। প্রতিটি শাখায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিসেবে তিনজনকে পুরস্কৃত করা হয়।

ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট ছাড়াও প্রথম পুরস্কারের অর্থমূল্য ১ লাখ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ৭৫ হাজার টাকা এবং তৃতীয় পুরস্কার ৫০ হাজার টাকা। প্রথম চারটি শাখায় মোট ১২ জন পুরস্কার পেয়েছেন। আর 'অন্যান্য' শাখায় প্রথম ও দ্বিতীয় বিজয়ীর পর তিনজন যৌথভাবে তৃতীয় হয়েছেন। যৌথভাবে তৃতীয় হওয়া প্রত্যেকে ২০ হাজার টাকা করে পেয়েছেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন এফবিসিসিআই সভাপতি মো. মাহবুবুল আলম এবং বাংলাদেশে চীনা দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশন ইয়ান হুয়ালং। বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিসিআই) সভাপতি গাজী গোলাম মুর্তজা পাপ্পার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বিসিসিআই এর সেক্রেটারি আল মামুন মৃধা, ইআরএফ সভাপতি মোহাম্মদ রেফায়েত উল্লাহ মৃধা এবং অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইআরএফ এর সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

বিসিসিসিআই- ইআরএফ অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

মানবজমিন
05-Feb-24 Page:20 Size:42 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 161,100

রমজানে বাজার ঠিক রাখাই বড় চ্যালেঞ্জ: বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

অর্থনৈতিক রিপোর্টার: বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেছেন, দেশে বর্তমানে ১৮ লাখ টন চাল মজুত আছে, যা চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত। রমজান মাসে বাজারে নিত্যপণ্যের সরবরাহের কোনো সংকট হবে না। তারপরও এই মাসে নিত্যপণ্যের বাজার ঠিক রাখাই বড় চ্যালেঞ্জ।

গতকাল রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে অর্থনৈতিক সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনোমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) ও চায়না-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিসিআই) জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ডের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ১৭ জন সাংবাদিককে পুরস্কার দেয়া হয়।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, রমজানে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে। আমাদের এখন দরকার উৎপাদক ও আমদানিকারক থেকে হোলসেলার এবং রিটেইলারদের সাপ্লাই চেইন নিয়ে কাজ করা। এটা করতে পারলে আমাদের ভোক্তারা ন্যায্যমূল্যে পণ্য পাবেন।

তিনি বলেন, যারা নিত্যপণ্য আমদানি করে, সেসব আমদানিকারকদের আমরা ডেকেছি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় ও মৎস্য মন্ত্রণালয়কে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী একটি সমন্বয় করে দিয়েছেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কিছুই উৎপাদন, আমদানি বা রপ্তানি করে না বরং পলিসি নিয়ে কাজ করে। সেই পলিসিগুলো দিয়ে যদি সবার সমন্বয়ে ভোক্তাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তাহলে সাপ্লাই চেইনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সবাইকে একটি প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসতে হবে।

রমজানকে ঘিরে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছি। বিশেষ করে চিনি ও তেলের ক্ষেত্রে পদক্ষেপও নেয়া হচ্ছে। এসব পণ্যের প্রায় ৯০ ভাগ আমদানি করতে হয়। আমরা আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী এতে সম্মতি দিয়েছেন। আশা করছি অতিদ্রুত ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ এই শুল্ক একটি যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসবে। এটা করতে পারলে আমদের আগামী রমজানে ভোক্তারা একটা সুবিধা পাবে।

ভারতের সঙ্গে আমাদের পিয়াজ এবং চিনি নিয়ে প্রতিবন্ধকতা ছিল।

ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে।

রমজান উপলক্ষে পিয়াজ ও চিনি আমদানির প্রক্রিয়া সহজ করা হবে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ-চায়না চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আপনারা জানেন, চায়নার সঙ্গে সবচেয়ে বড় ট্রেড গ্যাপ। এই গ্যাপ পূরণ করতে আমাদের কাজ করতে হবে। আমরা যদি মনে করি আম বা সবজি রপ্তানি করে রাতারাতি ২২-২৩ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি গ্যাপ পূরণ করে ফেলবো, এই চিন্তা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। আমাদের আম আর সবজি চীনে রপ্তানি করে এ ঘাটতি কমাতে পারবো না; দরকার বিনিয়োগ।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, চলতি বছরের মধ্যে বাংলাদেশে চীনের বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা খোলা হচ্ছে। আমরা তাৎক্ষণিক লেনদেনে (আরটিজিএস) চীনা মুদ্রাকে যুক্ত করেছি। সেই সঙ্গে চীনের ব্যাংক যদি আসে, তাহলে আমাদের আমদানি-রপ্তানিতে আরও একটি মাইলফলক তৈরি হবে।

চীনের ডেপুটি মিশন প্রধান কথা দিয়েছেন, চলতি বছরের মধ্যে বাংলাদেশে তাদের ব্যাংক শাখা খুলবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম, বিসিসিআই সভাপতি গাজী গোলাম মর্তুজা ও বাংলাদেশে চীনের ডেপুটি মিশন প্রধান ওয়ান হুয়ালং। বক্তব্য রাখেন, ইআরএফ সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মৃধা ও বিসিসিসিআই সাধারণ সম্পাদক আল মামুন মৃধা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইআরএফ সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

The Business Post
05-Feb-24 Page:12 Size:15 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 6,000

Two Business Post journalists win BCCCI-ERF Award

Staff Correspondent

Hasan Arif and Ibrahim Hossain Ovi of The Business Post have won the BCCCI-ERF Journalism Award.

Arif won the award for his report on blue economy, headlined 'Intangible marine resources: Domestic and foreign investment almost at zero', and Ovi for his report on technology, headlined 'No better time than now for tech adoption'.

The duo was given crests, certificates and cheques of award money during a ceremony at Pan Pacific Sonargaon hotel in Dhaka on Sunday.

Apart from them, 17 other journalists also won this award in different categories.

State Minister for Commerce Ahsanul Islam Titu attended the award-giving ceremony as the chief guest while FBCCI President Mahbubul Alam and Deputy Chief of Mission of the Chinese Embassy in Bangladesh Yan Hualong as the special guests.

Bangladesh-China Chamber of Commerce and Industry (BCCCI) President Gazi Golam Murtoza Pappa presided over the event moderated by BCCCI Secretary General Al Mamun Mridha, and Economic Reporters' Forum (ERF) President Mohammad Refayet Ullah Mirdha and General Secretary Abul Kashem.

Other awardees are Ziadul Islam of Dainik Amader Shomoy, Tanjila Nijhum Sathi of Baishakhi Television, Zahidul Islam and Abbas Uddin Nayan of The Business Standard, Jasim Uddin Haroon, Daulat Akhtar Mala and FHM Humayon Kabir of Financial Express, Sushant Sinha of Ekattar TV, Tauhidur Rahman of Ekushey TV, Iqbal Ahsan of Channel 24, Hasibul Alam Shaon of NTV, Babu Kamruzzaman of News 24, Ahsan Habib of Daily Star and SM Alamgir of Shomoyer Alo.

ভোরের কাগজ
05-Feb-24 Page:3 Size:18 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 161,160

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু

ভারতের সঙ্গে প্রতিবন্ধকতা কেটে গেছে

বিসিসিসিআই-ইআরএফ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড পেলেন ১৭ সাংবাদিক

কাগজ প্রতিবেদক : বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেছেন, ভারতের সঙ্গে পেঁয়াজ ও চিনি নিয়ে একটি প্রতিবন্ধকতা ছিল। এখন তা কেটে গেছে। ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী রমজান উপলক্ষে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানির প্রক্রিয়া সহজ করার কথা জানিয়েছেন। এতে ভোক্তারা ন্যায্যমূল্যে পণ্য পাবেন।

গতকাল রবিবার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ইআরএফ-বিসিসিআই বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইআরএফ সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মৃধা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইআরএফ সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম, বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিসিসিসিআই) সভাপতি গাজী গোলাম মর্তুজা, সাধারণ সম্পাদক আল মামুন মৃধা।

এ সময় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, নিত্যপণ্য আমদানিকারকদের আমরা ডেকেছি। বাণিজ্য, কৃষি ও মৎস্য মন্ত্রণালয়কে নিয়ে সমন্বয় করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় উৎপাদন-আমদানি বা রপ্তানি করে না, বরং পলিসি নিয়ে কাজ করে। এর সমন্বয়ে ভোক্তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সাপ্লাই চেইনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সবাইকে এক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসতে হবে। রমজানে টিসিবি থেকে ভোক্তা পর্যায়ে এক কোটি পরিবারকে আমরা খেজুরসহ পাঁচটি প্রয়োজনীয় পণ্য দিই, এ তথ্য জানিয়ে টিটু বলেন, এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ভারত থেকে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানি করা হবে। এতে সাপ্লাই চেইনের ওপর একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। শুধু টিসিবির মাধ্যমে খাদ্যসহায়তা দিতে চাচ্ছি না, অতিরিক্ত সরবরাহকারী তৈরি করতে চাচ্ছি। যাতে বাজারের অন্যান্য অংশে সরবরাহ স্বাভাবিক হয়।

রমজানে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে নিশ্চিত করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমাদের এই মুহূর্তে প্রায় ১৮ লাখ টন চালের রিজার্ভ আছে। চাহিদার তুলনায় এটা পর্যাপ্ত। আসন্ন রমজান মাসে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে। এখন আমাদের দরকার উৎপাদক-আমদানিকারক থেকে হোলসেলার ও রিটেইলারদের যে সাপ্লাই চেইন, তা নিয়ে কাজ করা। এটা সফল করতে পারলে ভোক্তারা ন্যায্যমূল্যে পণ্য পাবেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, আশা করছি, দ্রুত এনবিআর শুল্ককে একটি যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসবে। এটা হলে রমজানে সুবিধা পাবেন ভোক্তারা।

বিসিসিসিআই-ইআরএফ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড পেলেন যারা : পাঁচ ক্যাটগরিতে বিসিসিসিআই-ইআরএফ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড পেলেন ১৭ জন। ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট রিলেশনশিপ বিট্যুইন বাংলাদেশ অ্যান্ড চায়না ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পান জিয়াদুল ইসলাম (আমাদের সময়), এস এ এম হামিদউজ্জামান (যুগান্তর) ও তানজিলা খানম সাথী (বৈশাখী টেলিভিশন)। হাউ দ্য হাই কোয়ালিটি ডেভেলপমেন্ট কনসেপ্ট ক্যাটাগরিতে মো. জাহিদুল ইসলাম (টিবিএস), জসিম উদ্দিন হারুন (ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস) ও সুশান্ত সাহা (চ্যানেল ৭১)।

সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলোজি ক্যাটাগরিতে দৌলত আক্তার মালা (ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস), ইব্রাহিম হোসাইন (বিজনেস পোস্ট) ও তাওহিদ রাহমান (ইটিভি)। বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিসিয়েটিভ ক্যাটাগরিতে আব্বাস উদ্দিন নয়ন (টিবিএস), ইকবাল আহসান (চ্যানেল ২৪) ও মো. হাসানুল আলম শোয়ান।

অন্যান্য ক্যাটাগরিতে বাবু কামরুজ্জামান (চ্যানেল ২৪), এফ এইচ এম হুমায়ুন কবীর (ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস, আহসান হাবিব (দ্য ডেইলি স্টার), এস এম আলমগীর (সময়ের আলো), হাসান আরিফ (বিজনেস পোস্ট)।

আমাদের অর্থনীতি

05-Feb-24 Page:1 Size:8 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 161,101

বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের কৌশলগত উন্নয়ন সম্পর্ক আরো বাড়বে

রাশিদুল ইসলাম: [২] ঢাকায় চীন দূতাবাসের মিনিস্টার কাউন্সিলর ইয়ান হুয়া লং বলেছেন বাংলাদেশের সঙ্গে তার দেশের কৌশলগত উন্নয়ন সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরো বাড়বে। তিনি রোববার বিসিসিসিআই-ইআরএফ বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে একথা বলেন। ১৭ জন সাংবাদিককে বাংলাদেশ-চীন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ওপর পুরস্কার দেওয়া হয়।

[৩] বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিসিসিসিআই) ও ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু।

[৪] বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম এরপর পৃষ্ঠা ২, সারি ৩

বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের কৌশলগত উন্নয়ন

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) টিটু বলেন, চীনের সঙ্গে বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি মেটাতে দেশটি থেকে আমদানিকৃত পণ্যের শিল্পখাতে বাংলাদেশে বিনিয়োগ প্রয়োজন। আম বা সবজির মত কোনো পণ্য রপ্তানি করে এতবড় এ বাণিজ্য ঘাটতি মেটানো সম্ভব হবে না।

[৫] দ্বিতীয়বারের মত বিসিসিসিআই ও ইআরএফ যৌথভাবে এ ধরনের অ্যাওয়ার্ডের আয়োজন করা হয়। এতে ইআরএফের ৬৮ জন সদস্য প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পর বাংলাদেশ চীনের সম্পর্কের বিভিন্ন খাতভিত্তিক ৫টি ক্যাটাগরিতে ১৭টি রিপোর্টকে সেরা হিসেবে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিজয়ী রিপোর্টারদের ক্রেস্ট, সনদ ও ১ লাখ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

[৬] বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী, এফবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট মাহবুবুল আলম, বিসিসিসিআই প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারি, ইআরএফ সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মৃধাসহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্যরা।

[৭] বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এফবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট বলেন, বাংলাদেশ একটি বিনিয়োগবান্ধব জায়গা। চীনের বিনিয়োগকারীরা এখানে বিনিয়োগ করতে পারেন। [৮] ইআরএফ প্রেসিডেন্ট বলেন, চীনের বিনিয়োগকারীরা প্রজেক্ট ফাইন্যান্স করতে চায়। এটিও একটি ভালো দিক। তবে দেশের অবকাঠামো খাতে চীনা বিনিয়োগ আরো বেশি জরুরি।

[৯] এবছর চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ ও বাংলাদেশের উন্নয়ন, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভ্যুলেশনসহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হস্তান্তর ও অন্যান্য (ব্লু-ইকোনমি, ট্যুরিজম, কালচার, এডুকেশন, হেলথ সিটি) ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দেওয়া হয়।

[১০] এ বছর প্রতিটি ক্যাটাগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিসেবে তিনজনকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট ছাড়া প্রথম পুরস্কারের অ্যাওয়ার্ড মানি এক লাখ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কারের অ্যাওয়ার্ড মানি ৭৫ হাজার টাকা ও তৃতীয় পুরস্কারের অ্যাওয়ার্ড মানি ৫০ হাজার টাকা।

[১১] প্রথম চারটি ক্যাটাগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার হিসেবে ১২ জন বিজয়ী হয়েছেন। অন্যান্য ক্যাটাগরিতে প্রথম ও দ্বিতীয় বিজয়ীর পর তৃতীয় ক্যাটাগরিতে ইআরএফের তিনজন যৌথভাবে তৃতীয় হয়েছেন। অর্থাৎ, এ বছর সব মিলিয়ে ইআরএফের ১৭ জন সদস্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। যৌথভাবে তৃতীয় হওয়া প্রত্যেকে ২০ হাজার টাকা করে পাবেন।

[১২] পুরস্কার বিজয়ীরা হলেন, দ্য ডেইলি স্টারের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক আহসান হাবিব, সময়ের আলো পত্রিকার বাণিজ্য সম্পাদক এসএম আলমগীর এবং দ্য রিপোর্ট ২৪ ডট কমের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক হাসান আরিফ, দৈনিক দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের বিশেষ প্রতিনিধি এফ এইচ হুমায়ুন কবীর, নিউজ টোয়েন্টিফোর টিভির জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক সাবু কামরুজ্জামান, একুশে টেলিভিশনের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক তৌহিদুর রহমান, দ্য বিজনেস পোস্টের পরিকল্পনা সম্পাদক ইয়াসিন হোসেন [illegible] ও দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের বিশেষ প্রতিনিধি দৌলত আক্তার মালা। অন্যরা হলেন, একাত্তর টিভির বিশেষ প্রতিনিধি সুশান্ত সিনহা, দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের বিশেষ প্রতিনিধি জাকির উদ্দীন হায়দার, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মো. জাহিদুল ইসলাম, এনটিভির জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক হাসানুল আলম শাওন, চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের বাণিজ্য সম্পাদক ইকরামুল আহসান, দৈনিক দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের প্রধান প্রতিবেদক আকাশ উদ্দিন, বৈশাখী টেলিভিশনের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক [illegible], দৈনিক যুগান্তরের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক এস এম আমিন-উর-রহমান ও দৈনিক আমাদের সময় পত্রিকার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জিয়াদুল ইসলাম।

আলোকিত বাংলাদেশ

05-Feb-24 Page:4 Size:6 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 152,000

বাংলাদেশে চীনা ব্যাংকের শাখা খোলা হচ্ছে

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

চলতি বছরের মধ্যে বাংলাদেশে চীনের বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা খোলা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। তিনি বলেন, গত মাসে আমরা তাৎক্ষণিক লেনদেনে (আরটিজিএস) চীনা মুদ্রাকে যুক্ত করেছি। সেই সঙ্গে চীনের ব্যাংক যদি আসে, তাহলে আমাদের আমদানি-রপ্তানিতে আরো একটি মাইলফলক তৈরি হবে। চীনের ডেপুটি মিশন প্রধান কথা দিয়েছেন, চলতি বছরের মধ্যে বাংলাদেশে তাদের ব্যাংক শাখা খুলবে। গতকাল রোববার রাজধানীর একটি হোটেলে বিসিসিসিআই-ইআরএফ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, চীন এখন বাংলাদেশের অন্যতম বড় উন্নয়ন সহযোগী। তাদের সঙ্গে আমাদের বড় বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে। আমাদের আম আর সবজি চীনে রপ্তানি করে এ ঘাটতি কমাতে পারবো না; দরকার বিনিয়োগ।

চীনা বিনিয়োগকারীদের বলব, বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ ভালো লোকেশন, রয়েছে বন্দর সুবিধা। ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলও তৈরি হচ্ছে। এসব জোনে তারা বিনিয়োগ করতে পারে।

আজকালের খবর
05-Feb-24 Page:8 Size:18 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 151,850

আমদানির শুল্ক কমাতে প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি: বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্মতি দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। তিনি বলেন, রমজানকে ঘিরে বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এই মাসকে কেন্দ্র করে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছি। চিনি ও তেলের ক্ষেত্রে পদক্ষেপও নেওয়া হচ্ছে। এসব পণ্য ৯০ ভাগ আমদানি করতে হয়। প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছি। এতে সম্মতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আশা করছি দ্রুত এনবিআর এই শুল্ক একটি যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসবে। এটা হলে রমজানে সুবিধা পাবেন ভোক্তারা। রবিবার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ইআরএফ-বিসিসিসিআই বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী। এতে সভাপতিত্ব করেন ইআরএফ সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ। পরিচালনা করেন ইআরএফ সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম। বক্তব্য রাখেন এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম, বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিসিসিসিআই) সভাপতি গাজী গোলাম মর্তুজা, সাধারণ সম্পাদক আল মামুন মৃধা। তিনি বলেন, রমজানে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে। আমাদের চালের রিজার্ভ আছে, এই মুহূর্তে প্রায় ১৮ লাখ টন চালের রিজার্ভ। চাহিদার তুলনায় এটা পর্যাপ্ত। আসন্ন রমজান মাসে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে। এখন আমাদের দরকার উৎপাদক-আমদানিকারক থেকে হোলসেলার ও রিটেইলারদের যে সাপ্লাই চেইন তা নিয়ে কাজ করা। এটা সফল করতে পারলে ভোক্তারা ন্যায্যমূল্যে পণ্য পাবেন। বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, নিত্যপণ্য আমদানিকারকদের আমরা ডেকেছি। বাণিজ্য, কৃষি ও মৎস্য মন্ত্রণালয়কে নিয়ে সমন্বয় করে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। পেঁয়াজ ও চিনির বিষয়ে তিনি বলেন, ভারতের সঙ্গে আমাদের পেঁয়াজ ও চিনি নিয়ে একটি প্রতিবন্ধকতা ছিল। ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী রমজান উপলক্ষে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানির প্রক্রিয়া সহজ করার কথা জানিয়েছেন। রমজানে টিসিবি থেকে ভোক্তা পর্যায়ে এক কোটি পরিবারকে আমরা খেজুরসহ পাঁচটি প্রয়োজনীয় পণ্য দেই। তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ভারত থেকে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানি করা হবে। এতে সাপ্লাই চেইনের ওপর একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। শুধুমাত্র টিসিবির মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা দিতে চাচ্ছি না, অতিরিক্ত সাপ্লাইয়ার তৈরি করতে চাচ্ছি। যাতে করে বাজারের অন্যান্য অংশে সাপ্লাইটা সুষ্ঠু হয়।

কালবেলা
05-Feb-24 Page:5 Size:20 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 80,000

চলতি বছর দেশে শাখা খুলছে চীনের বাণিজ্যিক ব্যাংক

জানালেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

কালবেলা প্রতিবেদক

দেশে চালু হতে যাচ্ছে চীনের বাণিজ্যিক ব্যাংক। চলতি বছরের মধ্যে এ বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা খোলা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু।

গতকাল রোববার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে অর্থনৈতিক বিটে কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) ও বাংলাদেশ-চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিসিসিসিআই) বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে এমন তথ্য দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে এ বিষয়ে তিনি বলেন, গত মাসে আমরা তাৎক্ষণিক লেনদেনে (আরটিজিএস) চীনা মুদ্রাকে যুক্ত করেছি। সেইসঙ্গে এখন যদি চায়না ব্যাংক আসে, তাহলে বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানিতে আরও একটি মাইলফলক তৈরি হবে। চীনের ডেপুটি মিশন প্রধান কথা দিয়েছেন, চলতি বছরের মধ্যে বাংলাদেশে তাদের ব্যাংক শাখা খুলবে।

দেশটির সঙ্গে বড় বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে উল্লেখ করে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জানান, চীন এখন বাংলাদেশের অন্যতম বড় উন্নয়ন সহযোগী। এ ঘাটতি কমানোর পদক্ষেপ হিসেবে আমরা আম আর সবজি চীনে রপ্তানি করে এ ঘাটতি কমাতে পারব না; এর জন্য দরকার বিনিয়োগ। চীনা বিনিয়োগকারীদের বলব, বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ ভালো লোকেশন, রয়েছে বন্দর সুবিধা। ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলও তৈরি হচ্ছে। এসব জোনে তারা বিনিয়োগ করতে পারে।

এ সময় নিত্যপণ্যের আমদানি শুল্ক কমাতে প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি মিলেছে বলেও জানান বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু।

তিনি বলেন, রমজান ঘিরে বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। রোজাদারদের স্বস্তি দিতে এরই মধ্যে সরকার উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। চিনি ও তেলের ক্ষেত্রে পদক্ষেপও নেওয়া হচ্ছে। এসব পণ্য ৯০ শতাংশ আমদানি করতে হয়। প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছি। এতে সম্মতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আশা করছি দ্রুত এনবিআর এই শুল্ক একটি যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসবে। এটা হলে রমজানে সুবিধা পাবেন ভোক্তারা।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আরও জানান, ভারতের সঙ্গে পেঁয়াজ এবং চিনি নিয়ে একটি প্রতিবন্ধকতা ছিল। ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। রমজান উপলক্ষে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানির প্রক্রিয়া সহজ করা হবে। রমজানে টিসিবি থেকে ভোক্তা পর্যায়ে ১ কোটি পরিবারকে আমরা খেজুরসহ পাঁচটি প্রয়োজনীয় পণ্য দিয়ে আসছে সরকার। তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ভারত থেকে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানি করা হবে। এতে সাপ্লাই চেইনের ওপর একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। শুধু টিসিবির মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা দিতে চাই না, অতিরিক্ত সাপ্লাইয়ার তৈরি করতে চাচ্ছি। যাতে বাজারের অন্যান্য অংশে সাপ্লাইটা স্মুথ হয়।

ইআরএফ সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মৃধার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইআরএফ সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম। এ সময় আরও বক্তব্য দেন এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম, বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিসিসিসিআই) সভাপতি গাজী গোলাম মর্তুজা এবং সাধারণ সম্পাদক আল মামুন মৃধা। অনুষ্ঠানে পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ১৭ সাংবাদিককে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

নবচেতনা
05-Feb-24 Page:8 Size:40 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 151,750

বিসিসিসিআই-ইআরএফ পুরস্কার পেলেন ১৭ সাংবাদিক

নিজস্ব প্রতিবেদক

ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) 'বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছেন ১৭ সাংবাদিক। দেশের অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিটে কাজ করা সাংবাদিকদের পাঁচটি ক্যাটাগরিতে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। গতকাল রোববার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনেশিয়েটিভ ও বাংলাদেশের উন্নয়ন, আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স, ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভ্যুলেশনসহ দ্বি-পক্ষীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হস্তান্তর ও অন্যান্য (ব্লু-ইকোনমি, ট্যুরিজম, কালচার, এডুকেশন, হসপিটালিটি) ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দেওয়া হয়। এ বছর প্রতিটি ক্যাটাগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিসেবে তিনজনকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট ছাড়াও প্রথম পুরস্কারের অ্যাওয়ার্ড মানি এক লাখ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কারের অ্যাওয়ার্ড মানি ৭৫ হাজার টাকা ও তৃতীয় পুরস্কারের অ্যাওয়ার্ড মানি ৫০ হাজার টাকা। প্রথম চারটি ক্যাটাগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার হিসেবে ১২ জন বিজয়ী হয়েছেন। অন্যান্য ক্যাটাগরিতে প্রথম ও দ্বিতীয় বিজয়ীর পর তৃতীয় ক্যাটাগরিতে ইআরএফের তিনজন যৌথভাবে তৃতীয় হয়েছেন। অর্থাৎ, এ বছর সব মিলিয়ে ইআরএফের ১৭ জন সদস্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। যৌথভাবে তৃতীয় হওয়া প্রত্যেকে ২০ হাজার টাকা করে পাবেন। এই আয়োজনের জন্য সংবাদপত্র, অনলাইন নিউজ পোর্টাল ও টেলিভিশনে কর্মরত ইআরএফ সদস্যরা মোট ৬৮টি নিউজ জমা দিয়েছেন। নিউজগুলো নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করতে দুই সংগঠনের পক্ষ থেকে ছয় সদস্যের জুরি বোর্ড গঠন করা হয়। পুরস্কার বিজয়ীরা হলেন, দ্য ডেইলি স্টারের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক আহসান হাবিব, সময়ের আলো পত্রিকার বাণিজ্য সম্পাদক এসএম আলমগীর এবং দ্য রিপোর্ট ২৪ ডট কমের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক হাসান আরিফ, দৈনিক দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের বিশেষ প্রতিনিধি এফ এইচ হুমায়ুন কবীর, ►► পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৬

বিসিসিসিআই-ইআরএফ

শেষের পাতার পর

নিউজ টোয়েন্টিফোর টিভির জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক বাবু কামরুজ্জামান, একুশে টেলিভিশনের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক তৌহিদুর রহমান, দ্য বিজনেস পোস্টের পরিকল্পনা সম্পাদক ইব্রাহিম হোসেন অভি ও দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের বিশেষ প্রতিনিধি দৌলত আক্তার মালা। আরও রয়েছেন, একাত্তর টিভির বিশেষ প্রতিনিধি সুশান্ত সিনহা, দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের বিশেষ প্রতিনিধি জসিম উদ্দীন হারুন, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মো. জাহিদুল ইসলাম, এনটিভির জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক হাসানুল আলম শাওন, চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের বাণিজ্য সম্পাদক ইকবাল আহসান, দৈনিক দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের প্রধান প্রতিবেদক আব্বাস উদ্দিন নয়ন, বৈশাখী টেলিভিশনের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক তানজিলা খানম সাথী, দৈনিক যুগান্তরের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক এস এ এম হামিদ-উজ-জামান ও দৈনিক আমাদের সময় পত্রিকার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জিয়াদুল ইসলাম।

THE DAILY Messenger
the mirror of society
05-Feb-24 Page:6 Size:25 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 6,000

PM gives consent for reducing duty of essentials at import stage: Ahsanul

MESSENGER BUSINESS

State Minister for Commerce Ahsanul Islam Titu on Sunday said that Prime Minister Sheikh Hasina has given consent for reducing duty of essentials at import stage.

"We've challenges centering the ensuing month of Ramadan and we've taken notable steps to address those. We've to import 90 percent of the total domestic demand for edible oil and sugar. The Prime Minister has given consent for lowering import duty following our proposals.

Hopefully the NBR will lower the import duty at a rationale rate soon and thus the consumers will get benefits during the Month of Ramadan," he said.

The state minister said this while addressing the 'BCCCI-ERF Journalism Award' held at a city hotel on Sunday. The award was given to the journalists for their best reports in five different categories. Presided over by ERF president Refayet Ullah Mirdha, its general secretary Abul Kashem moderated the function. FBCCI president Mahbubul Alam, Minister Counselor and Deputy Chief of Mission of Chinese Embassy in Bangladesh Yan Hualong, Bangladesh China Chamber of Commerce and Industry (BCCCI) president Gazi Golam Mortuza and general secretary Al Mamun Mirdha spoke on the occasion.

The state minister said the current stockpile of rice in the country is around 18 lakh metric tons and this is sufficient for the country compared to its demand.

Noting that the supply of essential items during the Month of Ramadan would remain uninterrupted, Ahsanul said it is now high time to work on the fine tuning of the supply chain starting from producers, manufactures to importers, wholesalers and retailers. "The consumers will get essentials at fair prices if the initiative becomes successful," he added.

Mentioning that Prime Minister Sheikh Hasina has already made coordination among the Ministries of Commerce, Agriculture, Fisheries and Livestock, he said that the Ministry of Commerce does not work on production, import, and export, rather work on policy issues.

"All related to supply chain should have to be brought into a single platform to establish the rights of the consumers through a nice policy,"

Regarding the issue of importing sugar and onion from India, Ahsanul said his Indian counterpart has assured of simplifying the process for importing such essential items.

The State Minister said the state-run Trading Corporation of Bangladesh (TCB) provides essential items to some one crore families round the year every month including in the Month of Ramadan.

THE DAILY
PEOPLE'S TIME
we believe in people's reality
05-Feb-24 Page:8 Size:16 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 28,000

PM consents to reducing import duty on essentials: Ahsanul

Staff Correspondent

State Minister for Commerce Ahsanul Islam Titu yesterday (Sunday) said that Prime Minister Sheikh Hasina has given consent for reducing duty on essentials at the import stage."We've challenges centring the ensuing month of Ramadan and we've taken notable steps to address those. We've to import 90 per cent of the total domestic demand for edible oil and sugar. The Prime Minister has given consent for lowering import

মানবকণ্ঠ
06-Feb-24 Page:7 Size:10 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 161,150

বাণিজ্য সহজ করতে বাংলাদেশে চীনা ব্যাংক চালুর আহ্বান ঢাকার

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যে ইউয়ান ব্যবহারের সুবিধার্থে বাংলাদেশে একটি চীনা ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু করতে চীন সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম। তিনি বলেন, বাংলাদেশের জন্য চীনের বাণিজ্য সহজ করতে চীনা মুদ্রাকে সরকার অফিশিয়াল মুদ্রা হিসেবে গত মাস থেকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই চীন সরকারের প্রতি আহ্বান, ব্যাকিং চ্যানেল সহজ করতে চীনের একটি ব্যাংকের কার্যক্রম বাংলাদেশ থেকে চালু করা হোক।

রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে অর্থনৈতিক সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনোমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) ও চায়না বাংলাদেশ চেম্বার অভ কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিসিআই) জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ডের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। ইআরএফ সাধারণ সম্পাদক আবুল কাসেমের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশে চীনা দূতাবাসের মিনিস্টার কাউন্সিলর অ্যান্ড ডেপুটি চিফ অভ মিশন ইয়ান হুয়ালং, এফবিসিআই সভাপতি মো. মাহবুবুল আলম, বিসিসিআই সভাপতি গাজী গোলাম মর্তুজা, সেক্রেটারি আল মামুন মৃধা ও ইআরএফ সভাপতি রেফায়েত উল্লা মৃধা প্রমুখ।

বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্যের সংযোগস্থল হতে পারে উল্লেখ করে আহসানুল ইসলাম বলেন, চীনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৈষম্যর ফারাক অনেক বেশি— প্রায় ২২ বিলিয়ন ডলারের পার্থক্য। এই ব্যবধান কমাতে দেশে চীনের বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। চীনের বিনিয়োগের মাধ্যমে তৈরি পণ্য আবার রপ্তানি করে এই বৈষম্য কমিয়ে আনা সম্ভব। তিনি আরও বলেন, বাজার ব্যবস্থাপনার সমস্যা চিহ্নিত করে স্মার্ট বাজার ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য অর্জন করা হবে।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আমদানি-রপ্তানি করে, ব্যবসাসহায়ক নীতি নিয়ে কাজ করে। এই নীতির মাধ্যমে ভোক্তাস্বার্থ রক্ষায় কাজ করে। বিশেষ করে রমজানের পণ্য নিয়ে কিছু উদ্যোগ নেয়া হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, তেল, ছোলা, চিনি, ডাল, পেঁয়াজ এসব পণ্যর শুল্ক কমানোর জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে সুপারিশ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীও এই বিষয়ে একমত। আমাদের আশা, এসব পণ্যে সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন থাকবে, বলেন তিনি।

আহসানুল ইসলাম বলেন, রমজান উপলক্ষে প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যর পর্যাপ্ত মজুদ আছে। এরইমধ্যে আরও কিছু পণ্যেও আমদানি শুল্ক কমানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব দেয়া আছে। আশা করছি, রমজানে ভোক্তাদের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশে এখন ১৮ লাখ টন চাল মজুদ আছে। আরও ১৩ লাখ টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়েছে। রোজায় বিভিন্ন পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক থাকবে। আমরা শুধু উৎপাদন, আমদানি ও সরবরাহ পর্যায়ে কিছু কাজ করছি। সেগুলোর জন্য সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে, বলেন তিনি।

আমার বার্তা
05-Feb-24 Page:3 Size:24 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 160,000

আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাবে সম্মতি প্রধানমন্ত্রীর

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্মতি দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু।

তিনি বলেন, রমজানকে ঘিরে বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এই মাসকে কেন্দ্র করে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছি। চিনি ও তেলের ক্ষেত্রে পদক্ষেপও নেওয়া হচ্ছে। এসব পণ্য ৯০ ভাগ আমদানি করতে হয়। প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছি। এতে সম্মতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আশা করছি দ্রুত এনবিআর এই শুল্ক একটি যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসবে। এটা হলে রমজানে সুবিধা পাবেন ভোক্তারা।

রোববার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ইআরএফ-বিসিসিসিআই বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী। এতে সভাপতিত্ব করেন ইআরএফ সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ। পরিচালনা করেন ইআরএফ সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

বক্তব্য রাখেন এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম, বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিসিসিসিআই) সভাপতি গাজী গোলাম মর্তুজা, সাধারণ সম্পাদক আল মামুন মৃধা।

তিনি বলেন, রমজানে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে। আমাদের চালের রিজার্ভ আছে, এই মুহূর্তে প্রায় ১৮ লাখ টন চালের রিজার্ভ। চাহিদার তুলনায় এটা পর্যাপ্ত। আসন্ন রমজান মাসে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে। এখন আমাদের দরকার উৎপাদক-আমদানিকারক থেকে হোলসেলার ও রিটেইলারদের যে সাপ্লাই চেইন তা নিয়ে কাজ করা। এটা সফল করতে পারলে ভোক্তারা ন্যায্যমূল্যে পণ্য পাবেন।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, নিত্যপণ্য আমদানিকারকদের আমরা ডেকেছি। বাণিজ্য, কৃষি ও মৎস্য মন্ত্রণালয়কে নিয়ে সমন্বয় করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় উৎপাদন-আমদানি বা রপ্তানি করে না, বরং পলিসি নিয়ে কাজ করে। পলিসির সমন্বয়ে ভোক্তাদের অধিকার সু-প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সাপ্লাই চেইনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সবাইকে একটি প্লাটফর্মে নিয়ে আসতে হবে।

পেঁয়াজ ও চিনির বিষয়ে তিনি বলেন, ভারতের সঙ্গে আমাদের পেঁয়াজ ও চিনি নিয়ে একটি প্রতিবন্ধকতা ছিল। ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী রমজান উপলক্ষে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানির প্রক্রিয়া সহজ করার কথা জানিয়েছেন। রমজানে টিসিবি থেকে ভোক্তা পর্যায়ে এক কোটি পরিবারকে আমরা খেজুরসহ পাঁচটি প্রয়োজনীয় পণ্য দেই। তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ভারত থেকে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানি করা হবে। এতে সাপ্লাই চেইনের ওপর একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। শুধুমাত্র টিসিবির মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা দিতে চাচ্ছি না, অতিরিক্ত সাপ্লাইয়ার তৈরি করতে চাচ্ছি। যাতে করে বাজারের অন্যান্য অংশে সাপ্লাইটা সুখ হয়।

dailyobserver
06-Feb-24 Page:15 Size:32 col*inch
Tonality: Positive, Circulation: 40,550

PM consents lowering import duty of essentials: Minister

State Minister for Commerce Ahsanul Islam Titu said that Prime Minister Sheikh Hasina has given consent for reducing duty of essentials at import stage.

"We've challenges centering the ensuing month of Ramadan and we've taken notable steps to address those. We've to import 90 percent of the total domestic demand for edible oil and sugar. The Prime Minister has given consent for lowering import duty following our proposals.

Hopefully the NBR will lower the import duty at a rationale rate soon and thus the consumers will get benefits during the Month of Ramadan," he said.

The state minister said this while addressing the 'BCCCI-ERF Journalism Award' held at a city hotel on Sunday.

The award was given to the journalists for their best reports in five different categories.

Presided over by ERF president Refayet Ullah Mirdha, its general secretary Abul Kashem moderated the function.

FBCCI president Mahbubul Alam, Minister Counselor and Deputy Chief of Mission of Chinese Embassy in Bangladesh Yan Hualong, Bangladesh China Chamber of Commerce and Industry (BCCCI) president Gazi Golam Mortuza and general secretary Al Mamun Mirdha spoke on the occasion.

The state minister said the current stockpile of rice in the country is around 18 lakh metric tons and this is sufficient for the country compared to its demand.

Noting that the supply of essential items during the Month of Ramadan would remain uninterrupted, Ahsanul said it is now high time to work on the fine tuning of the supply chain starting from producers, manufactures to importers, wholesalers and retailers. "The consumers will get essentials at fair prices if the initiative becomes successful," he added.+

Mentioning that Prime Minister Sheikh Hasina has already made coordination among the Ministries of Commerce, Agriculture, Fisheries and Livestock, he said that the Ministry of Commerce does not work on production, import, and export, rather work on policy issues.

"All related to supply chain should have to be brought into a single platform to establish the rights of the consumers through a nice policy," Regarding the issue of importing sugar and onion from India, Ahsanul said his Indian counterpart has assured of simplifying the process for importing such essential items.

The State Minister said the state-run Trading Corporation of Bangladesh (TCB) provides essential items to some one crore families round the year every month including in the Month of Ramadan. In continuation of this, he said onion and sugar would be imported from India which would put a positive impact.

Apart from the TCB, Ahsanul said the government also wants to ensure smooth supply chain through ensuring additional supply.

FBCCI president Mahbubul Alam said that the country's economy is moving ahead and will continue to move.

"If all concerned work in a concentrated way, then it will be possible to build a nice country," he added.

The chief of the country's apex trade body also assured that the FBCCI would extend all sorts of cooperation to the Chinese investors in case of their investments in Bangladesh. —BSS

BCCCI - ERF JOURNALISM AWARD

Coverage in Online Media

dailyobserver.com
05-Feb-24 Page:1 Size:1168074 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 1,535

17 journalists awarded for reporting on China-related affairs

Published : Sunday, 4 February, 2024 at 10:30 PM

Observer Online Desk

Bangladesh China Chamber of Commerce and Industry (BCCCI) and Economic Reporters' Forum (ERF) awarded 17 reporters for reporting on connectivity with China in the business, technology, and education sectors of Bangladesh.

State Minister for Commerce Ahasanul Islam Titu was present as the chief guest in the award-giving ceremony. FBCCI President Mahbubul Alam and Yan Hualong, Deputy Chief of Mission, Embassy of China were present as special guests, reports UNB.

Among others, BCCCI president Gazi Golam Murtoza, ERF president Mohammad Refayet Ullah Mirdha, BCCCI General Secretary Al Mamun Mridha spoke at the function while ERF Secretary Abul Kashem moderated the programme. The function was held in a hotel in the capital on Sunday.

BCCCI-ERF award winners' category-1, trade, and investment relationship between Bangladesh and China are Ziadul Islam (Amader Shomoy), SAM Hamid-Uz-Zaman (Jugantor) and Tanjila Khanam Sathi (Boishakhi Television).

Category-2, How the high-quality development concept/policy of China helped Bangladesh award winners are Mohammad Jahidul Islam (Business Standard), Jasim Uddin Haroon (The Financial Express), and Sushanta Sinha (71TV).

Category-3: Science and technology (opportunities of technology transfer between Bangladesh and China, AI, Fourth Industrial Revolution, etc. award winners are- Doulot Akter Mala (The Financial Express), Ibrahim Hossain Ovi (The Business Post) and Tawhidur Rahman (ETV).

Category-4: Belt and Road Initiative (BRI) award winners are Abbas Uddin Noyon (Business Post), Iqbal Ahsan (Channel -24), and Md. Hasanul Alam Shaon (NTV).

Category-5: Others (such as blue-economy, tourism, culture, education, and hospitality industry, etc. award winners are Babu Kamruzzaman (News 24), FHM Humayan Kabir (The Financial Express), Ahsan Habib (The Daily Star), SMAlamgir (Somoyer Alo) and Hasan Arif (The Business Post) last three reporters won the award jointly.

BANGLA NEWS 24.com
05-Feb-24 Page:1 Size:1061676 col*inch
Reach: 25,554

বিসিসিসিআই-ইআরএফ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড পেলেন যারা

সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট | বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম

আপডেট: ১৮২৭ ঘণ্টা, ফেব্রুয়ারি ৪, ২০২৪

ঢাকা: পাঁচ ক্যাটগরিতে বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (বিসিসিসিআই-ইআরএফ) 'বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড' পেলেন ১৭ সাংবাদিক।

রোববার (০৪ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁয়ে বিজয়ীদের হাতে চেক ও সম্মাননা স্মারক তুলে দেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী মো. আহসানুল হক টিটু।

ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট রিলেশনশিপ বিট্যুইন বাংলাদেশ অ্যান্ড চায়না ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পান জিয়াদুল ইসলাম (আমাদের সময়), এসএএম হামিদউজ্জামান (যুগান্তর) ও তানজিলা খানম সাথী (বৈশাখী টেলিভিশন)।

হাউ দ্য হাই কোয়ালিটি ডেভেলপমেন্ট কনসেপ্ট ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পান মো. জাহিদুল ইসলাম (টিবিএস), জসিম উদ্দিন হারুন (ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস) ও সুশান্ত সাহা (চ্যানেল ৭১)।

সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলোজি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পান দৌলত আক্তার মালা (ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস), ইব্রাহিম হোসাইন (বিজনেস পোস্ট) ও তাওহিদ রাহমান (ইটিভি)।

বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিসিয়েটিভ ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পান আব্বাস উদ্দিন নয়ন (টিবিএস), ইকবাল আহসান (চ্যানেল ২৪) ও মো. হাসানুল আলম শোয়ান।

অন্যান্য ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পান বাবু কামরুজ্জামান (চ্যানেল ২৪), এফএইচএম হুমায়ুন কবীর (ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস, আহসান হাবিব (দ্যা ডেইলি স্টার), এসএম আলমগীর (সময়ের আলো), হাসান আরিফ (বিজনেস পোস্ট)।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম ও বাংলাদেশে চীনের ডেপুটি মিশন প্রধান ওয়ান হুয়ালং। বক্তব্য দেন ইআরএফ সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মৃধা ও বিসিসিসিআই সাধারণ সম্পাদক আল মামুন মৃধা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইআরএফ সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

এই আয়োজনের জন্য সংবাদপত্র, অনলাইন নিউজ পোর্টাল ও টেলিভিশনে কর্মরত ইআরএফ সদস্যরা মোট ৬৮টি নিউজ জমা দিয়েছেন। নিউজগুলো নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করতে দুই সংগঠনের পক্ষ থেকে ছয় সদস্যের জুরি বোর্ড গঠন করা হয়।

বাংলাদেশ সময়: ১৮২৪ ঘণ্টা, ফেব্রুয়ারি ০৪, ২০২৪
জেডএ/এসআইএ

bdnews24.com
Bangladesh's First Internet Newspaper
06-Feb-24 Page 1 Size 1864464 col*inch
Reach: 45.7M

বিসিসিসিআই-ইআরএফ পুরস্কার পেলেন যারা

প্রথম পুরস্কারের অর্থমূল্য ১ লাখ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ৭৫ হাজার টাকা এবং তৃতীয় পুরস্কার ৫০ হাজার টাকা।

রোববার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু।

নিজস্ব প্রতিবেদক , বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

Published : 4 Feb 2024, 05:22 PM Updated : 4 Feb 2024, 05:22 PM

বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (বিসিসিসিআই-ইআরএফ) এর দেওয়া 'বেস্ট রিপোর্টিং' পুরস্কার পেয়েছেন দেশের ১৭ সাংবাদিক।

রোববার দুপুরে রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে পাঁচটি শাখায় পুরস্কার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু।

পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিকরা দেশের বিভিন্ন পত্রিকা, টেলিভিশন এবং অনলাইন নিউজ পোর্টালে কাজ করেন, যারা 'ইআরএফ'র সদস্য।

'বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে ব্যবসা ও বিনিয়োগ', 'চীনের হাই-কোয়ালিটি ডেভেলপমেন্ট কনসেপ্ট বা পলিসি কীভাবে বাংলাদেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে', 'চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনেশিয়েটিভ ও বাংলাদেশের উন্নয়ন', 'আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স', 'ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভ্যুলেশনসহ দ্বি-পক্ষীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং অন্যান্য (ব্লু-ইকোনমি, ট্যুরিজম, কালচার, এডুকেশন, হসপিটালিটি)' শাখায় এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, "প্রতিবেদনের মাধ্যমে দেশ ও জাতির প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরা বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করে যারা আজ পুরস্কার পাচ্ছেন এবং এর সহযোগী যারা রয়েছেন তাদের সবাইকে অভিনন্দন।

প্রতিটি শাখায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিসেবে তিনজনকে পুরস্কৃত করা হয়। ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট ছাড়াও প্রথম পুরস্কারের অর্থমূল্য ১ লাখ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ৭৫ হাজার টাকা এবং তৃতীয় পুরস্কার ৫০ হাজার টাকা।

প্রথম চারটি শাখায় মোট ১২ জন পুরস্কার পেয়েছেন। আর 'অন্যান্য' শাখায় প্রথম ও দ্বিতীয় বিজয়ীর পর তিনজন যৌথভাবে তৃতীয় হয়েছেন। যৌথভাবে তৃতীয় হওয়া প্রত্যেকে ২০ হাজার টাকা করে পেয়েছেন।

ইআরএফের সদস্য সংবাদকর্মীরা এবার মোট ৬৮টি প্রতিবেদন জমা দেন। সেগুলো নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করতে দুই সংগঠনের পক্ষ থেকে ৬ সদস্যের জুরি বোর্ড গঠন করা হয়।

অন্যান্য শাখায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন নিউজ টোয়েন্টিফোর টিভির জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক বাবু কামরুজ্জামান। দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন ইংরেজি দৈনিক দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের বিশেষ প্রতিনিধি এফ এইচ হুমায়ুন কবীর।

এ শাখায় যৌথভাবে তৃতীয় পুরস্কার বিজয়ীরা হলেন- দ্য ডেইলি স্টারের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক আহসান হাবিব, সময়ের আলো পত্রিকার বাণিজ্য সম্পাদক এসএম আলমগীর এবং দ্য রিপোর্ট ২৪ ডটকম এর জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক হাসান আরিফ।

'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত' সহায়তা বিষয়ক শাখায় দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের বিশেষ প্রতিনিধি দৌলত আক্তার মালা প্রথম পুরস্কার এবং দ্য বিজনেস পোস্টের পরিকল্পনা সম্পাদক ইব্রাহিম হোসেন অভি দ্বিতীয় পুরস্কার এবং একুশে টেলিভিশনের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক তৌহিদুর রহমান তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন।

'চীনের হাই-কোয়ালিটি ডেভেলপমেন্ট কনসেপ্ট বা পলিসি কীভাবে বাংলাদেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে' এই শাখায় বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মো. জাহিদুল ইসলাম প্রথম পুরস্কার ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের বিশেষ প্রতিনিধি জসিম উদ্দীন হারুন দ্বিতীয় পুরস্কার এবং একাত্তর টিভির বিশেষ প্রতিনিধি সুশান্ত সিনহা তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন।

'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' (বিআরআই) শাখায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের প্রধান প্রতিবেদক আব্বাস উদ্দিন নয়ন, দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের বাণিজ্য সম্পাদক ইকবাল আহসান এবং এনটিভির জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক হাসানুল আলম শাওন তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন।

'বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে ব্যবসা ও বিনিয়োগ' শাখায় দৈনিক আমাদের সময় পত্রিকার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জিয়াদুল ইসলাম প্রথম পুরস্কার, দৈনিক যুগান্তরের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক এস এ এম হামিদ-উজ-জামান দ্বিতীয় পুরস্কার এবং বৈশাখী টেলিভিশনের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক তানজিলা খানম সাথী তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন।

সময়ের আলো
05-Feb-24 Page 1 Size 2148234 col*inch
Tonality: Positive Reach: 1.7M

বিসিসিসিআই-ইআরএফ অ্যাওয়ার্ড পেলেন সময়ের আলোর এসএম আলমগীর

নিজস্ব প্রতিবেদক

প্রকাশ: রবিবার, ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪, ৮:৩৬ পিএম

বাংলাদেশ-চায়না চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিসিসিআই)-ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড পেলেন দৈনিক সময়ের আলো পত্রিকার ডেপুটি বিজনেস এডিটর এসএম আলমগীর।

রোববার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর হোটেল সোনারগাঁওয়ে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু অ্যাওয়ার্ডের পুরস্কার হিসাবে আর্থিক সম্মাননার চেক, ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট তুলে দেন।

বিসিসিআই-ইআরএফ বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ডের জন্য মোট ৫ ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দেওয়া হয়। সময়ের আলোর এসএম আলমগীর অন্যান্য ক্যাটাগরিতে 'ব্লু ইকোনমির সম্ভাবনা ও চীনা বিনিয়োগ' শিরোনামে প্রতিবেদন করে তৃতীয় পুরস্কার পান। এই ক্যাটাগরিতে প্রথম পুরস্কার পান টিভি চ্যানেল নিউজ ২৪-এর বাবু কামরুজ্জামান, দ্বিতীয় পুরস্কার পান ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের এফ এইচ এম হুমায়ুন কবীর। এছাড়া এই ক্যাটাগরিতে যুগ্মভাবে তৃতীয় হয়েছেন ডেইলি স্টারের আহসান হাবিব রাসেল ও অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্যা রিপোর্টের হাসান আরিফ।

এছাড়া বেল্ট এন্ড রোড ক্যাটাগরিতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের আব্বাস উদ্দিন নয়ন, দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন চ্যানেল ২৪-এর ইকবাল আহসান এবং এনটিভির হাসানুল আলম শাওন।

সাইন্স এন্ড টেকনোলজি ক্যাটাগরিতে প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন দৌলত আক্তার মালা, দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন দ্যা বিজনেস পোস্টের ইবরাহিম হোসেন অভি এবং তৃতীয় হয়েছেন একুশে টেলিভিশনের তৌহিদুর রহমান।

হাই-কোয়ালিটি ডেভেলপমেন্ট কনসেপ্ট/পলিসি-ক্যাটাগরিতে প্রথম হয়েছেন দ্যা বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম, দ্বিতীয় হয়েছেন ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের জসিম উদ্দিন হারুন এবং তৃতীয় হয়েছেন ৭১ টিভির সুশান্ত সিনহা।

এছাড়া ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট ক্যাটাগরিতে প্রথম হয়েছেন আমাদের সময়ের জিয়াদুল ইসলাম, দ্বিতীয় হয়েছেন যুগান্তরের হামিদ-উজ্জামান এবং তৃতীয় হয়েছেন বৈশাখি টেলিভিশনের তানজিলা খানম সাথি।

পুরস্কারপ্রাপ্ত সকলকেই আর্থিক মূল্যমানের চেক, ক্রেস্ট এবং একটি সার্টিফিকেট দেওয়া হয়।

অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। ইআরএফ সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মীরধার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম, ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাসের ডেপুটি চীফ অব মিশন মি. ইয়ান হুয়ালং, বিসিসিসিআই সভাপতি গাজী গোলাম মুর্তজা, বিসিসিসিআই সাধারণ সম্পাদক আল মামুন মৃধা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইআরএফ সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, এই মুহূর্তে আমাদের চালের রিজার্ভ আছে প্রায় ১৮ লাখ টন। এটা আমাদের চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত। রমজানে নিত্য পণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে। আমাদের এখন দরকার উৎপাদক ও আমদানিকারক থেকে হোলসেলার এবং রিটেইলারদের সাপ্লাই চেইন নিয়ে কাজ করা। এটা করতে পারলে আমাদের ভোক্তারা ন্যায্যমূল্যে পণ্য পাবেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, যারা নিত্য পণ্য আমদানি করে, এমন আমদানিকারকদের আমরা ডেকেছি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় ও মৎস্য মন্ত্রণালয়কে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী একটি সমন্বয় করে দিয়েছেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় উৎপাদন, আমদানি বা রপ্তানি করে না বরং পলিসি নিয়ে কাজ করে। সেই পলিসিগুলো দিয়ে যদি সবার সমন্বয়ে ভোক্তাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তাহলে সাপ্লাই চেইনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত সবাইকে একটি প্লাটফর্মে নিয়ে আসতে হবে।

তিনি বলেন, সামনে রমজানকে ঘিরে বড় চ্যালেঞ্জ। রমজানকে ঘিরে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছি। বিশেষ করে চিনি ও তেলের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এসব পণ্য প্রায় ৯০ শতাংশ আমদানি করতে হয়। আমরা আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী এতে সম্মতি দিয়েছেন। আশা করছি অতি দ্রুত ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ এই শুল্ক একটি যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসবে। এটা করতে পারলে রমজানে ভোক্তারা একটা সুবিধা পাবে।

তিনি আরও বলেন, ভারতের সাথে আমাদের পেঁয়াজ এবং চিনি আমদানি নিয়ে একটি প্রতিবন্ধকতা ছিল। ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সাথে আমাদের কথা হয়েছে। রমজান উপলক্ষে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানির প্রক্রিয়া সহজ করা হবে। রমজানে টিসিবি থেকে ভোক্তা পর্যায়ের এক কোটি পরিবারকে আমরা পাঁচটি প্রয়োজনীয় পণ্য (চাল, চিনি, তেল, ডাল, ছোলা) দেই। এটার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ভারত থেকে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানি করা হবে। এতে করে আমাদের সাপ্লাই চেইনের ওপর একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। আমরা শুধুমাত্র টিসিবির মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা দিতে চাচ্ছি না বরং অতিরিক্ত সাপ্লাইয়ার তৈরি করতে চাচ্ছি, যাতে বাজারের অন্যান্য অংশে সাপ্লাইটা সুষ্ঠ হয়।

DHAKA POST
05-Feb-24 Page:1 Size:1588533 col*inch
Reach: 44,893

গণমাধ্যম

বিসিসিসিআই-ইআরএফ পুরস্কার পেলেন ১৭ সাংবাদিক

নিজস্ব প্রতিবেদক
৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, ১৫:০৪

অ+ অ-

ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) 'বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছেন ১৭ সাংবাদিক। দেশের অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিটে কাজ করা সাংবাদিকদের পাঁচটি ক্যাটাগরিতে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

রোববার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু।

চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনেশিয়েটিভ ও বাংলাদেশের উন্নয়ন, আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স, ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভ্যুলেশনসহ দ্বি-পক্ষীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হস্তান্তর ও অন্যান্য (ব্লু-ইকোনমি, ট্যুরিজম, কালচার, এজুকেশন, হসপিটালিটি) ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দেওয়া হয়।

এ বছর প্রতিটি ক্যাটাগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিসেবে তিনজনকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট ছাড়াও প্রথম পুরস্কারের অ্যাওয়ার্ড মানি এক লাখ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কারের অ্যাওয়ার্ড মানি ৭৫ হাজার টাকা ও তৃতীয় পুরস্কারের অ্যাওয়ার্ড মানি ৫০ হাজার টাকা।

প্রথম চারটি ক্যাটাগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার হিসেবে ১২ জন বিজয়ী হয়েছেন। অন্যান্য ক্যাটাগরিতে প্রথম ও দ্বিতীয় বিজয়ীর পর তৃতীয় ক্যাটাগরিতে ইআরএফের তিনজন যৌথভাবে তৃতীয় হয়েছেন। অর্থাৎ, এ বছর সব মিলিয়ে ইআরএফের ১৭ জন সদস্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। যৌথভাবে তৃতীয় হওয়া প্রত্যেকে ২০ হাজার টাকা করে পাবেন।

এই আয়োজনের জন্য সংবাদপত্র, অনলাইন নিউজ পোর্টাল ও টেলিভিশনে কর্মরত ইআরএফ সদস্যরা মোট ৬৮টি নিউজ জমা দিয়েছেন। নিউজগুলো নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করতে দুই সংগঠনের পক্ষ থেকে ছয় সদস্যের জুরি বোর্ড গঠন করা হয়।

পুরস্কার বিজয়ীরা হলেন, দ্য ডেইলি স্টারের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক আহসান হাবিব, সময়ের আলো পত্রিকার বাণিজ্য সম্পাদক এসএম আলমগীর এবং দ্য রিপোর্ট ২৪ ডট কমের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক হাসান আরিফ, দৈনিক দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের বিশেষ প্রতিনিধি এফ এইচ হুমায়ুন কবীর, নিউজ টোয়েন্টিফোর টিভির জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক বাবু কামরুজ্জামান, একুশে টেলিভিশনের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক তৌহিদুর রহমান, দ্য বিজনেস পোস্টের পরিকল্পনা সম্পাদক ইব্রাহিম হোসেন অভি ও দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের বিশেষ প্রতিনিধি দৌলত আক্তার মালা।

আরও রয়েছেন, একাত্তর টিভির বিশেষ প্রতিনিধি সুশান্ত সিনহা, দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের বিশেষ প্রতিনিধি জসিম উদ্দীন হারুন, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের জৈষ্ঠ্য প্রতিবেদক মো. জাহিদুল ইসলাম, এনটিভির জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক হাসানুল আলম শাওন, চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের বাণিজ্য সম্পাদক ইকবাল আহসান, দৈনিক দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের প্রধান প্রতিবেদক আব্বাস উদ্দিন নয়ন, বৈশাখী টেলিভিশনের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক তানজিলা খানম সাথী, দৈনিক যুগান্তরের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক এস এ এম হামিদ-উজ-জামান ও দৈনিক আমাদের সময় পত্রিকার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জিয়াদুল ইসলাম।

DHAKA POST
05-Feb-24 Page:1 Size:1784496 col*inch
Reach: 44,893

জাতীয়

রমজানে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে: বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক
৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, ১৪:৪৮

অ+ অ-

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেছেন, এই মুহূর্তে আমাদের চালের রিজার্ভ আছে প্রায় ১৮ লাখ টন। এটা আমাদের চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত। রমজানে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে। আমাদের এখন দরকার উৎপাদক ও আমদানিকারক থেকে হোলসেলার এবং রিটেইলারদের সাপ্লাই চেইন নিয়ে কাজ করা। এটা করতে পারলে আমাদের ভোক্তারা ন্যায্যমূল্যে পণ্য পাবেন।

রোববার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ইআরএফ-বিসিসিসিআই বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, যারা নিত্যপণ্য আমদানি করে, এমন আমদানিকারকদের আমরা ডেকেছি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় ও মৎস্য মন্ত্রণালয়কে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী একটি সমন্বয় করে দিয়েছেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় উৎপাদন, আমদানি বা রপ্তানি করে না বরং পলিসি নিয়ে কাজ করে। সেই পলিসিগুলো দিয়ে যদি সবার সমন্বয়ে ভোক্তাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তাহলে সাপ্লাই চেইনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত সবাইকে একটি প্লাটফর্মে নিয়ে আসতে হবে।

তিনি বলেন, সামনে রমজানকে ঘিরে বড় চ্যালেঞ্জ। রমজানকে ঘিরে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছি। বিশেষ করে চিনি ও তেলের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এসব পণ্য প্রায় ৯০ শতাংশ আমদানি করতে হয়। আমরা আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী এতে সম্মতি দিয়েছেন। আশা করছি অতি দ্রুত ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ এই শুল্ক একটি যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসবে। এটা করতে পারলে রমজানে ভোক্তারা একটা সুবিধা পাবে।

তিনি আরও বলেন, ভারতের সাথে আমাদের পেঁয়াজ এবং চিনি আমদানি নিয়ে একটি প্রতিবন্ধকতা ছিল। ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সাথে আমাদের কথা হয়েছে। রমজান উপলক্ষ্যে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানির প্রক্রিয়া সহজ করা হবে। রমজানে টিসিবি থেকে ভোক্তা পর্যায়ের এক কোটি পরিবারকে আমরা পাঁচটি প্রয়োজনীয় পণ্য (চাল, চিনি, তেল, ডাল, ছোলা) দেই। এটার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ভারত থেকে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানি করা হবে। এতে করে আমাদের সাপ্লাই চেইনের ওপর একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। আমরা শুধুমাত্র টিসিবির মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা দিতে চাচ্ছি না বরং অতিরিক্ত সাপ্লাইয়ার তৈরি করতে চাচ্ছি, যাতে বাজারের অন্যান্য অংশে সাপ্লাইটা সুষ্ঠু হয়।

বাংলাদেশের-চায়না চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধিদের উদ্দেশে আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, আপনারা জানেন চায়নার সাথে সবচেয়ে বড় ট্রেড গ্যাপ। এই গ্যাপ পূরণ করতে আমাদের কাজ করতে হবে। আমরা যদি মনে করি, আম বা সবজি রপ্তানি করে রাতারাতি ২২-২৩ বিলয়ন ডলারের রপ্তানি গ্যাপ পূরণ করে ফেলব... এই চিন্তা থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

তিনি বলেন, যে পণ্যগুলো আমরা চীন থেকে আমদানি করছি, সেই আমদানি প্রতিস্থাপন যদি বাংলাদেশি শিল্পকারখানার সহায়তায় করতে পারি ও এগুলো যদি রপ্তানি করতে পারি, তাহলে এ গ্যাপটা দ্রুত কমে আসবে। সামনে চায়নার ইকোনমিতে একটা বড় চ্যালেঞ্জ আসবে। সেই চ্যালেঞ্জকে আমাদের বড় অপরচুনিটি হিসেবে কাজে লাগাতে হবে। ইউএস-চীন বাণিজ্য সম্পর্ক যত কঠিন হবে, চীনের বিনিয়োগও তত ডাইভারশন হবে। সামনে চীন বাংলাদেশে বড় বিনিয়োগ করবে। বাংলাদেশ সরকার ১০০টি ইকোনমিক জোন করেছে। সেসব জোনে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের টানতে হবে। এক্ষেত্রে বিডার ফরেন ডাইরেক্টরদের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।

The Financial Express
05-Feb-24 Page 1 Size:2226636 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 2,669

PM approves cut in import duties on essential goods: Titu

Three FE journos win BCCCI-ERF Journalism Award

FE REPORT | February 05, 2024 00:00:00

Winners of the BCCCI-ERF Journalism Award-2023 pose for photo with State Minister for Commerce Ahsanul Islam Titu, Deputy Chief of Mission of the Chinese Embassy in Bangladesh Yan Hualong, Bangladesh China Chamber of Commerce and Industry (BCCCI) President Gazi Golam Mortuza and other guests at the award ceremony held at a city hotel on Sunday.

Three journalists of The Financial Express have won the Bangladesh China Chamber of Commerce and Industry and the Economic Reporters' Forum awards (BCCCI-ERF Journalism Award-2023).

State Minister for Commerce Ahsanul Islam Titu handed over the awards at a ceremony at the Pan Pacific Sonargaon Dhaka on Sunday.

Among the total 17 winners in five categories, The Financial Express secured the highest number of awards from a single media outlet.

Among the award recipients, the FE Special Correspondent Doulat Akter Mala received the top award for her reporting in the category-3 titled "Science and Technology (opportunities of technology transfer between Bangladesh and China); FE Special Correspondent Jasim Uddin Haroon was awarded for his reporting in the category-2 titled "How China's high-quality development policy aided Bangladesh", AI, Fourth Industrial Revolution, etc.)", and FE Special Correspondent FHM Humayan Kabir bagged the award for his reporting in the Others Category of Blue economy, tourism, culture, education, and hospitality industry, etc.)."

A total of 68 news articles were submitted for the BCCCI-ERF Journalism Award this year across five categories.

The six-member jury panel awarded first, second, and third prizes in four categories, totalling 12 winners. In one category, there were only first and second-prize winners, while the third prize was shared by three journalists.

The ceremony was presided over by ERF President Refayet Ullah Mirdha, with General Secretary Abul Kashem moderating the event.

Minister Counselor and Deputy Chief of Mission of the Chinese Embassy in Bangladesh Yan Hualong, Bangladesh China Chamber of Commerce and Industry (BCCCI) President Gazi Golam Mortuza and General Secretary Al Mamun Mirdha spoke on the occasion.

At the event, State Minister for Commerce Ahsanul Islam Titu announced that Prime Minister Sheikh Hasina had approved a reduction in import duties on essential goods.

Expressing concerns about the challenges anticipated during the upcoming month of Ramadan, Titu highlighted the government's proactive measures to address them.

Titu emphasised that the prime minister's approval for lowering import duties, based on their proposals, is a positive step.

He underscored the necessity for importing 90 per cent of the total domestic demand for edible oil and sugar, revealing that the National Board of Revenue (NBR) would soon lower import duties at a reasonable rate to benefit consumers during Ramadan.

Highlighting the adequate stock of rice in the country, Titu emphasised the need for fine-tuning the supply chain involving producers, manufacturers, importers, wholesalers, and retailers.

He stressed the importance of bringing all stakeholders in the supply chain onto a single platform to establish consumer rights through effective policy implementation.

Titu mentioned that coordination among various ministries has been established by Prime Minister Sheikh Hasina, clarifying that the Ministry of Commerce focuses on policy issues rather than direct involvement in production, import, and export.

Addressing the import of sugar and onion from India, he mentioned assurances from his Indian counterpart regarding simplifying the process for importing essential items.

In terms of the economy, Federation of Bangladesh Chambers of Commerce & Industries (FBCCI) President Mahbubul Alam expressed optimism, stating that the country's economic progress is ongoing and will continue with concerted efforts.

He pledged the FBCCI's full cooperation to Chinese investors considering investments in Bangladesh.

The Financial Express
05-Feb-24 Page 1 Size:2036916 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 2,669

PM consents to reducing import duty on essentials: Ahsanul

For all latest news, follow The Financial Express Google News channel.

State Minister for Commerce Ahsanul Islam Titu today (Sunday) said that Prime Minister Sheikh Hasina has given consent for reducing duty on essentials at the import stage.

"We've challenges centring the ensuing month of Ramadan and we've taken notable steps to address those. We've to import 90 per cent of the total domestic demand for edible oil and sugar. The Prime Minister has given consent for lowering import duty following our proposals.

Hopefully the NBR will lower the import duty at a rationale rate soon, and thus the consumers will get benefits during the month of Ramadan," he said.

The state minister said this while addressing the 'BCCCI-ERF Journalism Award' held at a city hotel. The award was given to the journalists for their best reports in five different categories.

Presided over by ERF president Refayet Ullah Mirdha, its general secretary Abul Kashem moderated the function.

FBCCI president Mahbubul Alam, Minister Counsellor and Deputy Chief of Mission of the Chinese Embassy in Bangladesh Yan Hualong, Bangladesh China Chamber of Commerce and Industry (BCCCI) president Gazi Golam Mortuza and general secretary Al Mamun Mirdha spoke on the occasion.

The state minister said the current stockpile of rice in the country is around 1.8 million (18 lakh) metric tonnes, and this is sufficient for the country compared to its demand.

Noting that the supply of essential items during the month of Ramadan would remain uninterrupted, Ahsanul said it is now high time to work on the fine-tuning of the supply chain, starting from producers, manufactures to importers, wholesalers and retailers. "The consumers will get essentials at fair prices if the initiative becomes successful," he added.

Mentioning that Prime Minister Sheikh Hasina has already made coordination among the Ministries of Commerce, Agriculture, Fisheries and Livestock, he said that the Ministry of Commerce does not work on production, imports, and exports but rather on policy issues.

"All related to supply chain should have to be brought into a single platform to establish the rights of the consumers through a nice policy."

Regarding the issue of importing sugar and onions from India, Ahsanul said his Indian counterpart has assured of simplifying the process for importing such essential items.

The State Minister said the state-run Trading Corporation of Bangladesh (TCB) provides essential items to some one crore families round the year every month, including in the month of Ramadan. In continuation of this, he said onions and sugar would be imported from India, which would have a positive impact.

Apart from the TCB, Ahsanul said the government also wants to ensure a smooth supply chain by ensuring additional supply.

FBCCI president Mahbubul Alam said that the country's economy is moving ahead and will continue to move.

"If all concerned work in a concentrated way, then it will be possible to build a nice country," he added.

The chief of the country's apex trade body also assured that the FBCCI would extend all sorts of cooperation to Chinese investors in the case of their investments in Bangladesh.

UNB
UNITED NEWS OF BANGLADESH
05-Feb-24 Page:1 Size:1522180 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 3,644

17 journalists awarded for reporting on China-related affairs

UNB NEWS | DHAKA | PUBLISH- FEBRUARY 04, 2024, 10:09 PM | UNB NEWS

Bangladesh China Chamber of Commerce and Industry (BCCCI) and Economic Reporters' Forum (ERF) awarded 17 reporters for reporting on connectivity with China in the business, technology, and education sectors of Bangladesh.

State Minister for Commerce Ahasanul Islam Titu was present as the chief guest in the award-giving ceremony. FBCCI President Mahbubul Alam and Yan Hualong, Deputy Chief of Mission, Embassy of China were present as special guests.

Among others, BCCCI president Gazi Golam Murtoza, ERF president Mohammad Refayet Ullah Mirdha, BCCCI General Secretary Al Mamun Mridha spoke at the function while ERF Secretary Abul Kashem moderated the programme. The function was held in a hotel in the capital on Sunday.

BCCCI-ERF award winners' category-1, trade, and investment relationship between Bangladesh and China are Ziadul Islam (Amader Shomoy), SAM Hamid-Uz-Zaman (Jugantor) and Tanjila Khanam Sathi (Boishakhi Television).

Category-2, How the high-quality development concept/policy of China helped Bangladesh award winners are Mohammad Jahidul Islam (Business Standard), Jasim Uddin Haroon (The Financial Express), and Sushanta Sinha (71TV).

Category-3: Science and technology (opportunities of technology transfer between Bangladesh and China, AI, Fourth Industrial Revolution, etc. award winners are- Doulot Akter Mala (The Financial Express), Ibrahim Hossain Ovi (The Business Post) and Tawhidur Rahman (ETV).

Category-4: Belt and Road Initiative (BRI) award winners are Abbas Uddin Noyon (Business Post), Iqbal Ahsan (Channel -24), and Md. Hasanul Alam Shaon (NTV).

Category-5: Others (such as blue-economy, tourism, culture, education, and hospitality industry, etc. award winners are Babu Kamruzzaman (News 24), FHM Humayan Kabir (The Financial Express), Ahsan Habib (The Daily Star), SMAlamgir (Somoyer Alo) and Hasan Arif (The Business Post) last three reporters won the award jointly.

Jagonews24.com
05-Feb-24 Page:1 Size:2,204118 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 52,180

আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাবে সম্মতি প্রধানমন্ত্রীর

আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্মতি দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু।

তিনি বলেন, রমজানকে ঘিরে বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এই মাসকে কেন্দ্র করে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছি। চিনি ও তেলের ক্ষেত্রে পদক্ষেপও নেওয়া হচ্ছে। এসব পণ্য ৯০ ভাগ আমদানি করতে হয়। প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছি। এতে সম্মতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আশা করছি দ্রুত এনবিআর এই শুল্ক একটি যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসবে। এটা হলে রমজানে সুবিধা পাবেন ভোক্তারা।

রোববার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ইআরএফ-বিসিসিসিআই বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী। এতে সভাপতিত্ব করেন ইআরএফ সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ। পরিচালনা করেন ইআরএফ সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

বক্তব্য রাখেন এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম, বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিসিসিসিআই) সভাপতি গাজী গোলাম মর্তুজা, সাধারণ সম্পাদক আল মামুন মৃধা।

তিনি বলেন, রমজানে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে। আমাদের চালের রিজার্ভ আছে, এই মুহূর্তে প্রায় ১৮ লাখ টন চালের রিজার্ভ। চাহিদার তুলনায় এটা পর্যাপ্ত। আসন্ন রমজান মাসে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে। এখন আমাদের দরকার উৎপাদক-আমদানিকারক থেকে হোলসেলার ও রিটেইলারদের যে সাপ্লাই চেইন তা নিয়ে কাজ করা। এটা সফল করতে পারলে ভোক্তারা ন্যায্যমূল্যে পণ্য পাবেন।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, নিত্যপণ্য আমদানিকারকদের আমরা ডেকেছি। বাণিজ্য, কৃষি ও মৎস্য মন্ত্রণালয়কে নিয়ে সমন্বয় করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় উৎপাদন-আমদানি বা রপ্তানি করে না, বরং পলিসি নিয়ে কাজ করে। পলিসির সমন্বয়ে ভোক্তাদের অধিকার সু-প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সাপ্লাই চেইনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সবাইকে একটি প্লাটফর্মে নিয়ে আসতে হবে।

পেঁয়াজ ও চিনির বিষয়ে তিনি বলেন, ভারতের সঙ্গে আমাদের পেঁয়াজ ও চিনি নিয়ে একটি প্রতিবন্ধকতা ছিল। ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী রমজান উপলক্ষে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানির প্রক্রিয়া সহজ করার কথা জানিয়েছেন। রমজানে টিসিবি থেকে ভোক্তা পর্যায়ে এক কোটি পরিবারকে আমরা খেজুরসহ পাঁচটি প্রয়োজনীয় পণ্য দেই। তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ভারত থেকে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানি করা হবে। এতে সাপ্লাই চেইনের ওপর একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। শুধুমাত্র টিসিবির মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা দিতে চাচ্ছি না, অতিরিক্ত সাপ্লাইয়ার তৈরি করতে চাচ্ছি। যাতে করে বাজারের অন্যান্য অংশে সাপ্লাইটা সুখ হয়।

যুগান্তর.কম
05-Feb-24 Page:1 Size:972231 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 65,466

বিসিসিসিআই-ইআরএফ অ্যাওয়ার্ড পেলেন যুগান্তরের হামিদ-উজ-জামান

যুগান্তর প্রতিবেদন
০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, ০৪:৩৬ পিএম | অনলাইন সংস্করণ

বিসিসিসিআই-ইআরএফ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন যুগান্তরের স্টাফ রিপোর্টার হামিদ-উজ-জামান। ট্রেড অ্যান্ড ইনভেসমেন্ট রিলেশনশিপ বিটুইন বাংলাদেশ অ্যান্ড চায়না ক্যাটাগরিতে দ্বিতীয় হয়েছেন তিনি।

তার নিউজের শিরোনাম ছিল 'বিভিন্ন প্রকল্পে চীনের সঙ্গে ঋণ চুক্তি: দরকষাকষির সক্ষমতা বাড়ছে বাংলাদেশের'। পুরস্কার হিসেবে একটি ক্রেস্ট, সনদ এবং ৭৫ হাজার টাকার চেক তার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

রোববার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে আনুষ্ঠানিকভাবে অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে আরও ১৬ জন সাংবাদিক এ অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। বিশেষ অতিথি ছিলেন এফবিসিসিআই সভাপতি মো. মাহবুবুল আলম এবং বাংলাদেশে চীনা দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশন ইয়ান হুয়ালং।

বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিসিআই) সভাপতি গাজী গোলাম মুর্তজা পাপ্পার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বিসিসিআই এর সেক্রেটারি আল মামুন মৃধা, ইআরএফ সভাপতি মোহাম্মদ রেফায়েত উল্লাহ মৃধা এবং অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইআরএফ এর সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

হামিদ-উজ-জামান এর আগে একাধিকবার বিভিন্ন সংগঠনের বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড ও বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার ফেলোশিপ অর্জন করেছিলেন। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ইআরএফ বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড, ডিআরইউ-নগদ বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড এবং অ্যান্টি ট্যোবাকো নিয়ে কাজ করা প্রজ্ঞা থেকে টানা তিনবার বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছেন। সেই সঙ্গে ইউএনডিপি, আইইউসিএন, ব্র্যাক, প্রাজ্ঞাসহ বিভিন্ন দেশি-বিদেশি সংস্থার একাধিক ফেলোশিপ অর্জন করেছেন। তিনি গত ১৯ জানুয়ারি পরিকল্পনা কমিশন বিটের সাংবাদিকদের সংগঠন ডেভেলপমেন্ট জার্নালিস্ট ফোরাম অব বাংলাদেশের (ডিজেএফবি) সভাপতি নির্বাচিত হয়েছে।

বিসিসিআই-ইআরএফ অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে অন্যান্য অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত সাংবাদিকরা হলেন- দৈনিক আমাদের সময়ের জিয়াদুল ইসলাম, বৈশাখী টেলিভিশনের তানজিলা নিঝুম সাথী, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের জাহিদুল ইসলাম ও আব্বাস উদ্দিন নয়ন, ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের জসিম উদ্দিন হারুন, দৌলত আক্তার মালা ও এফএইচএম হুমায়ন কবীর, একাত্তর টিভির সুশান্ত সিনহা, দ্য বিজনেস পোস্টের ইবরাহিম হোসেন অভি, একুশে টিভির তৌহিদুর রহমান, চ্যানেল টুয়েন্টি ফোরের ইকবাল আহসান, এনটিভির হাসিবুল আলম শাওন, নিউজ টুয়েন্টি ফোরের বাবু কামরুজ্জামান, ডেইলি স্টারের আহসান হাবিব, সময়ের আলোর এসএম আলমগীর এবং দ্য বিজনেস পোস্টের হাসান আরিফ।

যুগান্তর.কম
05-Feb-24 Page:1 Size:873180 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 65,466

অ্যাওয়ার্ড পেলেন যুগান্তরের কাজী জেবেল ও হামিদ-উজ-জামান

যুগান্তর প্রতিবেদন
০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, ১২:০০ এএম | প্রিন্ট সংস্করণ

সাংবাদিক হোসাইন জাকির বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড-২০২৩ পেয়েছেন যুগান্তরের সিনিয়র রিপোর্টার কাজী জেবেল। অন্যদিকে বিসিসিসিআই-ইআরএফ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড পেলেন যুগান্তরের স্টাফ রিপোর্টার হামিদ-উজ-জামান। রোববার পৃথক অনুষ্ঠানে তাদের হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেওয়া হয়েছে।

নির্বাচন ভবনে কাজী জেবেলের হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল। প্রিন্ট মিডিয়া ক্যাটাগরিতে তিনি এ পুরস্কার পান। এ সময় টেলিভিশন ক্যাটাগরিতে ডিবিসি নিউজের সিনিয়র রিপোর্টার কাওসারা চৌধুরী কুমু ও অনলাইন ক্যাটাগরিতে বাংলানিউজের সিনিয়র করেসপন্ডেন্ট ইকরাম-উদ দৌলার হাতেও অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন সিইসি।

পরে সিইসি বলেন, গণমাধ্যমের গুরুত্ব অনেক, এটি রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ। যখন সংসদ অকার্যকর থাকে তখন গণমাধ্যম কথা বলে। নির্বাচনে গণমাধ্যমের অনেক সহযোগিতা পেয়েছি।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি নির্বাচন কমিশনার মো. আনিছুর রহমান বলেন, গত নির্বাচনে নানা কারণে আমরা চাহিদা মোতাবেক কথা বলতে পারি নাই। তারপরও সাংবাদিকদের কাছ থেকে যে সহায়তা পেয়েছি তা অভূতপূর্ব।

'নির্বাচন ও গণতন্ত্র' বিষয়ে রিপোর্টিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করে নির্বাচন কমিশনে (ইসি) কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠন 'রিপোর্টার্স ফোরাম ফর ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি (আরএফইডি)'। প্রয়াত সাংবাদিক হোসাইন জাকিরের নামে পুরস্কারটি এ বছর চালু করা হয়।

পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে নির্বাচন কমিশনার মো. আলমগীর, ইসি সচিব মো. জাহাংগীর আলম, জুরি বোর্ডের সদস্য সাংবাদিক শেখ নজরুল ইসলাম, আশিষ সৈকত ও মহিউদ্দিন জুয়েল, আরএফইডির সভাপতি সাইদুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মুকিমুল আহসান হিমেলসহ সংগঠনটির অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এদিকে রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে হামিদ-উজ-জামানের হাতে বিসিসিসিআই-ইআরএফ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড তুলে দেওয়া হয়। ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট রিলেশনশিপ বিটুইন বাংলাদেশ অ্যান্ড চায়না ক্যাটাগরিতে দ্বিতীয় হয়েছেন তিনি। নিউজের শিরোনাম ছিল 'বিভিন্ন প্রকল্পে চীনের সঙ্গে ঋণ চুক্তি : দরকষাকষির সক্ষমতা বাড়ছে বাংলাদেশের'। পুরস্কার হিসাবে একটি ক্রেস্ট, সনদ ও ৭৫ হাজার টাকার চেক তার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে আরও ১৬ জন সাংবাদিক এই অ্যাওয়ার্ড লাভ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম (টিটু)। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) সভাপতি মো. মাহবুবুল আলম এবং বাংলাদেশে চীনা দূতাবাসের মিনিস্টার কাউন্সিলর অ্যান্ড ডেপুটি চিফ অব মিশন ইয়ান হুয়ালং। বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিসিসিআই) সভাপতি গাজী গোলাম মুর্তজা পাপ্পার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বিসিসিআইর সেক্রেটারি আল মামুন মৃধা, ইআরএফ সভাপতি মোহাম্মদ রেফায়েত উল্লাহ মৃধা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ইআরএফ'র সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত অপর সাংবাদিকরা হলেন-দৈনিক আমাদের সময়ের জিয়াদুল ইসলাম, বৈশাখী টেলিভিশনের তানজিলা নিঝুম সাথী, দ্য বিজনেস স্টান্ডার্ড'র জাহিদুল ইসলাম ও আব্বাস উদ্দিন নয়ন, ফাইন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের জসিম উদ্দিন হারুন, দৌলত আক্তার মালা ও এফএইচএম হুমায়ন কবীর, একাত্তর টিভির সুশান্ত সিনহা, দ্য বিজনেস পোস্টের ইবরাহিম হোসেন অভি, একুশে টিভির তৌহিদুর রহমান, চ্যানেল টুয়েন্টি ফোরের ইকবাল আহসান, এনটিভির হাসিবুল আলম শাওন, নিউজ টুয়েন্টি ফোরের বাবু কামরুজ্জামান, ডেইলি স্টারের আহসান হাবিব, সময়ের আলোর এসএম আলমগীর ও দ্য বিজনেস পোস্টের হাসান আরিফ।

দৈনিক ইত্তেফাক

05-Feb-24 Page:1 Size:2229813 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 14,388

বাণিজ্য সহজ করতে বাংলাদেশে চীনের ব্যাংক কার্যক্রম চালুর আহ্বান

ইত্তেফাক অনলাইন ডেস্ক

প্রকাশ : ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, ২০:৫২

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী মো. আহসানুল ইসলাম টিটু। ফাইল ছবি

চীনের সঙ্গে বাণিজ্য সহজ করতে চায়না মুদ্রাকে সরকার অফিশিয়াল মুদ্রা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই চীন সরকারের প্রতি ব্যাংকিং চ্যানেল সহজ করতে চীনের একটি ব্যাংকের কার্যক্রম বাংলাদেশে চালু করার আহ্বান জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী মো. আহসানুল ইসলাম টিটু। বাসস

রোববার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর একটি হোটেলে অর্থনৈতিক সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনোমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) ও বাংলাদেশ-চায়না চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিসিসিআই) আয়োজিত জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের জন্য চীনের বাণিজ্য সহজ করতে চায়না মুদ্রাকে সরকার অফিশিয়াল মুদ্রা হিসেবে গত মাস থেকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই চীন সরকারের প্রতি আহ্বান, ব্যাকিং চ্যানেল সহজ করতে চীনের একটি ব্যাংকের কার্যক্রম বাংলাদেশ থেকে চালু করা হোক।

বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংযোগস্থল হতে পারে উল্লেখ করে আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, চীনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৈষম্যের ফারাক অনেক বেশি। প্রায় ২২ বিলিয়ন ডলারের পার্থক্য। এই ব্যবধান কমাতে দেশে চীনের বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। চীনের বিনিয়োগের মাধ্যমে তৈরি পণ্য আবার রপ্তানি করে এই বৈষম্য কমিয়ে আনা সম্ভব।

তিনি আরও বলেন, বাজার ব্যবস্থাপনার সমস্যা চিহ্নিত করে স্মার্ট বাজার ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য অর্জন করা হবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আমদানি-রপ্তানি করে। ব্যবসায় সহায়ক নীতি নিয়ে কাজ করে। এই নীতির মাধ্যমে ভোক্তা স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে। বিশেষ করে রমজানের পণ্য নিয়ে কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তেল, ছোলা, চিনি, ডাল ও পেঁয়াজ এসব পণ্যর শুল্ক কমানোর জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে সুপারিশ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীও এই বিষয়ে একমত। আমাদের আশা, এসব পণ্যে সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন থাকবে।

তিনি জানান, বিশেষ করে আসন্ন রমজানের পণ্য বাজারে স্বাভাবিক সরবরাহ রাখতে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, পেঁয়াজ ও চিনি ভারত থেকে সহজে আমদানি করা যাবে।

ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই সভাপতি মো. মাহবুবুল আলম বলেন, একসময় ৯০ বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি থেকে বাংলাদেশ এখন ৪৭০ বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি। এর ধারাবাহিকতায় ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে চীনের বিনিয়োগ বাড়াতে চায়না চেম্বারকে একসঙ্গে কাজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

কালের কণ্ঠ

05-Feb-24 Page:1 Size:609868 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 59,406

দেশে চীনের ব্যাংকের কার্যক্রম চালুর আহবান বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর

০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
০০:০০

বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের আমদানি ও রপ্তানি সহজ করতে দেশে চীনের একটি ব্যাংকের কার্যক্রম চালু করার আহবান জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। তিনি বলেন, 'চীনের সঙ্গে বাণিজ্য সহজ করতে চায়না মুদ্রাকে সরকার অফিশিয়াল মুদ্রা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই চীন সরকারের প্রতি ব্যাংকিং চ্যানেল সহজ করতে চীনের একটি ব্যাংকের বাংলাদেশে কার্যক্রম প্রয়োজন।' গতকাল রবিবার রাজধানীর একটি হোটেলে অর্থনৈতিক সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) এবং চায়না বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিসিসিআই) জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ডের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ১৫ জন সাংবাদিককে পুরস্কার দেওয়া হয়। আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, বাংলাদেশের জন্য চীনের বাণিজ্য সহজ করতে চায়না মুদ্রাকে সরকার অফিশিয়াল মুদ্রা হিসেবে গত মাস থেকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই চীন সরকারের প্রতি আহবান, ব্যাকিং চ্যানেল সহজ করতে চীনের একটি ব্যাংকের কার্যক্রম যেন বাংলাদেশ থেকে চালু করা হয়।

যুগান্তর.কম
05-Feb-24 Page:1 Size:923919 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 65,466

রোজার পণ্য মজুত বাড়ানো হচ্ছে: বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

যুগান্তর প্রতিবেদন
০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, ০৯:০৯ পিএম | অনলাইন সংস্করণ

3 Shares

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেছেন, রমজান উপলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের পর্যাপ্ত মজুত আছে। ইতোমধ্যেই আরও কিছু পণ্যের আমদানি শুল্ক কমানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব দেওয়া আছে। আশা করছি রমজানে ভোক্তাদের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

তিনি বলেন, আমাদের এখন ১৮ লাখ মেট্রিক টন চাল মজুত আছে। আরও ১৩ লাখ টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়েছে। রোজায় বিভিন্ন পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক থাকবে। কেননা রোজার পণ্যের মজুত আরও বাড়ানো হচ্ছে।

রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে রোববার এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। এতে বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) সভাপতি মো. মাহবুবুল আলম এবং বাংলাদেশে চীনা দূতাবাসের মিনিস্টার কাউন্সিলর অ্যান্ড ডেপুটি চিফ অব মিশন ইয়ান হুয়ালং।

বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিসিসিআই) সভাপতি গাজী গোলাম মুর্তজা পাপ্পার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বিসিসিআই'র সেক্রেটারি আল মামুন মৃধা, ইআরএফ সভাপতি মোহাম্মদ রেফায়েত উল্লাহ মৃধা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ইআরএফ'র সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, রোজার জন্য ভারত থেকে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানির কার্যক্রম চলছে। ইতোমধ্যেই ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। আশা করছি এ বিষয়ে শিগগিরই একটি সিদ্ধান্ত হবে।

তিনি বলেন, চীনের সঙ্গে আমাদের ব্যাপক বাণিজ্য ঘাটতি আছে। আমরা চাই চীনা বিনিয়োগকারীরা এ দেশে এসে বিনিয়োগ করুক এবং এখান থেকেই পণ্য রপ্তানি করুক।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, চীনের সঙ্গে আর্থিক লেনদেন সহজ করতে ইতোমধ্যেই ইউয়ানকে বাংলাদেশের মুদ্রা বাস্কেটে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিগগিরই চীনের ব্যাংক এ দেশে তাদের কার্যক্রম শুরু করবে। ফলে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লেনদেন আরও সহজ হবে।

বাংলা ট্রিবিউন
সঠিক সময়ে সঠিক খবর
05-Feb-24 Page:1 Size:1929508 col*inch
Reach: 49,060

ভারতের সঙ্গে পেঁয়াজ-চিনি নিয়ে প্রতিবন্ধকতা কেটে গেছে: বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, ১৮:২৯

ভারতের সঙ্গে পেঁয়াজ ও চিনি নিয়ে একটি প্রতিবন্ধকতা ছিল। এখন তা কেটে গেছে। ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী রমজান উপলক্ষে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানির প্রক্রিয়া সহজ করার কথা জানিয়েছেন। এতে ভোক্তারা ন্যায্যমূল্যে পণ্য পাবেন।

রবিবার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ইআরএফ-বিসিসিসিআই বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইআরএফ সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মৃধা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ইআরএফ সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম, বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিসিসিসিআই) সভাপতি গাজী গোলাম মর্তুজা, সাধারণ সম্পাদক আল মামুন মৃধা।

এ সময় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, নিত্যপণ্য আমদানিকারকদের আমরা ডেকেছি। বাণিজ্য, কৃষি ও মৎস্য মন্ত্রণালয়কে নিয়ে সমন্বয় করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় উৎপাদন-আমদানি বা রফতানি করে না, বরং পলিসি নিয়ে কাজ করে। এর সমন্বয়ে ভোক্তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সাপ্লাই চেইনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সবাইকে এক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসতে হবে।

রমজানে টিসিবি থেকে ভোক্তা পর্যায়ে এক কোটি পরিবারকে আমরা খেজুরসহ পাঁচটি প্রয়োজনীয় পণ্য দিই, এ তথ্য জানিয়ে টিটু বলেন, এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ভারত থেকে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানি করা হবে। এতে সাপ্লাই চেইনের ওপর একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। শুধু টিসিবির মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা দিতে চাচ্ছি না, অতিরিক্ত সাপ্লায়ার তৈরি করতে চাচ্ছি। যাতে বাজারের অন্যান্য অংশে সাপ্লাইটা সুষ্ঠু হয়।

রমজানে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে নিশ্চিত করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমাদের এই মুহূর্তে প্রায় ১৮ লাখ টন চালের রিজার্ভ আছে। চাহিদার তুলনায় এটা পর্যাপ্ত। আসন্ন রমজান মাসে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে। এখন আমাদের দরকার উৎপাদক-আমদানিকারক থেকে হোলসেলার ও রিটেইলারদের যে সাপ্লাই চেইন, তা নিয়ে কাজ করা। এটা সফল করতে পারলে ভোক্তারা ন্যায্যমূল্যে পণ্য পাবেন।

আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, এমনটা জানিয়ে আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, রমজানকে ঘিরে বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এই মাসকে কেন্দ্র করে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছি। চিনি ও তেলের ক্ষেত্রে পদক্ষেপও নেওয়া হচ্ছে। এসব পণ্য ৯০ ভাগ আমদানি করতে হয়। প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছি। এতে সম্মতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আশা করছি দ্রুত এনবিআর এই শুল্ক একটি যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসবে। এটা হলে রমজানে সুবিধা পাবেন ভোক্তারা।

বাংলাদেশ প্রতিদিন.কম
05-Feb-24 Page:1 Size:1396890 col*inch
Reach: 40,609

৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ ২১:২৬

কপি লিঙ্ক | প্রিন্ট | Like | Share 24

বাণিজ্য সহজ করতে বাংলাদেশে চীনের ব্যাংক কার্যক্রম চালুর আহ্বান

অনলাইন ডেস্ক

সংগৃহীত ছবি

চীনের সঙ্গে বাণিজ্য সহজ করতে চায়না মুদ্রাকে সরকার অফিশিয়াল মুদ্রা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই চীন সরকারের প্রতি ব্যাংকিং চ্যানেল সহজ করতে চীনের একটি ব্যাংকের কার্যক্রম বাংলাদেশে চালু করার আহ্বান জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু।

রবিবার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে অর্থনৈতিক সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনোমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) ও বাংলাদেশ-চায়না চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিসিসিআই) আয়োজিত জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু এসব কথা বলেন। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ১৫ জন সাংবাদিককে পুরস্কার দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশনের (এফবিসিসিআই) সভাপতি মাহবুবুল আলম, বাংলাদেশে চীনা দূতাবাসের মিনিস্টার কাউন্সিলর অ্যান্ড ডেপুটি চিফ অব মিশন ইয়ান হুয়ালং, বিসিসিসিআই সভাপতি গাজী গোলাম মর্তুজা, ইআরএফ সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মৃধা প্রমুখ।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশের জন্য চীনের বাণিজ্য সহজ করতে চায়না মুদ্রাকে সরকার অফিশিয়াল মুদ্রা হিসেবে গত মাস থেকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই চীন সরকারের প্রতি আহ্বান, ব্যাংকিং চ্যানেল সহজ করতে চীনের একটি ব্যাংকের কার্যক্রম বাংলাদেশ থেকে চালু করা হোক।'

বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংযোগ স্থল হতে পারে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'চীনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৈষম্যর ফারাক অনেক বেশি। প্রায় ২২ বিলিয়ন ডলারের পার্থক্য। এই ব্যবধান কমাতে দেশে চীনের বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। চীনের বিনিয়োগের মাধ্যমে তৈরি পণ্য আবার রফতানি করে এই বৈষম্য কমিয়ে আনা সম্ভব।'

আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, 'বাজার ব্যবস্থাপনার সমস্যা চিহ্নিত করে স্মার্ট বাজার ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য অর্জন করা হবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আমদানি-রফতানি করে। ব্যবসায় সহায়ক নীতি নিয়ে কাজ করে। এই নীতির মাধ্যমে ভোক্তা স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে। বিশেষ করে রমজানের পণ্য নিয়ে কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তেল, ছোলা, চিলি, ডাল ও পিয়াজ এসব পণ্যর শুল্ক কমানোর জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে সুপারিশ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীও এই বিষয়ে একমত। আমাদের আশা, এসব পণ্যে সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন থাকবে।'

তিনি জানান, বিশেষ করে আসন্ন রমজানের পণ্য বাজারে স্বাভাবিক সরবরাহ রাখতে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, পিয়াজ ও চিনি ভারত থেকে সহজে আমদানি করা যাবে।

বিডি প্রতিদিন/আরাফাত

Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS)
National News Agency of Bangladesh
05-Feb-24 Page:1 Size:1428975 col*inch
Reach: 9,033

PM gives consent for reducing duty of essentials at import stage: Ahsanul

DHAKA, Feb 4, 2024 (BSS) - State Minister for Commerce Ahsanul Islam Titu today said that Prime Minister Sheikh Hasina has given consent for reducing duty of essentials at import stage.

"We've challenges centering the ensuing month of Ramadan and we've taken notable steps to address those. We've to import 90 percent of the total domestic demand for edible oil and sugar. The Prime Minister has given consent for lowering import duty following our proposals.

Hopefully the NBR will lower the import duty at a rationale rate soon and thus the consumers will get benefits during the Month of Ramadan," he said.

The state minister said this while addressing the 'BCCCI-ERF Journalism Award' held at a city hotel today. The award was given to the journalists for their best reports in five different categories.

Presided over by ERF president Refayet Ullah Mirdha, its general secretary Abul Kashem moderated the function.

FBCCI president Mahbubul Alam, Minister Counselor and Deputy Chief of Mission of Chinese Embassy in Bangladesh Yan Hualong, Bangladesh China Chamber of Commerce and Industry (BCCCI) president Gazi Golam Mortuza and general secretary Al Mamun Mirdha spoke on the occasion.

The state minister said the current stockpile of rice in the country is around 18 lakh metric tons and this is sufficient for the country compared to its demand.

Noting that the supply of essential items during the Month of Ramadan would remain uninterrupted, Ahsanul said it is now high time to work on the fine tuning of the supply chain starting from producers, manufactures to importers, wholesalers and retailers. "The consumers will get essentials at fair prices if the initiative becomes successful," he added.

Mentioning that Prime Minister Sheikh Hasina has already made coordination among the Ministries of Commerce, Agriculture, Fisheries and Livestock, he said that the Ministry of Commerce does not work on production, import, and export, rather work on policy issues.

"All related to supply chain should have to be brought into a single platform to establish the rights of the consumers through a nice policy,"

Regarding the issue of importing sugar and onion from India, Ahsanul said his Indian counterpart has assured of simplifying the process for importing such essential items.

The State Minister said the state-run Trading Corporation of Bangladesh (TCB) provides essential items to some one crore families round the year every month including in the Month of Ramadan. In continuation of this, he said onion and sugar would be imported from India which would put a positive impact.

Apart from the TCB, Ahsanul said the government also wants to ensure smooth supply chain through ensuring additional supply.

FBCCI president Mahbubul Alam said that the country's economy is moving ahead and will continue to move.

"If all concerned work in a concentrated way, then it will be possible to build a nice country," he added.

The chief of the country's apex trade body also assured that the FBCCI would extend all sorts of cooperation to the Chinese investors in case of their investments in Bangladesh.

Bangladesh Sangbad Sangstha (BSS)
National News Agency of Bangladesh
05-Feb-24 Page:1 Size:1038751 col*inch
Reach: 9,033

বাণিজ্য সহজ করতে চীনের ব্যাংকের কার্যক্রম চালুর আহ্বান

ঢাকা, ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ (বাসস): চীনের সঙ্গে বাণিজ্য সহজ করতে চায়না মুদ্রাকে সরকার অফিশিয়াল মুদ্রা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই চীন সরকারের প্রতি ব্যাংকিং চ্যানেল সহজ করতে চীনের একটি ব্যাংকের কার্যক্রম বাংলাদেশে চালু করার আহ্বান জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রমিন্ত্রী মো. আহসানুল ইসলাম টিটু। রোববার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে অর্থনৈতিক সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনোমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) ও বাংলাদেশ-চায়না চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিসিসিআই) আয়োজিত জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু এসব কথা বলেন। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ১৫ জন সাংবাদিককে পুরস্কার দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশনের (এফবিসিসিআই) সভাপতি মাহবুবুল আলম, বাংলাদেশে চীনা দূতাবাসের মিনিস্টার কাউন্সিলর অ্যান্ড ডেপুটি চিফ অব মিশন ইয়ান হুয়ালং, বিসিসিসিআই সভাপতি গাজী গোলাম মর্তুজা, ইআরএফ সভাপতি রেফায়েত উল্যাহ মৃধা প্রমুখ।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশের জন্য চীনের বাণিজ্য সহজ করতে চায়না মুদ্রাকে সরকার অফিশিয়াল মুদ্রা হিসেবে গত মাস থেকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই চীন সরকারের প্রতি আহ্বান, ব্যাংকিং চ্যানেল সহজ করতে চীনের একটি ব্যাংকের কার্যক্রম বাংলাদেশ থেকে চালু করা হোক।' বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংযোগ স্থল হতে পারে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'চীনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৈষম্যর ফারাক অনেক বেশি। প্রায় ২২ বিলিয়ন ডলারের পার্থক্য। এই ব্যবধান কমাতে দেশে চীনের বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। চীনের বিনিয়োগের মাধ্যমে তৈরি পণ্য আবার রপ্তানি করে এই বৈষম্য কমিয়ে আনা সম্ভব।'

আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, 'বাজার ব্যবস্থাপনার সমস্যা চিহ্নিত করে স্মার্ট বাজার ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য অর্জন করা হবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আমদানি-রপ্তানি করে। ব্যবসায় সহায়ক নীতি নিয়ে কাজ করে। এই নীতির মাধ্যমে ভোক্তা স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে। বিশেষ করে রমজানের পণ্য নিয়ে কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তেল, ছোলা, চিলি, ডাল ও পেঁয়াজ এসব পণ্যর শুল্ক কমানোর জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে সুপারিশ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীও এই বিষয়ে একমত। আমাদের আশা, এসব পণ্যে সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন থাকবে।' তিনি জানান, বিশেষ করে আসন্ন রমজানের পণ্য বাজারে স্বাভাবিক সরবরাহ রাখতে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, পেঁয়াজ ও চিনি ভারত থেকে সহজে আমদানি করা যাবে।

ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই সভাপতি মো. মাহবুবুল আলম বলেন, 'একসময় ৯০ বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি থেকে বাংলাদেশ এখন ৪৭০ বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি। এর ধারাবাহিকতায় ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে চীনের বিনিয়োগ বাড়াতে চায়না চেম্বারকে একসঙ্গে কাজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।'

NEWAGE.com
05-Feb-24 Page:1 Size:1552547 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 2,025

PM gives consent for reducing duty of essentials at import stage: Ahsanul

Bangladesh Sangbad Sangstha | Dhaka | Published: 20:34, Feb 04,2024

State minister for commerce Ahsanul Islam Titu on Sunday said that prime minister Sheikh Hasina had given consent for reducing duty of essentials at import stage.

'We've challenges centring the ensuing month of Ramadan and we've taken notable steps to address those. We've to import 90 per cent of the total domestic demand for edible oil and sugar. The Prime Minister has given consent for lowering import duty following our proposals,' he said.

'Hopefully the National Board of Revenue will lower the import duty at a rationale rate soon and thus the consumers will get benefits during the Month of Ramadan,' he said.

The state minister said this while addressing 'BCCCI-ERF Journalism Award' held at a city hotel on the day. The award was given to journalists for their best reports in five different categories.

Presided over by ERF president Refayet Ullah Mirdha, its general secretary Abul Kashem moderated the function.

Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry president Mahbubul Alam, minister counsellor and deputy chief of mission of Chinese Embassy in Bangladesh Yan Hualong, Bangladesh China Chamber of Commerce and Industry president Gazi Golam Morruza and general secretary Al Mamun Mirdha spoke on the occasion.

The state minister said that the current stockpile of rice in the country was around 18 lakh tonne and this was sufficient for the country compared to its demand.

Noting that the supply of essential items during the month of Ramadan would remain uninterrupted, Ahsanul said that it was now high time to work on the fine tuning of the supply chain starting from producers, manufactures to importers, wholesalers and retailers. 'The consumers will get essentials at fair prices if the initiative becomes successful,' he added.

Mentioning that prime minister Sheikh Hasina had already made coordination among the ministries of commerce, agriculture, fisheries and livestock, he said that the Ministry of Commerce did not work on production, import and export, rather work on policy issues.

'All related to supply chain should have to be brought into a single platform to establish the rights of the consumers through a nice policy,' he said.

Regarding the issue of importing sugar and onion from India, Ahsanul said that his Indian counterpart had assured of simplifying the process for importing such essential items.

The state minister said that the state-run Trading Corporation of Bangladesh provided essential items to some one crore families round the year every month including in the month of Ramadan. In continuation of this, he said that onion and sugar would be imported from India which would put a positive impact.

Apart from the TCB, Ahsanul said that the government also wanted to ensure smooth supply chain through ensuring additional supply.

FBCCI president Mahbubul Alam said that the country's economy was moving ahead and would continue to move.

'If all concerned work in a concentrated way, then it will be possible to build a nice country,' he added.

The chief of the country's apex trade body also assured that the FBCCI would extend all sorts of cooperation to the Chinese investors in case of their investments in Bangladesh.

ভোরের কাগজ live
05-Feb-24 Page:1 Size:1366431 col*inch
Reach: 2,175

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু : ভারতের সঙ্গে প্রতিবন্ধকতা কেটে গেছে

প্রকাশিত: ফেব্রুয়ারি ৫, ২০২৪, ১২:০০ পূর্বাহ্ণ
আপডেট: ফেব্রুয়ারি ৫, ২০২৪, ১২:০০ পূর্বাহ্ণ

কাগজ প্রতিবেদক : বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেছেন, ভারতের সঙ্গে পেঁয়াজ ও চিনি নিয়ে একটি প্রতিবন্ধকতা ছিল। এখন তা কেটে গেছে। ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী রমজান উপলক্ষে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানির প্রক্রিয়া সহজ করার কথা জানিয়েছেন। এতে ভোক্তারা ন্যায্যমূল্যে পণ্য পাবেন।

গতকাল রবিবার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ইআরএফ-বিসিসিআই বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইআরএফ সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মৃধা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইআরএফ সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম, বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিসিসিসিআই) সভাপতি গাজী গোলাম মর্তুজা, সাধারণ সম্পাদক আল মামুন মৃধা।

এ সময় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, নিত্যপণ্য আমদানিকারকদের আমরা ডেকেছি। বাণিজ্য, কৃষি ও মৎস্য মন্ত্রণালয়কে নিয়ে সমন্বয় করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় উৎপাদন-আমদানি বা রপ্তানি করে না, বরং পলিসি নিয়ে কাজ করে। এর সমন্বয়ে ভোক্তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সাপ্লাই চেইনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সবাইকে এক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসতে হবে। রমজানে টিসিবি থেকে ভোক্তা পর্যায়ে এক কোটি পরিবারকে আমরা খেজুরসহ পাঁচটি প্রয়োজনীয় পণ্য দিই, এ তথ্য জানিয়ে টিটু বলেন, এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ভারত থেকে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানি করা হবে। এতে সাপ্লাই চেইনের ওপর একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। শুধু টিসিবির মাধ্যমে খাদ্যসহায়তা দিতে চাচ্ছি না, অতিরিক্ত সরবরাহকারী তৈরি করতে চাচ্ছি। যাতে বাজারের অন্যান্য অংশে সরবরাহ স্বাভাবিক হয়।

রমজানে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে নিশ্চিত করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমাদের এই মুহূর্তে প্রায় ১৮ লাখ টন চালের রিজার্ভ আছে। চাহিদার তুলনায় এটা পর্যাপ্ত। আসন্ন রমজান মাসে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে। এখন আমাদের দরকার উৎপাদক-আমদানিকারক থেকে হোলসেলার ও রিটেইলারদের যে সাপ্লাই চেইন, তা নিয়ে কাজ করা। এটা সফল করতে পারলে ভোক্তারা ন্যায্যমূল্যে পণ্য পাবেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, আশা করছি, দ্রুত এনবিআর শুল্ককে একটি যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসবে। এটা হলে রমজানে সুবিধা পাবেন ভোক্তারা।

বিসিসিসিআই-ইআরএফ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড পেলেন যারা : পাঁচ ক্যাটগরিতে বিসিসিসিআই-ইআরএফ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড পেলেন ১৭ জন। ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট রিলেশনশিপ বিট্যুইন বাংলাদেশ অ্যান্ড চায়না ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পান জিয়াদুল ইসলাম (আমাদের সময়), এস এ এম হামিদউজ্জামান (যুগান্তর) ও তানজিলা খানম সাথী (বৈশাখী টেলিভিশন)। হাউ দ্য হাই কোয়ালিটি ডেভলপমেন্ট কনসেপ্ট ক্যাটাগরিতে মো. জাহিদুল ইসলাম (টিবিএস), জসিম উদ্দিন হারুন (ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস) ও সুশান্ত সাহা (চ্যানেল ৭১)।

সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলোজি ক্যাটাগরিতে দৌলত আক্তার মালা (ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস), ইব্রাহিম হোসাইন (বিজনেস পোস্ট) ও তাওহিদ রাহমান (ইটিভি)। বেস্ট অ্যান্ড রোড ইনিসিয়েটিভ ক্যাটাগরিতে আব্বাস উদ্দিন নয়ন (টিবিএস), ইকবাল আহসান (চ্যানেল ২৪) ও মো. হাসানুল আলম শোয়ান।

অন্যান্য ক্যাটাগরিতে বাবু কামরুজ্জামান (চ্যানেল ২৪), এফ এইচ এম হুমায়ুন কবীর (ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস, আহসান হাবিব (দ্য ডেইলি স্টার), এস এম আলমগীর (সময়ের আলো), হাসান আরিফ (বিজনেস পোস্ট)।

daily sun
05-Feb-24 Page:1 Size:1642025 col*inch
Reach: 75

Import duty to be reduced on essentials: Ahasanul

Daily Sun Report, Dhaka

State Minister for Commerce Ahasanul Islam Titu said that Bangladesh is going to import onion and sugar ahead of Ramadan and reduce duty on the imported goods.

He was speaking at the Bangladesh China Chamber of Commerce and Industry-Economic Reporters Forum (BCCCI-ERF) Journalism Award 2023 ceremony.

Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) President Mahbubul Alam and Deputy Chief of Mission of the Chinese Embassy in Bangladesh Yan Hualong were present as the special guests on the occasion.

BCCCI President Gazi Golam Murtoza presided over the event while BCCCI Secretary Al Mamun Mridha and ERF President Mohammad Refayet Ullah Mirdha, ERF General Secretary Abul Kashem conducted the event.

The state minister said that the Prime Minister has given instructions to reduce the duty of imported essential goods during Ramadan. He said the National Board of Revenue (NBR) is working on this issue.

The state minister added onion and sugar will be imported from India through Trading Corporation of Bangladesh (TCB).

"It is important to uphold the rights of consumers. An amount of 13 lakh tonnes of essential goods will need to be imported during Ramadan. So, there will be no shortage."

He said that if the supply system is fixed, it is possible to ensure the fair prices of the products.

The state minister urged the people concerned to take initiatives to narrow the huge trade deficit with China. "Steps should have to be taken to bring Chinese investment to Bangladesh," he added.

A total of 17 journalists were awarded in five categories on Chinese trade. The recipients included Ziadul Islam from Amader Shomoy, S A M Hamid-Uz-Zaman from Daily Jugantot, Tanjila Khanam Sathi from Boishakhi Television, and Mohammad Jahidul Islam from The Business Standard, Jasim Uddin Haroon from Financial Express, Sushanta Sinha from Ekattor TV, Doulot Akter Mala from Financial Express, Ibrahim Hossain Ovi from The Business Post and Tawhidur Rahman from Ekushey TV.

The recipients also included Abbas Uddin Noyon from The Business Standard, Iqbal Ahsan from Channel-24, Md Hasanul Alam Shaon from NTV, Babu Kamruzzaman from News 24, F H M Humayan Kabir from Financial Express, Ahsan Habib from The Daily Star, S M Alamgir from Somoyer Alo, and Hasan Arif from The Business Post.

The Business Post
05-Feb-24 Page:1 Size:1738748 col*inch
Reach: 62

Two Business Post journalists win BCCCI-ERF Award

Staff Correspondent
04 Feb 2024 21:56:41 | Update: 04 Feb 2024 21:56:41

— Courtesy Photo

Hasan Arif and Ibrahim Hossain Ovi of The Business Post have won the BCCCI-ERF Journalism Award.

Arif won the award for his report on blue economy, headlined 'Intangible marine resources: Domestic and foreign investment almost at zero', and Ovi for his report on technology, headlined 'No better time than now for tech adoption'.

— Courtesy Photo

The duo was given crests, certificates and cheques of award money during a ceremony at Pan Pacific Sonargaon Hotel in Dhaka on Sunday.

Apart from them, 17 other journalists also won this award in different categories.

State Minister for Commerce Ahsanul Islam Titu attended the award-giving ceremony as the chief guest while FBCCI President Mahbubul Alam and Deputy Chief of Mission of the Chinese Embassy in Bangladesh Yan Hualong as the special guests.

Bangladesh-China Chamber of Commerce and Industry (BCCCI) President Gazi Golam Murtoza Pappa presided over the event moderated by BCCCI Secretary General Al Mamun Mridha, and Economic Reporters' Forum (ERF) President Mohammad Refayet Ullah Mirdha and General Secretary Abul Kashem.

Other awardees are Ziadul Islam of Dainik Amader Shomoy, Tanjila Nijhum Sathi of Baishakhi Television, Zahidul Islam and Abbas Uddin Nayan of The Business Standard, Jasim Uddin Haroon, Daulat Akhtar Mala and FHM Humayon Kabir of Financial Express, Sushant Sinha of Ekattar TV, Tauhidur Rahman of Ekushey TV, Iqbal Ahsan of Channel 24, Hasibul Alam Shaon of NTV, Babu Kamruzzaman of News 24, Ahsan Habib of Daily Star and SM Alamgir of Shomoyer Alo.

risingbd.com
05-Feb-24 Page:1 Size:1304980 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 14,061

এ বছরেই বাংলাদেশে শাখা খুলবে চীনা ব্যাংক

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে চীন অন্যতম সহযোগী, এ কথা উল্লেখ করে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনার আহ্বান জানিয়েছেন। চলতি বছরের মধ্যে বাংলাদেশে চীনের বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা খোলা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

Risingbd Google News

রোববার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর একটি হোটেলে 'বিসিসিসিআই ইআরএফ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড' বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ তথ্য জানান।

ইআরএফ সভাপতি মো. রেফায়েত উল্লাহ মিরধার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত চীনের ডেপুটি মিশন প্রধান ওয়ান হুয়ালং ও এফবিসিসিআইর সভাপতি মাহবুবুল আলম। বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিসিসিআই) সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। সঞ্চালনা করেন ইআরএফ'র সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

এবার পাঁচ ক্যাটাগরিতে অর্থনীতি বিটের ১৫ জন সাংবাদিক বিসিসিসিআই ইআরএফ পদক পেয়েছেন। পদকপ্রাপ্তদের হাতে ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও ডামি চেক তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও অন্য অতিথিরা।

প্রধান অতিথির ভাষণে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, গত মাসে আমরা তাৎক্ষণিক লেনদেনে (আরটিজিএস) চীনা মুদ্রাকে যুক্ত করেছি। সেই সঙ্গে চীনের ব্যাংক যদি আসে, তাহলে আমাদের আমদানি-রপ্তানিতে আরও একটি মাইলফলক তৈরি হবে। চীনের ডেপুটি মিশন প্রধান কথা দিয়েছেন, চলতি বছরের মধ্যে বাংলাদেশে তাদের ব্যাংক শাখা খুলবে।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, চীন এখন বাংলাদেশের অন্যতম বড় উন্নয়ন সহযোগী। তাদের সঙ্গে আমাদের বড় বাণিজ্য ঘাটতি আছে। আমাদের আম আর সবজি চীনে রপ্তানি করে এ ঘাটতি কমাতে পারব না; দরকার বিনিয়োগ। চীনা বিনিয়োগকারীদের বলব, বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশে ভালো লোকেশন, আছে বন্দর সুবিধা। ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলও তৈরি হচ্ছে। এসব জোনে তারা বিনিয়োগ করতে পারেন।

তিনি বলেন, সামনে রমজান, আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ। চিনি, তেল আমাদের ৯০ ভাগ আমদানি করতে হয়। এসব পণ্য আমদানিতে ট্যাক্স কমানোর প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী সম্মতি দিয়েছেন। এনবিআর ট্যাক্স যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে এলে রমজানে ভোক্তারা এর সুবিধা পাবেন।

ভারত থেকে নিত্যপণ্য আমদানির প্রতিবন্ধকতা দূর হয়েছে, উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আগামী রমজানে ব্যবহার করার মতো চিনি ও পেঁয়াজ যাতে সহজে দেশে আসতে পারে, এ বিষয়ে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। বিশেষ করে, পেঁয়াজ ও চিনি টিসিবির মাধ্যমে ১ কোটি পরিবারকে দেওয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে সরবরাহে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

বাংলাদেশ ও চীনের সম্পর্ক দিন দিন আরো গভীর হবে, উল্লেখ করে চীনের ডেপুটি মিশন প্রধান ওয়ান হুয়ালং বলেন, ইআরএফ'র সদস্যরা তাদের প্রতিবেদনের মাধ্যমে দুই দেশের ব্যবস্যা-বাণিজ্য এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা ও সমস্যা তুলে ধরেছেন। এসব বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হবে। আমরা দুই দেশের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য একসঙ্গে কাজ করব। বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সহযোগিতা অব্যাহত রাখা হবে।

05-Feb-24 Page:1 Size:191763 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 4,065

TBS journalists Abbas Uddin, Jahidul Islam receive BCCCI-ERF Award

Photo: TBS

The Business Standard's Chief Reporter Abbas Uddin Noyon and Senior Reporter Mohammad Jahidul Islam have received the Bangladesh China Chamber of Commerce and Industry-Economic Reporters Forum (BCCCI-ERF) Journalism Award 2023.

The awards were presented in an event at the Sonargaon Hotel in the capital recently. State Minister for Commerce Ahsanul Islam Titu was the chief guest on the occasion.

Photo: TBS

Abbas Uddin Noyon won the first prize for Best Reporting Award in the 'Belt and Road Initiative (BRI)' category for a report titled 'How China's Belt and Road changing Bangladesh's economy and infrastructures'.

Keep updated, follow The Business Standard's Google news channel

Photo: TBS

Mohammad Jahidul Islam won the first prize for Best Reporting Award in the 'How the high-quality development policy of China helped Bangladesh' category for a report titled 'China opportunity beckons Bangladesh. How to seize it?'.

A total of 68 news articles were submitted in five categories for the BCCCI-ERF Journalism Award this year. According to the scores given by the six-member jury board, 12 winners were awarded first, second and third places in four categories.

In another category, the first and second place winners were one each, but the third place was held jointly by three winners. Altogether 17 journalists received awards in five categories.

The award was jointly launched by BCCCI and ERF in 2020 to highlight the growing trade and economic ties between Bangladesh and China.

05-Feb-24 Page:1 Size:167207.5 col*inch
Tonality: Neutral, Reach: 4,065

PM consents to reducing duty on import of essentials: Ahsanul

"All related to supply chain should have to be brought into a single platform to establish the rights of the consumers through a nice policy," said State Minister for Commerce Ahsanul Islam Titu.

Prime Minister Sheikh Hasina has given consent for reducing the duty of essentials at import stage, State Minister for Commerce Ahsanul Islam Titu said today (4 February).

"We've challenges centering the ensuing month of Ramadan and we've taken notable steps to address those. We've to import 90% of the total domestic demand for edible oil and sugar. The prime minister has given consent for lowering import duty following our proposals. Hopefully the NBR will lower the import duty to a rational rate soon and the consumers will get benefits during the month of Ramadan," he said.

The state minister said this while addressing the 'BCCCI-ERF Journalism Award' held at a city hotel today. The award was given to the journalists for their best reports in five different categories.

Keep updated, follow The Business Standard's Google news channel

Presided over by ERF president Refayet Ullah Mirdha, its general secretary Abul Kashem moderated the function.

FBCCI president Mahbubul Alam, Minister Counselor and Deputy Chief of Mission of Chinese Embassy in Bangladesh Yan Hualong, Bangladesh China Chamber of Commerce and Industry (BCCCI) president Gazi Golam Mortuza and general secretary Al Mamun Mirdha spoke on the occasion.

The state minister said the current stockpile of rice in the country is around 18 lakh metric tonnes and this is sufficient for the country compared to its demand.

Noting that the supply of essential items during the Month of Ramadan would remain uninterrupted, Ahsanul said it is now high time to work on the fine tuning of the supply chain starting from producers, manufactures to importers, wholesalers and retailers.

"The consumers will get essentials at fair prices if the initiative becomes successful," he added.

Mentioning that Prime Minister Sheikh Hasina has already made coordination among the Ministries of Commerce, Agriculture, Fisheries and Livestock, he said that the Ministry of Commerce does not work on production, import, and export, rather work on policy issues.

"All related to supply chain should have to be brought into a single platform to establish the rights of the consumers through a nice policy."

Regarding the issue of importing sugar and onion from India, Ahsanul said his Indian counterpart has assured of simplifying the process for importing such essential items.

The state minister said the state-run Trading Corporation of Bangladesh (TCB) provides essential items to some one crore families round the year every month including in the Month of Ramadan. In continuation of this, he said onion and sugar would be imported from India which would have a positive impact.

Apart from the TCB, Ahsanul said the government also wants to ensure a smooth supply chain through ensuring additional supply.

FBCCI president Mahbubul Alam said that the country's economy is moving ahead and will continue to move.

"If all concerned work in a concentrated way, then it will be possible to build a nice country," he added.

The chief of the country's apex trade body also assured that the FBCCI would extend all sorts of cooperation to the Chinese investors in case of their investments in Bangladesh.

ইনকিলাব.কম
05-Feb-24 Page:1 Size:1128186 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 11,092

ঢাকায় হবে চীনের বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা

অর্থনৈতিক রিপোর্টার

বাংলাদেশের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ককে আরও গতিশীল করতে এ বছরই ঢাকায় চীনা বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা প্রতিষ্ঠা করতে চায় চীন।

গতকাল রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (বিসিসিসিআই-ইআরএফ) আয়োজিত 'বেস্ট রিপোর্টিং' অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে চীনা দূতাবাসের মিনিস্টার কাউন্সিলর এবং ডেপুটি চিফ অব মিশন ইয়ান হুয়ালং এ কথা বলেন। তিনি জানান, আগামী মার্চ-এপ্রিলের মধ্যেই ঢাকায় চীনা দূতাবাসের আরেকটি নতুন ভিসা সেন্টার চালু হবে। একই সঙ্গে চলতি বছরেই ঢাকা ও বেইজিংয়ের মধ্যে সরাসরি বিমান ফ্লাইট চালু করা হবে। বর্তমানে ঢাকা থেকে চীনের কয়েকটি শহরে সরাসরি ফ্লাইট থাকলেও দুই রাজধানী শহরের মধ্যে কোনও সরাসরি ফ্লাইট নেই। ইয়ান হুয়ালং বলেন, বাংলাদেশ অর্থনীতি এখন দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে দ্বিতীয় এবং সারা বিশ্বের মধ্যে ৩৩তম জায়গা দখল করে নিয়েছে। করোনা ও যুদ্ধ-পরবর্তী বৈশ্বিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং প্রেসিডেন্ট সি চিং পিংয়ের নেতৃত্বে দেশ দুটি নানা চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে অর্থনিতিক উন্নয়নের ধারা বজায় রেখেছে বলেও জানান তিনি।

রোজার মাসে নিত্যপণ্যের বাজার ঠিক রাখাকে 'বড় চ্যালেঞ্জ' বলে মনে করছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। প্রতিমন্ত্রী বলেন, রমজানে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে। আমাদের এখন দরকার উৎপাদক ও আমদানিকারক থেকে হোলসেলার এবং রিটেইলারদের সাপ্লাই চেইন নিয়ে কাজ করা। এটা করতে পারলে আমাদের ভোক্তারা ন্যায্যমূল্যে পণ্য পাবেন। তিনি বলেন, যারা নিত্যপণ্য আমদানি করে, সেসব আমদানিকারকদের আমরা ডেকেছি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় ও মৎস্য মন্ত্রণালয়কে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী একটি সমন্বয় করে দিয়েছেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কিছুই উৎপাদন, আমদানি বা রপ্তানি করে না বরং পলিসি নিয়ে কাজ করে। সেই পলিসিগুলো দিয়ে যদি সবার সমন্বয়ে ভোক্তাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তাহলে সাপ্লাই চেইনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সবাইকে একটি প্লাটফর্মে নিয়ে আসতে হবে। রোজার মাসে নিত্যপণ্যের বাজার ঠিক রাখাকে 'বড় চ্যালেঞ্জ' বলে মনে করছেন প্রতিমন্ত্রী টিটু।

তিনি বলেন, রমজানকে ঘিরে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছি। বিশেষ করে চিনি ও তেলের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এসব পণ্য প্রায় ৯০ ভাগ আমদানি করতে হয়। আমরা আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী এতে সম্মতি দিয়েছেন। আশা করছি অতিদ্রুত ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ এই শুল্ক একটি যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসবে। এটা করতে পারলে আমদের আগামী রমজানে ভোক্তারা একটা সুবিধা পাবে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ-চায়না চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধিদের উদ্দেশে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আপনারা জানেন, চায়নার সঙ্গে সবচেয়ে বড় ট্রেড গ্যাপ। এই গ্যাপ পূরণ করতে আমাদের কাজ করতে হবে। আমরা যদি মনে করি আম বা সবজি রপ্তানি করে রাতারাতি ২২-২৩ বিলয়ন ডলারের রপ্তানি গ্যাপ পূরণ করে ফেলব, এই চিন্তা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। যে পণ্যগুলো আমরা চায়না থেকে আমদানি করছি সেই আমদানি প্রতিস্থাপন যদি বাংলাদেশী শিল্পকারখানার সহায়তায় করতে পারি এবং এগুলো যদি রপ্তানি করতে পারি তাহলে এ গ্যাপটা দ্রুত কমে আসবে। অনুষ্ঠানে জানানো হয়, পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিকরা দেশের বিভিন্ন পত্রিকা, টেলিভিশন এবং অনলাইন নিউজ পোর্টালে কাজ করেন, যারা 'ইআরএফ'র সদস্য। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, প্রতিবেদনের মাধ্যমে দেশ ও জাতির প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরা বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করে যারা আজ পুরস্কার পাচ্ছেন এবং এর সহযোগী যারা রয়েছেন তাদের সবাইকে অভিনন্দন। প্রতিটি শাখায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিসেবে তিনজনকে পুরস্কৃত করা হয়। ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট ছাড়াও প্রথম পুরস্কারের অর্থমূল্য ১ লাখ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ৭৫ হাজার টাকা এবং তৃতীয় পুরস্কার ৫০ হাজার টাকা। প্রথম চারটি শাখায় মোট ১২ জন পুরস্কার পেয়েছেন। আর 'অন্যান্য' শাখায় প্রথম ও দ্বিতীয় বিজয়ীর পর তিনজন যৌথভাবে তৃতীয় হয়েছেন। যৌথভাবে তৃতীয় হওয়া প্রত্যেকে ২০ হাজার টাকা করে পেয়েছেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন এফবিসিসিআই সভাপতি মো. মাহবুবুল আলম এবং বাংলাদেশে চীনা দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশন ইয়ান হুয়ালং। বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিসিআই) সভাপতি গাজী গোলাম মুর্তজা পাপ্পার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বিসিসিআই এর সেক্রেটারি আল মামুন মৃধা, ইআরএফ সভাপতি মোহাম্মদ রেফায়েত উল্লাহ মৃধা এবং অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইআরএফ এর সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।##

Dhaka seeks operation of Chinese bank in Bangladesh to facilitate yuan trade

State Minister of Commerce Ahsanul Islam has urged the Chinese government to initiate the operations of a Chinese bank in Bangladesh to facilitate the use of yuan for bilateral trade.

"The Chinese currency has been recognised by the government as the official currency since last month to facilitate trade with China for Bangladesh," he mentioned during the Economic Reporters Forum (ERF) and China Bangladesh Chamber of Commerce Industry (BCCCI) Journalism Award ceremony held at the Sonargaon Hotel in the capital on Sunday.

Conducted by ERF General Secretary Abul Kashem, the event featured speeches from Minister Counsellor and Deputy Chief of Mission at the Embassy of China in Bangladesh Hualong Yan, Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry President Md Mahbubul Alam, BCCCI President Gazi Golam Murtoza, its Secretary Al Mamun Mridha, and ERF President Rehayet Ullah Mirdha."

Keep updated, follow The Business Standard's Google news channel

Mentioning that Bangladesh has the potential to become a global trade hub, Ahsanul said, "The bilateral trade gap with China is substantial – around $22 billion. Increasing China's investment in the country is essential to narrowing this gap. We can potentially reduce this disparity by re-exporting products made through China's investment."

He added that achieving the goal of smart market management requires identifying and addressing the issues in market management.

> "Increasing China's investment in the country is essential to narrowing this gap. We can potentially reduce this disparity by re-exporting products made through China's investment."

He said the commerce ministry oversees both imports and exports, implementing business-supportive policies aimed at safeguarding consumer interests. Specific initiatives, particularly concerning Ramadan products, have been introduced. The National Board of Revenue has been urged to consider reducing duties on essential items such as oil, chickpeas, chilies, pulses, and onions.

"The prime minister also supports this stance, and we anticipate that the supply of these products will remain uninterrupted," he mentioned.

The state minister assured, "There is a sufficient stock of food products for the upcoming Ramadan. Proposals have been submitted to the prime minister to reduce import duties on some other products, with the hope that they will positively impact consumers during Ramadan."

He mentioned that the country currently has 18 lakh tonnes of rice in stock, and an additional 13 lakh tonnes of food grains have been imported. The supply of various products is expected to remain normal during the month of fasting.

"We are engaged in coordinating efforts at the production, import, and export levels. Collaborative endeavours with all stakeholders are ongoing," he added.

FBCCI President Mahbubul Alam stated that Bangladesh has grown from a $90 billion economy to a $470 billion one. The country is now on the path toward becoming a trillion-dollar economy.

"The China Chamber has been encouraged to collaborate in order to boost Chinese investment in Bangladesh," he added.

BCCCI President Gazi Golam Murtoza said, "We regularly present awards in collaboration with ERF. This initiative is commendable for the people of the country, especially the journalists."

At the ceremony, the State Minister for Commerce presented crests, certificates, and checks to 15 journalists, including The Business Standard Chief Reporter Abbas Uddin Nayan and Senior Reporter Jahidul Islam.

A total of 68 news articles were submitted in five categories for the BCCCI-ERF Journalism Award this year. According to the scores given by the six-member jury board, 12 winners were awarded first, second, and third places in four categories.

In another category, the first and second-place winners were one each, but the third place was held jointly by three winners. Altogether, 17 journalists received awards in five categories.

The award was jointly launched by BCCCI and ERF in 2020 to highlight the growing trade and economic ties between Bangladesh and China.

newsG24.com
05-Feb-24 Page:1 Size:1178744 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 77

রমজানে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে : বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

নিউজজি প্রতিবেদক ৪ ফেব্রুয়ারি , ২০২৪, ১৬:৫১:৪২

NewsG24 এর নিউজ পেতে অনুসরণ করুন গুগল নিউজ (Google News) ফিডটি।

ঢাকা: বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেছেন, 'রমজানে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে। আমাদের এখন দরকার উৎপাদক ও আমদানিকারক থেকে হোলসেলার এবং রিটেইলারদের সাপ্লাই চেইন নিয়ে কাজ করা। এটা করতে পারলে আমাদের ভোক্তারা ন্যায্যমূল্যে পণ্য পাবেন।'

রোববার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ইআরএফ-বিসিসিসিআই বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'এই মুহূর্তে আমাদের চালের রিজার্ভ আছে প্রায় ১৮ লাখ টন। এটা আমাদের চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত।'

'যারা নিত্যপণ্য আমদানি করে, এমন আমদানিকারকদের আমরা ডেকেছি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় ও মৎস্য মন্ত্রণালয়কে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী একটি সমন্বয় করে দিয়েছেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় উৎপাদন, আমদানি বা রপ্তানি করে না বরং পলিসি নিয়ে কাজ করে। সেই পলিসিগুলো দিয়ে যদি সবার সমন্বয়ে ভোক্তাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তাহলে সাপ্লাই চেইনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত সবাইকে একটি প্লাটফর্মে নিয়ে আসতে হবে।'

তিনি বলেন, 'সামনে রমজানকে ঘিরে বড় চ্যালেঞ্জ। রমজানকে ঘিরে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছি। বিশেষ করে চিনি ও তেলের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। এসব পণ্য প্রায় ৯০ শতাংশ আমদানি করতে হয়। আমরা আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী এতে সম্মতি দিয়েছেন। আশা করছি অতি দ্রুত ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ এই শুল্ক একটি যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসবে। এটা করতে পারলে রমজানে ভোক্তারা একটা সুবিধা পাবে।'

আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, 'ভারতের সাথে আমাদের পিঁয়াজ এবং চিনি আমদানি নিয়ে একটি প্রতিবন্ধকতা ছিল। ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সাথে আমাদের কথা হয়েছে। রমজান উপলক্ষ্যে পিঁয়াজ ও চিনি আমদানির প্রক্রিয়া সহজ করা হবে। রমজানে টিসিবি থেকে ভোক্তা পর্যায়ের এক কোটি পরিবারকে আমরা পাঁচটি প্রয়োজনীয় পণ্য (চাল, চিনি, তেল, ডাল, ছোলা) দেই। এটার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ভারত থেকে পিঁয়াজ ও চিনি আমদানি করা হবে।

এতে করে আমাদের সাপ্লাই চেইনের ওপর একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। আমরা শুধু টিসিবির মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা দিতে চাচ্ছি না বরং অতিরিক্ত সাপ্লাইয়ার তৈরি করতে চাচ্ছি, যাতে বাজারের অন্যান্য অংশে সাপ্লাইটা স্মুথ হয়।'

নিউজজি/এমএফ

The Business Post
05-Feb-24 Page:1 Size:1092438 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 62

বিসিসিসিআই-ইআরএফ অ্যাওয়ার্ড পেলেন বিজনেস পোস্টের হাসান আরিফ

নিজস্ব প্রতিবেদক
০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ১৯:১৫:৪৬ | আপডেট: ১৪ ঘণ্টা আগে

বিসিসিসিআই-ইআরএফ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন বিজনসনস পোস্টের হাসান আরিফ। ব্লু ইকোনোমিতে হাসান আরিফ এ পুরস্কার পেয়েছেন।

হাসান আরিফের নিউজের শিরোনাম ছিল 'অধরা সমুদ্র সম্পদ: দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ প্রায় শুন্যের কোঠায়'।

রোববার রাজধানীর একটি পাঁচ তারকা হোটেলে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এছাড়া বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে আরও ১৭ জন সাংবাদিক এ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। পুরস্কার হিসেবে ক্রেস্ট, সনদ এবং নগদ টাকার চেক দেওয়া হয় বিজয়ীদের।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। বিশেষ অতিথি ছিলেন এফবিসিসিআই সভাপতি মো. মাহবুবুল আলম এবং বাংলাদেশে চীনা দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশন ইয়ান হুয়ালং।
বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিসিআই) সভাপতি গাজী গোলাম মুর্তজা পাপ্পার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বিসিসিআই এর সেক্রেটারি আল মামুন মৃধা, ইআরএফ সভাপতি মোহাম্মদ রেফায়েত উল্লাহ মৃধা এবং অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইআরএফ এর সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

হাসান আরিফ এর আগে একাধিকবার বিভিন্ন সংগঠনের বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ইআরএফ বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড এবং ডিআরইউ বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড। এছাড়া তিনি ইআরএফ এবং ডিআরইউর কার্যনির্বাহী কমিটিতে সর্বাধিক ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।

বিসিসিআই-ইআরএফ অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে অন্যান্য অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত সাংবাদিকরা হলেন- দৈনিক আমাদের সময়ের জিয়াদুল ইসলাম, বৈশাখী টেলিভিশনের তানজিলা নিঝুম সাথী, দ্য বিজনেস স্টান্ডার্ডের জাহিদুল ইসলাম ও আব্বাস উদ্দিন নয়ন, ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের জসিম উদ্দিন হারুন, দৌলত আক্তার মালা ও এফএইচএম হুমায়ন কবীর, একাত্তর টিভির সুশান্ত সিনহা, দ্য বিজনেস পোস্টের ইব্রাহিম হোসেন অভি, একুশে টিভির তৌহিদুর রহমান, চ্যানেল টুয়েন্টি ফোরের ইকবাল আহসান, এনটিভির হাসিবুল আলম শাওন, নিউজ টুয়েন্টি ফোরের বাবু কামরুজ্জামান, ডেইলি স্টারের আহসান হাবিব এবং সময়ের আলোর এসএম আলমগীর।

বার্তা২৪
05-Feb-24 Page:1 Size:841681 col*inch
Reach: 5,493

কারা পেলেন বিসিসিসিআই অ্যাওয়ার্ড

০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

ছবি: বার্তা২৪.কম

বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অফ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি ও ইকোনমিক রিপোর্টার ফোরাম বেস্ট রিপোর্টিং এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে।

রোববার (৪ ফেব্রুয়ারি) সোনারগাঁও হোটেলের বলরুমে বিসিসিসিআই ও ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম যৌথ উদ্যোগে এই অ্যাওয়ার্ডস প্রদান করা হয়।

পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ৭২টি প্রতিবেদন পর্যালোচনা মোট ১৭জন ইকোনমিক জার্নালিস্ট এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয় সেখানে।

অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তরা হলেন, দ্য ডেইলি স্টারের সিনিয়র রিপোর্টার আহাসান হাবিব, সময়ের আলোর বিজনেস এডিটর এইচ এম মাহামুদুল, কমার্শিয়াল এক্সপ্রেসের স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট এস এম হুমাউন কবীর। নিউজ২৪ - এর সিনিয়র রিপোর্টার বাবু কামরুজ্জামান।

সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ক্যাটাগরিতে একুশে টেলিভিশনের সিনিয়র রিপোর্টার তহিদুর রহমান। বিজনেস পোস্টের প্লানিং এডিটর ইব্রাহিম হোসাইন কবীর। ফাইনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট দৌলত আক্তার মালা।

হাই কোয়ালিটি ডেভলপমেন্ট ক্যাটাগরিতে একাত্তর টেলিভিশন স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট সুশান্ত সিনহা, ফাইনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট জসিম উদ্দিন হারুন। বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকার সিনিয়র রিপোর্টার জাহিদ হাসান।

বেইল্ড এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ ক্যাটাগরিতে এন টিভির সিনিয়র রিপোর্টার হাসানুর আলম শাওন, চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের বিজনেস এডিটর ইকবাল আহসান। বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড সিনিয়র রিপোর্টার আব্বাস উদ্দিন নয়ন।

এছাড়া চায়না রিলেশনশিপ ক্যাটাগরিতে তৃতীয় স্থান অর্জন করেন বৈশাখি টেলিভিশন সিনিয়র রিপোর্টার তানজিলা খানম সাথি। দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন দৈনিক যুগান্তর সিনিয়র রিপোর্টার এস এ এম হামিদুজ্জামান, দৈনিক আমাদের সময়ের রিপোর্টার জিহাদুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানে বাণিজ্যমন্ত্রী আহসানুল ইসলান টিটু প্রধান অতিথি হিসেবে অ্যাওয়ার্ডস প্রাপ্তদের হাতে ক্রেস্ট তুলে দেন। অনুষ্ঠানে ফেডারেল বাংলাদেশ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি মো. মাহবুব আলম, চায়না অ্যাম্বাসির ডেপুটি চিফ ইয়ান হ্যালোং সহ ইকোনমিক রিপোর্টার ফোরামের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

05-Feb-24 Page:1 Size:1394295 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 2,733

বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের কৌশলগত উন্নয়ন সম্পর্ক আরো বাড়বে

০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪,

রাশিদুল ইসলাম: [২] ঢাকায় চীন দূতাবাসের মিনিস্টার কাউন্সিলর ইয়ান হুয়া লং বলেছেন বাংলাদেশের সঙ্গে তার দেশের কৌশলগত উন্নয়ন সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরো বাড়বে। তিনি রোববার বিসিসিসিআই-ইআরএফ 'বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড' অনুষ্ঠানে একথা বলেন। ১৭ জন সাংবাদিককে বাংলাদেশ-চীন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ওপর পুরস্কার দেওয়া হয়।

[৩] বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিসিসিসিআই) ও ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। রাজধানীর সোনারগাঁ হোটেলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু।

[৪] বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, চীনের সঙ্গে বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি মেটাতে দেশটি থেকে আমদানিকৃত পণ্যের শিল্পায়নে বাংলাদেশে বিনিয়োগ প্রয়োজন। আম বা সব্জির মত কোনো পণ্য রফতানি করে এতদ্রুত এ বাণিজ্য ঘাটতি মেটানো সম্ভব হবে না।

[৫] দ্বিতীয়বারের মতো বিসিসিসিআই ও ইআরএফ যৌথভাবে এ ধরনের অ্যাওয়ার্ডের আয়োজন করা হয়। এতে ইআরএফের ৬৮ জন সদস্য প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পর বাংলাদেশ চীনের সম্পর্কের বিভিন্ন খাতভিত্তিক ৫টি ক্যাটাগরিতে ১৭টি রিপোর্টকে সেরা হিসেবে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিজয়ী রিপোর্টারদের ক্রেস্ট, সনদ ও ১ লাখ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

[৬] বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী, এফবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট মাহবুবুল আলম, বিসিসিসিআই প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটার, ইআরএফ সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মৃধাসহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্যরা।

[৭] বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এফবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট বলেন, বাংলাদেশ একটি বিনিয়োগবান্ধব যায়গা। চীনের বিনিয়োগকারীরা এখানে বিনিয়োগ করতে পারেন।

[৮] ইআরএফ প্রেসিডেন্ট বলেন, চীনের বিনিয়োগকারীরা প্রজেক্ট ফাইন্যান্স করতে চায়। এটিও একটি ভালো দিক। তবে দেশের অবকাঠামো খাতে চীনা বিনিয়োগ আরো বেশি জরুরি।

[৯] এবছর চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনেশিয়েটিভ ও বাংলাদেশের উন্নয়ন, আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স, ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভ্যুলেশনসহ দ্বি-পক্ষীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হস্তান্তর ও অন্যান্য (ব্লু-ইকোনমি, ট্যুরিজম, কালচার, এজুকেশন, হসপিটালিটি) ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দেওয়া হয়।

[১০] এ বছর প্রতিটি ক্যাটাগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিসেবে তিনজনকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট ছাড়াও প্রথম পুরস্কারের অ্যাওয়ার্ড মানি এক লাখ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কারের অ্যাওয়ার্ড মানি ৭৫ হাজার টাকা ও তৃতীয় পুরস্কারের অ্যাওয়ার্ড মানি ৫০ হাজার টাকা।

[১১] প্রথম চারটি ক্যাটাগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার হিসেবে ১২ জন বিজয়ী হয়েছেন। অন্যান্য ক্যাটাগরিতে প্রথম ও দ্বিতীয় বিজয়ীর পর তৃতীয় ক্যাটাগরিতে ইআরএফের তিনজন যৌথভাবে তৃতীয় হয়েছেন। অর্থাৎ, এ বছর সব মিলিয়ে ইআরএফের ১৭ জন সদস্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। যৌথভাবে তৃতীয় হওয়া প্রত্যেকে ২০ হাজার টাকা করে পাবেন।

[১২] পুরস্কার বিজয়ীরা হলেন, দ্য ডেইলি স্টারের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক আহসান হাবিব, সময়ের আলো পত্রিকার বাণিজ্য সম্পাদক এসএম আলমগীর এবং দ্য রিপোর্ট ২৪ ডট কমের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক হাসান আরিফ, দৈনিক দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের বিশেষ প্রতিনিধি এফ এইচ হুমায়ুন কবীর, নিউজ টোয়েন্টিফোর টিভির জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক বাবু কামরুজ্জামান, একুশে টেলিভিশনের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক তৌহিদুর রহমান, দ্য বিজনেস পোস্টের পরিকল্পনা সম্পাদক ইব্রাহিম হোসেন অভি ও দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের বিশেষ প্রতিনিধি দৌলত আক্তার মালা। আরও রয়েছেন, একাত্তর টিভির বিশেষ প্রতিনিধি সুশান্ত সিনহা, দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের বিশেষ প্রতিনিধি জসিম উদ্দীন হারুন, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের জ্যৈষ্ঠ প্রতিবেদক মো. জাহিদুল ইসলাম, এনটিভির জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক হাসানুল আলম শাওন, চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের বাণিজ্য সম্পাদক ইকবাল আহসান, দৈনিক দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের প্রধান প্রতিবেদক আব্বাস উদ্দিন নয়ন, বৈশাখী টেলিভিশনের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক তানজিলা খানম সাথী, দৈনিক যুগান্তরের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক এস এ এম হামিদ-উজ-জামান ও দৈনিক আমাদের সময় পত্রিকার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জিয়াদুল ইসলাম।

অর্থসূচক
www.arthosuchak.com
05-Feb-24 Page:1 Size:1667316 col*inch
Reach: 2,175

বিসিসিসিআই-ইআরএফ 'বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড' প্রদান

2024-02-04 12:48:47

বাংলাদেশ-চীন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ওপর 'সেরা রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড' প্রদান অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিসিসিসিআই) ও ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

রবিবার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর সোনারগাঁ হোটেলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু।

এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআই'র প্রেসিডেন্ট মাহবুবুল আলম এবং চীনা দূতাবাসের মিনিস্টার কাউন্সিলর ইয়ান হুয়া লং। এছাড়া অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইআরএফ প্রেসিডেন্ট রেফায়েত উল্লাহ মৃধা।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, দ্বিতীয়বারের মতো বিসিসিসিআই ও ইআরএফ যৌথভাবে এ ধরনের অ্যাওয়ার্ডের আয়োজন করা হয়েছে। এতে ইআরএফের ৬৮ জন সদস্য প্রতিবেদন জমা দেন। এর মধ্য থেকে বাংলাদেশ চীনের সম্পর্কের বিভিন্ন খাতভিত্তিক ৫টি ক্যাটাগরিতে ১৭টি রিপোর্টকে সেরা হিসেবে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিজয়ী রিপোর্টারদের ক্রেস্ট, সনদ ও ১ লাখ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী, এফবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট মাহবুবুল আলম, বিসিসিসিআই প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারি, ইআরএফ সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মৃধাসহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, ভালো রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে মানুষের সামনে সত্য তুলে ধরা হয়। সাংবাদিকতা একটি চ্যালেঞ্জিং পেশা। সকল কাজে মিডিয়ার সহযোগীতা সবসময় চাই। এতে আমাদের কাজ অনেক সহজ হবে।

তিনি আরও বলেন, চায়না আমাদের দীর্ঘদিনের উন্নয়ন ও বাণিজ্য সহযোগী। দেশটির সাথে আমাদের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক গ্যাপ। সামনে চায়নার অর্থনীতিতে বড় চ্যালেঞ্জ আসছে। এটিকে আমাদের সুযোগ হিসেবে নিতে হবে।

এছাড়া আসন্ন রমজান মাস ঘিরে আমরা বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি। আমাদেরকে ভোজ্যতেলের ৯০ শতাংশই আমদানি করতে হয়। তবে প্রয়োজনীয় অনেক পণ্য মজুত রয়েছে। এর মধ্যে চাল মজুত রয়েছে ১৮ লক্ষ মেট্রিক টন। সুতরাং রমজান মাসে পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হবেও বলে জানান তিনি।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এফবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট বলেন, বাংলাদেশ একটি বিনিয়োগবান্ধব জায়গা। চায়নার বিনিয়োগকারীরা এখানে বিনিয়োগ করতে পারেন। সাংবাদিকদের লেখনীর মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি উপকৃত হচ্ছে। এর মাধ্যমে মানুষ সঠিক তথ্য জানতে পারে। অর্থনীতি এগিয়ে নিতে সামনে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এগুলো মোকাবেলা করতে পারলে দেশ এগিয়ে যাবে। এজন্য চায়নার বিনিয়োগ আমাদের দরকার।

ইআরএফ প্রেসিডেন্ট বলেন, দেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে বিজনেস সাংবাদিকদের একটু বেশি অবদান রয়েছে। ভবিষ্যতেও দেশকে এগিয়ে নিতে অবদান রাখবে সাংবাদিকেরা। বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ডের মতো প্রোগ্রাম ভবিষ্যতে আরও বাড়বে।

তিনি আরও বলেন, চায়নার বিনিয়োগকারীরা প্রজেক্ট ফাইন্যান্স করতে চায়। এটিও একটি ভালো দিক। তবে দেশের অবকাঠামো খাতে চায়নার প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিনিয়োগ করার আহ্বান জানান তিনি।

ট্রেড অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট রিলেশনশিপ বিটুইন বাংলাদেশ অ্যান্ড চায়না ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পান জিয়াদুল ইসলাম (আমাদের সময়), এসএএম হামিদুজ্জামান (যুগান্তর) ও জান্নাতুল ফেরদৌস সাথী (বৈশাখী টেলিভিশন)।

হাউ দ্য হাই কোয়ালিটি ডেভেলপমেন্ট কনসেপ্ট ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পান মো. জাহিদুল ইসলাম (টিবিএস), জসিম উদ্দিন হারুন (ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস) ও সুশান্ত সাহা (চ্যানেল ৭১)।

সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলোজি ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পান দৌলত আক্তার মালা (ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস), ইব্রাহিম হোসাইন (বিজনেস পোস্ট) ও তাওহিদ রাহমান (ইটিভি)।

বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পান আকাস উদ্দিন নয়ন (টিবিএস), ইকবাল আহসান (চ্যানেল ২৪) ও মো. হাসানুল আলম শোয়ান।

অন্যান্য ক্যাটাগরিতে পুরস্কার পান বাবু কামরুজ্জামান (চ্যানেল ২৪), এফএইচএম হুমায়ুন কবীর (ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস), আহসান হাবিব (দ্য ডেইলি স্টার), এসএম আলমগীর (সময়ের আলো), হাসান আরিফ (বিজনেস পোস্ট)।

অর্থসূচক/এএইচআর

bbarta24.net
সারাবেলা সব খবর
05-Feb-24 Page:1 Size:1084986 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 79

রমজানের আগেই পেঁয়াজ-চিনি আমদানি করা হবে: বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

প্রকাশ : ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, ১৭:০১

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেছেন, রমজানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। রমজান উপলক্ষ্যে ভারত থেকে পেঁয়াজ ও চিনি আনা হবে। ইতোমধ্যে ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে আমার কথা হয়েছে।

রবিবার ৪ ফেব্রুয়ারি, সকালে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের বলরুমে বিসিসিসিআই ও ইকোনমিক রিপোর্টাস ফোরাম যৌথ উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব বলেন তিনি।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্মার্ট বাজার ব্যবস্থার লক্ষ্য নিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কাজ শুরু করেছে। রমজানে যেহেতু চিনি ও তেলের চাহিদা বেশি থাকে, সেহেতু আমরা চিনি ও তেল আমদানিতে ভ্যাট অ্যান্ড ট্যাক্স কমানোর জন্য আবেদন করেছি। প্রধানমন্ত্রী তাতে সম্মতি দিয়েছেন।

আহসানুল হক বলেন, এবার টিসিবির আওতায় খেজুর, চিনি, চাল, ডাল, ছোলা দেওয়া হবে, যাতে সাধারণ মানুষ কমমূল্যে রমজানে এসব পণ্য কিনতে পারেন।

তিনি বলেন, ইতোমধ্যে আমাদের ১৮ লাখ মেট্রিক টন চাল মজুত আছে। এছাড়া ১৩ লাখ মেট্রিক টন চাল আমদানি করা হয়েছে। সব মিলিয়ে চালের কোনো সমস্যা বা দাম বাড়ানোর সুযোগ থাকছে না।

অনুষ্ঠানে চীনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগীর অন্যতম চীন। বিশেষ করে লজিস্টিক সাপোর্ট দিয়ে বাংলাদেশের সড়ক ও বড় স্থাপনা নির্মাণে বড় ভূমিকা রেখেছে তারা। আমরা চাই, চায়নার সঙ্গে আমাদের ট্রেড গ্যাপ রয়েছে, সেই গ্যাপটা পূরণ করতে। এছাড়া চাইনিজ ব্যাংক যদি বাংলাদেশ আসে, আমদানি-রফতানিতে আমাদের সুবিধা বাড়বে।

এসময় দেশে আমদানির চেয়ে রফতানি বাড়াতে নানা উদ্যোগ গ্রহণের কথা জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে ফেডারেল বাংলাদেশ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি মো. মাহবুব আলম, চায়না অ্যাম্বাসির ডেপুটি চিফ ইয়ান হ্যালোংসহ ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সভাপতি সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

বিবার্তা/জবা

যায়যায়দিন.কম
05-Feb-24 Page:1 Size:1009092 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 1,315

শুল্ক কমানোর প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী :প্রতিমন্ত্রী

যাযাদি রিপোর্ট

০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, ০০:০০

আহসানুল ইসলাম টিটু

আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্মতি দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু।

তিনি বলেন, 'রমজানকে ঘিরে বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এই মাসকে কেন্দ্র করে উলেস্নখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছি। চিনি ও তেলের ক্ষেত্রে পদক্ষেপও নেওয়া হচ্ছে। এসব পণ্য ৯০ ভাগ আমদানি করতে হয়। প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছি। এতে সম্মতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আশা করছি দ্রম্নত এনবিআর এই শুল্ক একটি যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসবে। এটা হলে রমজানে সুবিধা পাবেন ভোক্তারা।'

রোববার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ইআরএফ-বিসিসিসিআই বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন প্রতিমন্ত্রী। এতে সভাপতিত্ব করেন ইআরএফ সভাপতি রেফায়েত উলস্নাহ। পরিচালনা করেন ইআরএফ সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম। বক্তব্য রাখেন এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম, বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিসিসিসিআই) সভাপতি গাজী গোলাম মর্তুজা, সাধারণ সম্পাদক আল মামুন মৃধা।

তিনি বলেন, 'রমজানে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে। আমাদের চালের রিজার্ভ আছে, এই মুহূর্তে প্রায় ১৮ লাখ টন চালের রিজার্ভ। চাহিদার তুলনায় এটা পর্যাপ্ত। আসন্ন রমজান মাসে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে। এখন আমাদের দরকার উৎপাদক-আমদানিকারক থেকে হোলসেলার ও রিটেইলারদের যে সাপস্নাই চেইন তা নিয়ে কাজ করা। এটা সফল করতে পারলে ভোক্তারা ন্যায্যমূল্যে পণ্য পাবেন।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, নিত্যপণ্য আমদানিকারকদের আমরা ডেকেছি। বাণিজ্য, কৃষি ও মৎস্য মন্ত্রণালয়কে নিয়ে সমন্বয় করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় উৎপাদন-আমদানি বা রপ্তানি করে না বরং পলিসি নিয়ে কাজ করে। পলিসির সমন্বয়ে ভোক্তাদের অধিকার সু-প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সাপস্নাই চেইনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সবাইকে একটি পস্ন্যাটফর্মে নিয়ে আসতে হবে।'

পেঁয়াজ ও চিনির বিষয়ে তিনি বলেন, 'ভারতের সঙ্গে আমাদের পেঁয়াজ ও চিনি নিয়ে একটি প্রতিবন্ধকতা ছিল। ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী রমজান উপলক্ষে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানির প্রক্রিয়া সহজ করার কথা জানিয়েছেন। রমজানে টিসিবি থেকে ভোক্তা পর্যায়ে এক কোটি পরিবারকে আমরা খেজুরসহ পাঁচটি প্রয়োজনীয় পণ্য দেই। তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ভারত থেকে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানি করা হবে। এতে সাপস্নাই চেইনের ওপর একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। শুধুমাত্র টিসিবির মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা দিতে চাচ্ছি না, অতিরিক্ত সাপস্নাইয়ার তৈরি করতে চাচ্ছি। যাতে করে বাজারের অন্যান্য অংশে সাপস্নাইটা স্মুথ হয়।'

নয়া দিগন্ত.কম
05-Feb-24 Page:1 Size:966036 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 7,973

বাংলাদেশে চীনা ব্যাংকের শাখা খুলবে এ বছরই

বিশেষ সংবাদদাতা | ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, ০২:২৭

চীনকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অন্যতম সহযোগী দেশ উল্লেখ করে দু'দেশের মধ্যকার বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনার আহ্বান জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। এ ছাড়াও চলতি বছরের মধ্যে বাংলাদেশে চীনের বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা খোলা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে 'বিসিসিসিআই-ইআরএফ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড' বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ইআরএফ সভাপতি মো: রেফায়েত উল্লাহ মিরধার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত চীনের ডেপুটি মিশন প্রধান ওয়ান হুয়ালং ও এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম। এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে বিসিসিআই সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন ইআরএফ সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম। এবার পাঁচটি ক্যাটাগরিতে মোট ১৫ জন অর্থনৈতিক সাংবাদিক বিসিসিসিআই-ইআরএফ পদক পেয়েছেন।পদক প্রাপ্তদের হাতে ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও ডামি চেক তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও অন্যান্য অতিথিরা। বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, গত মাসে আমরা তাৎক্ষণিক লেনদেনে (আরটিজিএস) চীনা মুদ্রাকে যুক্ত করেছি। সেই সাথে চীনের ব্যাংক যদি আসে, তাহলে আমাদের আমদানি-রফতানিতে আরো একটি মাইলফলক তৈরি হবে। চীনের ডেপুটি মিশন প্রধান কথা দিয়েছেন, চলতি বছরের মধ্যে বাংলাদেশে তাদের ব্যাংক শাখা খুলবে।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, চীন এখন বাংলাদেশের অন্যতম বড় উন্নয়ন সহযোগী। তাদের সাথে আমাদের বড় বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে। আমাদের আম আর সবজি চীনে রফতানি করে এ ঘাটতি কমাতে পারব না; দরকার বিনিয়োগ। চীনা বিনিয়োগকারীদের বলব, বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ ভালো লোকেশন, রয়েছে বন্দর সুবিধা। ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলও তৈরি হচ্ছে। এসব জোনে তারা বিনিয়োগ করতে পারে।

তিনি বলেন, সামনে রমজান, আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ। চিনি, তেল আমাদের ৯০ ভাগ আমদানি করতে হয়। এসব পণ্য আমদানিতে ট্যাক্স কমানোর প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী সম্মতি দিয়েছেন। এনবিআর ট্যাক্স যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে এলে রমজানে ভোক্তারা এর সুবিধা পাবেন। ভারত থেকে নিত্যপণ্য আমদানিতে প্রতিবন্ধকতা ছিল, তা দূর হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আগামী রমজানে ব্যবহার করার মতো চিনি ও পেঁয়াজ যাতে সহজে দেশে আসতে পারে- এ বিষয়ে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সাথে কথা হয়েছে। বিশেষ করে পেঁয়াজ ও চিনি টিসিবির মাধ্যমে এক কোটি পরিবারকে দেয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে সরবরাহে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্মতি দিয়েছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, রমজানকে ঘিরে বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এই মাসকে কেন্দ্র করে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছি। চিনি ও তেলের ক্ষেত্রে পদক্ষেপও নেয়া হচ্ছে। এসব পণ্য ৯০ ভাগ আমদানি করতে হয়। প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছি। এতে সম্মতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আশা করছি দ্রুত এনবিআর এই শুল্ক একটি যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসবে। এটা হলে রমজানে সুবিধা পাবেন ভোক্তারা।

অনুষ্ঠানে চীনের ডেপুটি মিশন প্রধান ওয়ান হুয়ালং দু'দেশের সম্পর্ক দিন দিন আরো গভীর হবে উল্লেখ করে বলেন, ইআরএফের সদস্যরা তাদের প্রতিবেদনের মাধ্যমে দু'দেশের ব্যবস্যা-বাণিজ্য এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা ও সমস্যা তুলে ধরেছেন। এর ফলে এসব বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে। আমরা দু'দেশের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য একসাথে কাজ করব। বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সহযোগিতা অব্যাহত রাখা হবে।

প্রতিদিনের সংবাদ
05-Feb-24 Page:1 Size:1218496 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 2,251

মন্ত্রীদের তৎপরতা

রমজানে নিত্যপণ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকবে

- বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেছেন, 'রমজানে নিত্যপণ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকবে। আমাদের এখন দরকার উৎপাদক ও আমদানিকারক থেকে হোলসেলার এবং রিটেইলারদের সাপ্লাই চেইন নিয়ে কাজ করা। এটা করতে পারলে আমাদের ভোক্তারা ন্যায্যমূল্যে পণ্য পাবেন।'

গতকাল রবিবার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ইআরএফ-বিসিসিসিআই বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'এই মুহূর্তে আমাদের চালের রিজার্ভ আছে প্রায় ১৮ লাখ টন। এটা আমাদের চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত।' যারা নিত্যপণ্য আমদানি করেন, এমন আমদানিকারকদের আমরা ডেকেছি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় ও মৎস্য মন্ত্রণালয়কে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী একটি সমন্বয় করে দিয়েছেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় উৎপাদন, আমদানি বা রপ্তানি করে না বরং পলিসি নিয়ে কাজ করে। সেই পলিসিগুলো দিয়ে যদি সবার সমন্বয়ে ভোক্তাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তাহলে সাপ্লাই চেইনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সবাইকে একটি প্ল্যাটফরমে নিয়ে আসতে হবে।'

তিনি বলেন, 'সামনে রমজানকে ঘিরে বড় চ্যালেঞ্জ। রমজানকে ঘিরে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছি। বিশেষ করে চিনি ও তেলের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এসব পণ্য প্রায় ৯০ শতাংশ আমদানি করতে হয়। আমরা আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী এতে সম্মতি দিয়েছেন। আশা করছি অতি দ্রুত ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ এই শুল্ক একটি যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসবে। এটা করতে পারলে রমজানে ভোক্তারা একটা সুবিধা পাবে।'

আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, 'ভারতের সঙ্গে আমাদের পেঁয়াজ এবং চিনি আমদানি নিয়ে একটি প্রতিবন্ধকতা ছিল। ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। রমজান উপলক্ষে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানির প্রক্রিয়া সহজ করা হবে। রমজানে টিসিবি থেকে ভোক্তা পর্যায়ের ১ কোটি পরিবারকে আমরা পাঁচটি প্রয়োজনীয় পণ্য (চাল, চিনি, তেল, ডাল, ছোলা) দিই। এটার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ভারত থেকে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানি করা হবে। এতে করে আমাদের সাপ্লাই চেইনের ওপর একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। আমরা শুধু টিসিবির মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা দিতে চাচ্ছি না বরং অতিরিক্ত সাপ্লাইয়ার তৈরি করতে চাচ্ছি, যাতে বাজারের অন্য অংশে সাপ্লাইটা সুষ্ঠু হয়।'

নয়া দিগন্ত.কম
05-Feb-24 Page:1 Size:1257750 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 7,973

বাংলাদেশে চীনা ব্যাংকের শাখা খুলবে এ বছরই

বিশেষ সংবাদদাতা | ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, ০২:২৭

চীনকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অন্যতম সহযোগী দেশ উল্লেখ করে দু'দেশের মধ্যকার বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনার আহ্বান জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। এ ছাড়াও চলতি বছরের মধ্যে বাংলাদেশে চীনের বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা খোলা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি।
গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে 'বিসিসিসিআই-ইআরএফ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড' বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ইআরএফ সভাপতি মো: রেফায়েত উল্লাহ মিরধার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত চীনের ডেপুটি মিশন প্রধান ওয়ান হুয়ালং ও এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম। এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে বিসিসিআই সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন ইআরএফ সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম। এবার পাঁচটি ক্যাটাগরিতে মোট ১৫ জন অর্থনৈতিক সাংবাদিক বিসিসিসিআই-ইআরএফ পদক পেয়েছেন।পদক প্রাপ্তদের হাতে ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও ডামি চেক তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও অন্যান্য অতিথিরা।
বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, গত মাসে আমরা তাৎক্ষণিক লেনদেনে (আরটিজিএস) চীনা মুদ্রাকে যুক্ত করেছি। সেই সাথে চীনের ব্যাংক যদি আসে, তাহলে আমাদের আমদানি-রফতানিতে আরো একটি মাইলফলক তৈরি হবে। চীনের ডেপুটি মিশন প্রধান কথা দিয়েছেন, চলতি বছরের মধ্যে বাংলাদেশে তাদের ব্যাংক শাখা খুলবে।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, চীন এখন বাংলাদেশের অন্যতম বড় উন্নয়ন সহযোগী। তাদের সাথে আমাদের বড় বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে। আমাদের আম আর সবজি চীনে রফতানি করে এ ঘাটতি কমাতে পারব না; দরকার বিনিয়োগ। চীনা বিনিয়োগকারীদের বলব, বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ ভালো লোকেশন, রয়েছে বন্দর সুবিধা। ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলও তৈরি হচ্ছে। এসব জোনে তারা বিনিয়োগ করতে পারে।
তিনি বলেন, সামনে রমজান, আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ। চিনি, তেল আমাদের ৯০ ভাগ আমদানি করতে হয়। এসব পণ্য আমদানিতে ট্যারিফ কমানোর প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী সম্মতি দিয়েছেন। এনবিআর ট্যারিফ যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে এলে রমজানে ভোক্তারা এর সুবিধা পাবেন। ভারত থেকে নিত্যপণ্য আমদানিতে প্রতিবন্ধকতা ছিল, তা দূর হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আগামী রমজানে ব্যবহার করার মতো চিনি ও পেঁয়াজ যাতে সহজে দেশে আসতে পারে- এ বিষয়ে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সাথে কথা হয়েছে। বিশেষ করে পেঁয়াজ ও চিনি টিসিবির মাধ্যমে এক কোটি পরিবারকে দেয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে সরবরাহে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্মতি দিয়েছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, রমজানকে ঘিরে বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এই মাসকে কেন্দ্র করে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছি। চিনি ও তেলের ক্ষেত্রে পদক্ষেপও নেয়া হচ্ছে। এসব পণ্য ৯০ ভাগ আমদানি করতে হয়। প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছি। এতে সম্মতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আশা করছি দ্রুত এনবিআর এই শুল্ক একটি যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসবে। এটা হলে রমজানে সুবিধা পাবেন ভোক্তারা।
অনুষ্ঠানে চীনের ডেপুটি মিশন প্রধান ওয়ান হুয়ালং দু'দেশের সম্পর্ক দিন দিন আরো গভীর হবে উল্লেখ করে বলেন, ইআরএফের সদস্যরা তাদের প্রতিবেদনের মাধ্যমে দু'দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা ও সমস্যা তুলে ধরেছেন। এর ফলে এসব বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে। আমরা দু'দেশের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য একসাথে কাজ করব। বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সহযোগিতা অব্যাহত রাখা হবে।

চীনকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অন্যতম সহযোগী দেশ উল্লেখ করে দু'দেশের মধ্যকার বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনার আহ্বান জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। এ ছাড়াও চলতি বছরের মধ্যে বাংলাদেশে চীনের বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা খোলা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি।
গতকাল রাজধানীর একটি হোটেলে 'বিসিসিসিআই-ইআরএফ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড' বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ইআরএফ সভাপতি মো: রেফায়েত উল্লাহ মিরধার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকায় নিযুক্ত চীনের ডেপুটি মিশন প্রধান ওয়ান হুয়ালং ও এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম। এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে বিসিসিআই সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালন করেন ইআরএফ সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম। এবার পাঁচটি ক্যাটাগরিতে মোট ১৫ জন অর্থনৈতিক সাংবাদিক বিসিসিসিআই-ইআরএফ পদক পেয়েছেন।পদক প্রাপ্তদের হাতে ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও ডামি চেক তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও অন্যান্য অতিথিরা।
বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, গত মাসে আমরা তাৎক্ষণিক লেনদেনে (আরটিজিএস) চীনা মুদ্রাকে যুক্ত করেছি। সেই সাথে চীনের ব্যাংক যদি আসে, তাহলে আমাদের আমদানি-রফতানিতে আরো একটি মাইলফলক তৈরি হবে। চীনের ডেপুটি মিশন প্রধান কথা দিয়েছেন, চলতি বছরের মধ্যে বাংলাদেশে তাদের ব্যাংক শাখা খুলবে।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, চীন এখন বাংলাদেশের অন্যতম বড় উন্নয়ন সহযোগী। তাদের সাথে আমাদের বড় বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে। আমাদের আম আর সবজি চীনে রফতানি করে এ ঘাটতি কমাতে পারব না; দরকার বিনিয়োগ। চীনা বিনিয়োগকারীদের বলব, বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ ভালো লোকেশন, রয়েছে বন্দর সুবিধা। ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলও তৈরি হচ্ছে। এসব জোনে তারা বিনিয়োগ করতে পারে।
তিনি বলেন, সামনে রমজান, আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ। চিনি, তেল আমাদের ৯০ ভাগ আমদানি করতে হয়। এসব পণ্য আমদানিতে ট্যারিফ কমানোর প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী সম্মতি দিয়েছেন। এনবিআর ট্যারিফ যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে এলে রমজানে ভোক্তারা এর সুবিধা পাবেন। ভারত থেকে নিত্যপণ্য আমদানিতে প্রতিবন্ধকতা ছিল, তা দূর হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আগামী রমজানে ব্যবহার করার মতো চিনি ও পেঁয়াজ যাতে সহজে দেশে আসতে পারে- এ বিষয়ে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সাথে কথা হয়েছে। বিশেষ করে পেঁয়াজ ও চিনি টিসিবির মাধ্যমে এক কোটি পরিবারকে দেয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে সরবরাহে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্মতি দিয়েছেন উল্লেখ করে তিনি বলেন, রমজানকে ঘিরে বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এই মাসকে কেন্দ্র করে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছি। চিনি ও তেলের ক্ষেত্রে পদক্ষেপও নেয়া হচ্ছে। এসব পণ্য ৯০ ভাগ আমদানি করতে হয়। প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছি। এতে সম্মতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আশা করছি দ্রুত এনবিআর এই শুল্ক একটি যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসবে। এটা হলে রমজানে সুবিধা পাবেন ভোক্তারা।
অনুষ্ঠানে চীনের ডেপুটি মিশন প্রধান ওয়ান হুয়ালং দু'দেশের সম্পর্ক দিন দিন আরো গভীর হবে উল্লেখ করে বলেন, ইআরএফের সদস্যরা তাদের প্রতিবেদনের মাধ্যমে দু'দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা ও সমস্যা তুলে ধরেছেন। এর ফলে এসব বিষয় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে। আমরা দু'দেশের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্ক উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য একসাথে কাজ করব। বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সহযোগিতা অব্যাহত রাখা হবে।

নয়া দিগন্ত.কম
05-Feb-24 Page:1 Size:1318068 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 7,973

বাণিজ্য সহজ করতে চীনের ব্যাংকের কার্যক্রম চালুর আহ্বান

নয়া দিগন্ত অনলাইন | ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, ২০:৫১

ছবি : বাসস

চীনের সাথে বাণিজ্য সহজ করতে চায়না মুদ্রাকে সরকার অফিশিয়াল মুদ্রা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই চীন সরকারের প্রতি ব্যাংকিং চ্যানেল সহজ করতে চীনের একটি ব্যাংকের কার্যক্রম বাংলাদেশে চালু করার আহ্বান জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রমিন্ত্রী মো: আহসানুল ইসলাম টিটু।

রোববার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে অর্থনৈতিক সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনোমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) ও বাংলাদেশ-চায়না চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিসিসিআই) আয়োজিত জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু এসব কথা বলেন। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ১৫ জন সাংবাদিককে পুরস্কার দেয়া হয়।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য দেন বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশনের (এফবিসিসিআই) সভাপতি মাহবুবুল আলম, বাংলাদেশে চীনা দূতাবাসের মিনিস্টার কাউন্সিলর অ্যান্ড ডেপুটি চিফ অব মিশন ইয়ান হুয়ালং, বিসিসিসিআই সভাপতি গাজী গোলাম মর্তুজা, ইআরএফ সভাপতি রেফায়েত উল্ল্যাহ মৃধা প্রমুখ।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশের জন্য চীনের বাণিজ্য সহজ করতে চায়না মুদ্রাকে সরকার অফিশিয়াল মুদ্রা হিসেবে গত মাস থেকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই চীন সরকারের প্রতি আহ্বান, ব্যাকিং চ্যানেল সহজ করতে চীনের একটি ব্যাংকের কার্যক্রম বাংলাদেশ থেকে চালু করা হোক।'

বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংযোগ স্থল হতে পারে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'চীনের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৈষম্যর ফারাক অনেক বেশি। প্রায় ২২ বিলিয়ন ডলারের পার্থক্য। এই ব্যবধান কমাতে দেশে চীনের বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। চীনের বিনিয়োগের মাধ্যমে তৈরি পণ্য আবার রপ্তানি করে এই বৈষম্য কমিয়ে আনা সম্ভব।'

আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, 'বাজার ব্যবস্থাপনার সমস্যা চিহ্নিত করে স্মার্ট বাজার ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য অর্জন করা হবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আমদানি-রপ্তানি করে। ব্যবসায় সহায়ক নীতি নিয়ে কাজ করে। এই নীতির মাধ্যমে ভোক্তা স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে। বিশেষ করে রমজানের পণ্য নিয়ে কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তেল, ছোলা, চিলি, ডাল ও পেঁয়াজ এসব পণ্যর শুল্ক কমানোর জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে সুপারিশ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীও এই বিষয়ে একমত। আমাদের আশা, এসব পণ্যে সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন থাকবে।' তিনি জানান, বিশেষ করে আসন্ন রমজানের পণ্য বাজারে স্বাভাবিক সরবরাহ রাখতে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, পেঁয়াজ ও চিনি ভারত থেকে সহজে আমদানি করা যাবে।

ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই সভাপতি মো: মাহবুবুল আলম বলেন, 'একসময় ৯০ বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি থেকে বাংলাদেশ এখন ৪৭০ বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি। এর ধারাবাহিকতায় ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে চীনের বিনিয়োগ বাড়াতে চায়না চেম্বারকে একসঙ্গে কাজ করার পরামর্শ দেওয় হয়েছে।' সূত্র : বাসস

Bangladesh Post
05-Feb-24 Page:1 Size:1535985 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 82

BUSINESS

Govt to develop smart mkt management to uphold consumer rights: Titu

BCCCI-ERF Journalism Award-23 ceremony held

By Staff Correspondent
Published : 04 Feb 2024 11:50 PM

Commerce Minister Ahsanul Islam Titu on Sunday said that a smart market management will be developed after finding out the existing problems aiming to uphold the consumers rights.

Minister said smooth supply chain is essential for that.

He was addressing the Bangladesh China Chamber of Commerce and Industry-Economic Reporters Forum (BCCCI-ERF) Journalism Award 2023 distribution ceremony, held at a city hotel . Economic Reporters Forum organized the event.

Minister said "China is one of the biggest development partner of Bangladesh but we have biggest trade gap with China. We have to manufacture the import substitutes products here with the technical support of China and export elsewhere and that's how we can narrow the gap." Minister added.

Minister further said ahead of Ramadan the government has taken some measures to keep the commodities market stable.

"Even we have taken measures to ease tax importers of essential commodities. 18 lake MT of rice is the in stock. I have talked to India about importing issues of Onion and sugar and they said they will make easier export for Bangladesh", Minister added

ERF President Refayetullah Mirdha presided over the event while FBCCI President Mahbubul Alam and Deputy Chief of Mission, also Minister Counselor of the Embassy of China in Dhaka, Yan Hualung attended as special guests.A total of 68 news articles were submitted in five categories for the BCCCI-ERF Journalism Award this year. According to the scores given by the six-member jury board, 12 winners were awarded first, second and third places in four categories.

In another category, the first and second place winners were one each, but the third place was held jointly by three winners. Altogether 17 journalists received awards in five categories.The award was jointly launched by BCCCI and ERF in 2020 to highlight the growing trade and economic ties between Bangladesh and China.

আলোকিত বাংলাদেশ.কম
05-Feb-24 Page:1 Size:312032 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 51

বাংলাদেশে চীনা ব্যাংকের শাখা খোলা হচ্ছে

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

০০:০০, ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

চলতি বছরের মধ্যে বাংলাদেশে চীনের বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা খোলা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। তিনি বলেন, গত মাসে আমরা তাৎক্ষণিক লেনদেনে (আরটিজিএস) চীনা মুদ্রাকে যুক্ত করেছি। সেই সঙ্গে চীনের ব্যাংক যদি আসে, তাহলে আমাদের আমদানি-রপ্তানিতে আরো একটি মাইলফলক তৈরি হবে। চীনের ডেপুটি মিশন প্রধান কথা দিয়েছেন, চলতি বছরের মধ্যে বাংলাদেশে তাদের ব্যাংক শাখা খুলবে। গতকাল রোববার রাজধানীর একটি হোটেলে বিসিসিসিআই-ইআরএফ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, চীন এখন বাংলাদেশের অন্যতম বড় উন্নয়ন সহযোগী। তাদের সঙ্গে আমাদের বড় বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে। আমাদের আম আর সবজি চীনে রপ্তানি করে এ ঘাটতি কমাতে পারবো না; দরকার বিনিয়োগ।

চীনা বিনিয়োগকারীদের বলব, বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ ভালো লোকেশন, রয়েছে বন্দর সুবিধা। ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলও তৈরি হচ্ছে। এসব জোনে তারা বিনিয়োগ করতে পারে।

শেয়ার বিজ.নেট
05-Feb-24 Page:1 Size:1744743 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 64

বিসিসিসিআই-ইআরএফ পুরস্কার পেলেন ১৭ সাংবাদিক

নিজস্ব প্রতিবেদক: বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (বিসিসিসিআই-ইআরএফ) দেয়া 'বেস্ট রিপোর্টিং' পুরস্কার পেয়েছেন দেশের ১৭ সাংবাদিক।

গতকাল রোববার দুপুরে রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে পাঁচটি শাখায় পুরস্কার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু।

পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিকরা দেশের বিভিন্ন পত্রিকা, টেলিভিশন ও অনলাইন নিউজ পোর্টালে কাজ করেন, যারা ইআরএফের সদস্য।

'বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে ব্যবসা ও বিনিয়োগ', 'চীনের হাই-কোয়ালিটি ডেভেলপমেন্ট কনসেপ্ট বা পলিসি কীভাবে বাংলাদেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে', 'চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ ও বাংলাদেশের উন্নয়ন', 'আর্টিফিশিয়াল ইনটেলিজেন্স', 'ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভ্যুলেশনসহ দ্বিপক্ষীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং অন্যান্য (ব্লু-ইকোনমি, ট্যুরিজম, কালচার, এডুকেশন, হসপিটালিটি)' শাখায় এই পুরস্কার দেয়া হয়।

বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, 'প্রতিবেদনের মাধ্যমে দেশ ও জাতির প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরা বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করে যারা আজ পুরস্কার পাচ্ছেন এবং এর সহযোগী যারা রয়েছেন, তাদের সবাইকে অভিনন্দন।

প্রতিটি শাখায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিসেবে তিনজনকে পুরস্কৃত করা হয়। ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট ছাড়া প্রথম পুরস্কারের অর্থমূল্য এক লাখ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ৭৫ হাজার টাকা এবং তৃতীয় পুরস্কার ৫০ হাজার টাকা।

প্রথম চারটি শাখায় মোট ১২ জন পুরস্কার পেয়েছেন। আর 'অন্যান্য' শাখায় প্রথম ও দ্বিতীয় বিজয়ীর পর তিনজন যৌথভাবে তৃতীয় হয়েছেন। যৌথভাবে তৃতীয় হওয়া প্রত্যেকে ২০ হাজার টাকা করে পেয়েছেন।

ইআরএফের সদস্য সংবাদকর্মীরা এবার মোট ৬৮টি প্রতিবেদন জমা দেন। সেগুলো নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করতে দুই সংগঠনের পক্ষ থেকে ছয় সদস্যের জুরি বোর্ড গঠন করা হয়।

অন্যান্য শাখায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন নিউজ টোয়েন্টিফোর টিভির জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক বাবু কামরুজ্জামান। দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন ইংরেজি দৈনিক দ্য ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের বিশেষ প্রতিনিধি এফ এইচ হুমায়ুন কবীর।

এ শাখায় যৌথভাবে তৃতীয় পুরস্কার বিজয়ীরা হলেনNদ্য ডেইলি স্টারের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক আহসান হাবিব, সময়ের আলো পত্রিকার বাণিজ্য সম্পাদক এসএম আলমগীর এবং দ্য রিপোর্ট ২৪ ডটকমের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক হাসান আরিফ।

'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত' সহায়তা বিষয়ক শাখায় দ্য ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের বিশেষ প্রতিনিধি দৌলত আক্তার মালা প্রথম পুরস্কার এবং দ্য বিজনেস পোস্টের পরিকল্পনা সম্পাদক ইব্রাহিম হোসেন অভি দ্বিতীয় পুরস্কার এবং একুশে টেলিভিশনের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক তৌহিদুর রহমান তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন।

'চীনের হাই-কোয়ালিটি ডেভেলপমেন্ট কনসেপ্ট বা পলিসি কীভাবে বাংলাদেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে'Nএই শাখায় বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মো. জাহিদুল ইসলাম প্রথম পুরস্কার, ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের বিশেষ প্রতিনিধি জসিম উদ্দীন হারুন দ্বিতীয় পুরস্কার এবং একাত্তর টিভির বিশেষ প্রতিনিধি সুশান্ত সিনহা তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন।

'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ (বিআরআই)' শাখায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের প্রধান প্রতিবেদক আব্বাস উদ্দিন নয়ন, দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের বাণিজ্য সম্পাদক ইকবাল আহসান এবং এনটিভির জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক হাসানুল আলম শাওন তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন।

'বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে ব্যবসা ও বিনিয়োগ' শাখায় দৈনিক আমাদের সময় পত্রিকার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জিয়াদুল ইসলাম প্রথম পুরস্কার, দৈনিক যুগান্তরের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক এসএএম হামিদ-উজ-জামান দ্বিতীয় পুরস্কার এবং বৈশাখী টেলিভিশনের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক তানজিলা খানম সাথী তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন।

শেয়ার বিজ.নেট
05-Feb-24 Page:1 Size:1117962 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 64

চীনের সঙ্গে আমাদের ব্যাপক বাণিজ্য ঘাটতি আছে:বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

অনলাইন ডেস্ক রবিবার, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪,৫:৪১ অপরাহ্ণ 1 min read 0 প্রিন্ট করুন

শেয়ার বিজ ডেস্ক: বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেছেন, চীনের সঙ্গে আমাদের ব্যাপক বাণিজ্য ঘাটতি আছে। আমরা চাই চীনা বিনিয়োগ কারীরা এসে বিনিয়োগ করুক এবং এখান থেকেই পণ্য রপ্তানি করুক।

রোববার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে বিসিসিসিআই-ইআরএফ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত ১৭ জন সাংবাদিকের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন যুগান্তরের স্টাফ রিপোর্টার হামিদ-উজ-জামান।

এ সময় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, রমজান উপলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের পর্যাপ্ত মজুত আছে। ইতোমধ্যেই আরও কিছু পণ্যে আমদানি শুল্ক কমানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব দেওয়া আছে। আশা করছি, রমজানে ভোক্তাদের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। আমাদের এখন ১৮ লাখ মেট্রিক টন চাল মজুত আছে। আরও ১৩ লাখ টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়েছে। রোজায় বিভিন্ন পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক থাকবে। আমরা শুধু উৎপাদন, আমদানি ও সবরাহ পর্যায়ে কিছু কাজ করছি। সেগুলোর জন্য সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

তিনি বলেন, আমি দায়িত্ব নিয়েই বলেছি সাংবাদিকরা আমার চোখ এবং কান। তাদের লেখনির মাধ্যমে উঠে আসা চ্যালেঞ্জগুলো ধীরে ধীরে মোকাবিলা করা হবে।

বিসিসিআই সভাপতি গাজী গোলাম মুর্তজা পাপ্পা বলেন, আমরা ইআরএফ এর সঙ্গে নিয়মিত অ্যাওয়ার্ড দিয়ে যাচ্ছি। এটি দেশের মানুষের কাছে বিশেষ করে সাংবাদিকদের কাছে আলোচিত একটি ঘটনা। সাংবাদিকদের লেখনির মাধ্যমে বাংলাদেশ ও চায়নার মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আর বহুমাত্রিক এবং উন্নত হবে। এ ধরনের উদ্যোগ দুদেশের সম্পর্ক বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

শেয়ার নিউজ
05-Feb-24 Page:1 Size:868344 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 1,929

‘দেশে চালের রিজার্ভ আছে প্রায় ১৮ লাখ টন’

২০২৪ ফেব্রুয়ারি ০৪ ১৬:৫৫:২৯

নিজস্ব প্রতিবেদক : বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেছেন, এই মুহূর্তে আমাদের চালের রিজার্ভ আছে প্রায় ১৮ লাখ টন। এটা আমাদের চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত। রমজানে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে। রোববার (০৪ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ইআরএফ-বিসিসিসিআই বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, আমাদের এখন দরকার উৎপাদক ও আমদানিকারক থেকে হোলসেলার এবং রিটেইলারদের সাপ্লাই চেইন নিয়ে কাজ করা। এটা করতে পারলে আমাদের ভোক্তারা ন্যায্যমূল্যে পণ্য পাবেন। যারা নিত্যপণ্য আমদানি করে, এমন আমদানিকারকদের আমরা ডেকেছি।

তিনি জানান, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় ও মৎস্য মন্ত্রণালয়কে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী একটি সমন্বয় করে দিয়েছেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় উৎপাদন, আমদানি বা রপ্তানি করে না বরং পলিসি নিয়ে কাজ করে। সেই পলিসিগুলো দিয়ে যদি সবার সমন্বয়ে ভোক্তাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তাহলে সাপ্লাই চেইনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত সবাইকে একটি প্লাটফর্মে নিয়ে আসতে হবে।

তিনি বলেন, সামনে রমজানকে ঘিরে বড় চ্যালেঞ্জ। রমজানকে ঘিরে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছি। বিশেষ করে চিনি ও তেলের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এসব পণ্য প্রায় ৯০ শতাংশ আমদানি করতে হয়। আমরা আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী এতে সম্মতি দিয়েছেন। আশা করছি অতি দ্রুত ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ এই শুল্ক একটি যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসবে। এটা করতে পারলে রমজানে ভোক্তারা একটা সুবিধা পাবে।

তিনি আরও বলেন, ভারতের সাথে আমাদের পেঁয়াজ এবং চিনি আমদানি নিয়ে একটি প্রতিবন্ধকতা ছিল। ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সাথে আমাদের কথা হয়েছে। রমজান উপলক্ষ্যে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানির প্রক্রিয়া সহজ করা হবে। রমজানে টিসিবি থেকে ভোক্তা পর্যায়ের এক কোটি পরিবারকে আমরা পাঁচটি প্রয়োজনীয় পণ্য (চাল, চিনি, তেল, ডাল, ছোলা) দেই। এটার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ভারত থেকে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানি করা হবে।

এতে করে আমাদের সাপ্লাই চেইনের ওপর একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। আমরা শুধুমাত্র টিসিবির মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা দিতে চাচ্ছি না বরং অতিরিক্ত সাপ্লাইয়ার তৈরি করতে চাচ্ছি, যাতে বাজারের অন্যান্য অংশে সাপ্লাইটা স্মুথ হয়।

শেয়ারনিউজ, ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

শেয়ার নিউজ
05-Feb-24 Page:1 Size:853632 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 1,929

দেশে চীনা বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা খোলা হচ্ছে: বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

২০২৪ ফেব্রুয়ারি ০৪ ১৭:২৪:৪৬

নিজস্ব প্রতিবেদক: বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু জানিয়েছেন, চলতি বছরের মধ্যে বাংলাদেশে চীনের বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা খোলা হচ্ছে। গত মাসে আমরা তাৎক্ষণিক লেনদেনে (আরটিজিএস) চীনা মুদ্রাকে যুক্ত করেছি। সেই সঙ্গে চীনের ব্যাংক যদি আসে, তাহলে আমাদের আমদানি-রপ্তানিতে আরও একটি মাইলফলক তৈরি হবে। চীনের ডেপুটি মিশন প্রধান কথা দিয়েছেন, চলতি বছরের মধ্যে বাংলাদেশে তাদের ব্যাংক শাখা খুলবে।

রোববার (০৪ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর একটি হোটেলে বিসিসিসিআই-ইআরএফ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

চীন এখন বাংলাদেশের অন্যতম বড় উন্নয়ন সহযোগী জানিয়ে আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, তাদের সঙ্গে আমাদের বড় বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে। আমাদের আম আর সবজি চীনে রপ্তানি করে এ ঘাটতি কমাতে পারবো না; দরকার বিনিয়োগ। বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, চীনা বিনিয়োগকারীদের বলব, বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ ভালো লোকেশন, রয়েছে বন্দর সুবিধা। ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলও তৈরি হচ্ছে। এসব জোনে তারা বিনিয়োগ করতে পারে।

তিনি বলেন, সামনে রমজান, আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ। চিনি, তেল আমাদের ৯০ ভাগ আমদানি করতে হয়। এসব পণ্য আমদানিতে ট্যাক্স কমানোর প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী সম্মতি দিয়েছেন। এনবিআর যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে এলে রমজানে ভোক্তারা এর সুবিধা পাবেন।

তিনি আরও বলেন, ভারত থেকে নিত্যপণ্য আমদানিতে প্রতিবন্ধকতা ছিল, তা দূর হয়েছে। আগামী রমজানে ব্যবহার করার মতো চিনি ও পেঁয়াজ যাতে সহজে দেশে আসতে পারে-এ বিষয়ে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। বিশেষ করে পেঁয়াজ ও চিনি টিসিবির মাধ্যমে এক কোটি পরিবারকে দেওয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে সরবরাহে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম ও বাংলাদেশে চীনের ডেপুটি মিশন প্রধান ওয়ান হুয়ালং।

এতে বক্তব্য রাখেন, ইআরএফ সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মৃধা ও বিসিসিসিআই সাধারণ সম্পাদক আল মামুন মৃধা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইআরএফ সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

শেয়ারনিউজ, ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

ময়মনসিংহের আলো
05-Feb-24 Page:1 Size:1078968 col*inch
Tonality: Neutral, Reach: 20

আমাদের চালের রিজার্ভ আছে প্রায় ১৮ লাখ টন: বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

অনলাইন ডেস্ক
প্রকাশিত: ২০:২০, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

A- A A+

ছবি: সংগৃহীত

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেছেন, এই মুহূর্তে আমাদের চালের রিজার্ভ আছে প্রায় ১৮ লাখ টন। এটা আমাদের চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত। রমজানে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে। আমাদের এখন দরকার উৎপাদক ও আমদানিকারক থেকে হোলসেলার এবং রিটেইলারদের সাপ্লাই চেইন নিয়ে কাজ করা। এটা করতে পারলে আমাদের ভোক্তারা ন্যায্যমূল্যে পণ্য পাবেন।রোববার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ইআরএফ-বিসিসিসিআই বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, যারা নিত্যপণ্য আমদানি করে, এমন আমদানিকারকদের আমরা ডেকেছি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় ও মৎস্য মন্ত্রণালয়কে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী একটি সমন্বয় করে দিয়েছেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় উৎপাদন, আমদানি বা রপ্তানি করে না বরং পলিসি নিয়ে কাজ করে। সেই পলিসিগুলো দিয়ে যদি সবার সমন্বয়ে ভোক্তাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তাহলে সাপ্লাই চেইনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত সবাইকে একটি প্লাটফর্মে নিয়ে আসতে হবে।

তিনি বলেন, সামনে রমজানকে ঘিরে বড় চ্যালেঞ্জ। রমজানকে ঘিরে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছি। বিশেষ করে চিনি ও তেলের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এসব পণ্য প্রায় ৯০ শতাংশ আমদানি করতে হয়। আমরা আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী এতে সম্মতি দিয়েছেন। আশা করছি অতি দ্রুত ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ এই শুল্ক একটি যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসবে। এটা করতে পারলে রমজানে ভোক্তারা একটা সুবিধা পাবে।

তিনি আরও বলেন, ভারতের সাথে আমাদের পেঁয়াজ এবং চিনি আমদানি নিয়ে একটি প্রতিবন্ধকতা ছিল। ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সাথে আমাদের কথা হয়েছে। রমজান উপলক্ষ্যে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানির প্রক্রিয়া সহজ করা হবে। রমজানে টিসিবি থেকে ভোক্তা পর্যায়ের এক কোটি পরিবারকে আমরা পাঁচটি প্রয়োজনীয় পণ্য (চাল, চিনি, তেল, ডাল, ছোলা) দেই। এটার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ভারত থেকে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানি করা হবে। এতে করে আমাদের সাপ্লাই চেইনের ওপর একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। আমরা শুধুমাত্র টিসিবির মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা দিতে চাচ্ছি না বরং অতিরিক্ত সাপ্লাইয়ার তৈরি করতে চাচ্ছি, যাতে বাজারের অন্যান্য অংশে সাপ্লাইটা সুষ্ঠু হয়।

বাংলাদেশের-চায়না চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধিদের উদ্দেশে আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, আপনারা জানেন চায়নার সাথে সবচেয়ে বড় ট্রেড গ্যাপ। এই গ্যাপ পূরণ করতে আমাদের কাজ করতে হবে। আমরা যদি মনে করি, আম বা সবজি রপ্তানি করে রাতারাতি ২২-২৩ বিলয়ন ডলারের রপ্তানি গ্যাপ পূরণ করে ফেলব... এই চিন্তা থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

তিনি বলেন, যে পণ্যগুলো আমরা চীন থেকে আমদানি করছি, সেই আমদানি প্রতিস্থাপন যদি বাংলাদেশি শিল্পকারখানার সহায়তায় করতে পারি ও এগুলো যদি রপ্তানি করতে পারি, তাহলে এ গ্যাপটা দ্রুত কমে আসবে। সামনে চায়নার ইকোনমিতে একটা বড় চ্যালেঞ্জ আসবে। সেই চ্যালেঞ্জকে আমাদের বড় অপরচুনিটি হিসেবে কাজে লাগাতে হবে। ইউএস-চীন বাণিজ্য সম্পর্ক যত কঠিন হবে, চীনের বিনিয়োগও তত ডাইভারশন হবে। সামনে চীন বাংলাদেশে বড় বিনিয়োগ করবে। বাংলাদেশ সরকার ১০০টি ইকোনমিক জোন করেছে। সেসব জোনে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের টানতে হবে। এক্ষেত্রে বিডার ফরেন ডাইরেক্টরদের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।

শেরপুর নিউজ

05-Feb-24 Page:1 Size:1116144 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 10

রমজানে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে : আহসানুল ইসলাম

শেরপুর নিউজ ডেস্ক
প্রকাশিত: ১৬:৪১, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

রমজানে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে : আহসানুল ইসলাম

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেছেন, এই মুহূর্তে আমাদের চালের রিজার্ভ আছে প্রায় ১৮ লাখ টন। এটা আমাদের চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত। রমজানে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে। আমাদের এখন দরকার উৎপাদক ও আমদানিকারক থেকে হোলসেলার এবং রিটেইলারদের সাপ্লাই চেইন নিয়ে কাজ করা। এটা করতে পারলে আমাদের ভোক্তারা ন্যায্যমূল্যে পণ্য পাবেন।রোববার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ইআরএফ-বিসিসিসিআই বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, যারা নিত্যপণ্য আমদানি করে, এমন আমদানিকারকদের আমরা ডেকেছি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় ও মৎস্য মন্ত্রণালয়কে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী একটি সমন্বয় করে দিয়েছেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় উৎপাদন, আমদানি বা রপ্তানি করে না বরং পলিসি নিয়ে কাজ করে। সেই পলিসিগুলো দিয়ে যদি সবার সমন্বয়ে ভোক্তাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তাহলে সাপ্লাই চেইনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত সবাইকে একটি প্লাটফর্মে নিয়ে আসতে হবে।

তিনি বলেন, সামনে রমজানকে ঘিরে বড় চ্যালেঞ্জ। রমজানকে ঘিরে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছি। বিশেষ করে চিনি ও ছোলার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ দেওয়া হচ্ছে। এসব পণ্য প্রায় ৯০ শতাংশ আমদানি করতে হয়। আমরা আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী এতে সম্মতি দিয়েছেন। আশা করছি অতি দ্রুত ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ এই শুল্ক একটা যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসবে। এটা করতে পারলে রমজানে ভোক্তারা একটা সুবিধা পাবে।

তিনি আরও বলেন, ভারতের সাথে আমাদের পেঁয়াজ এবং চিনি আমদানি নিয়ে একটি প্রতিবন্ধকতা ছিল। ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সাথে আমাদের কথা হয়েছে। রমজান উপলক্ষ্যে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানির প্রক্রিয়া সহজ করা হবে। রমজানে টিসিবি থেকে ভোজ্য পর্যায়ের এক কোটি পরিবারকে আমরা পাঁচটি প্রয়োজনীয় পণ্য (চাল, চিনি, তেল, ডাল, ছোলা) দেই। এটার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ভারত থেকে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানি করা হবে। এতে করে আমাদের সাপ্লাই চেইনের ওপর একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। আমরা শুধুমাত্র টিসিবির মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা দিতে চাচ্ছি না বরং অতিরিক্ত সাপ্লাইয়ার তৈরি করতে চাচ্ছি, যাতে বাজারের অন্যান্য অংশে সাপ্লাইটা সুষ্ঠু হয়।

বাংলাদেশের-চায়না চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধিদের উদ্দেশে আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, আপনারা জানেন চায়নার সাথে সবচেয়ে বড় ট্রেড গ্যাপ। এই গ্যাপ পূরণ করতে আমাদের কাজ করতে হবে। আমরা যদি মনে করি, আম বা সবজি রপ্তানি করে রাতারাতি ২২-২৩ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি গ্যাপ পূরণ করে ফেলব... এই চিন্তা থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

তিনি বলেন, যে পণ্যগুলো আমরা চীন থেকে আমদানি করছি, সেই আমদানি প্রতিস্থাপন যদি বাংলাদেশি শিল্পকারখানায় সম্ভায়তায় করতে পারি ও এগুলো যদি রপ্তানি করতে পারি, তাহলে এ গ্যাপটা দ্রুত কমে আসবে। সামনে চায়নার ইকোনমিতে একটা বড় চ্যালেঞ্জ আসবে। সেই চ্যালেঞ্জকে আমাদের বড় অপরচুনিটি হিসেবে কাজে লাগাতে হবে। ইউএস-চীন বাণিজ্য সম্পর্ক যত কঠিন হবে, চীনের বিনিয়োগও তত ডাইভারশন হবে। সামনে চীন বাংলাদেশে বড় বিনিয়োগ করবে। বাংলাদেশ সরকার ১০০টি ইকোনমিক জোন করেছে। সেসব জোনে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের টানতে হবে। এক্ষেত্রে বিভাগ করেন ডাইরেক্টরদের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।

ঠিকানা

05-Feb-24 Page:1 Size:1044545 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 10

'চীনের সঙ্গে আমাদের ব্যাপক বাণিজ্য ঘাটতি'

ঠিকানা অনলাইন
প্রকাশ: ০৪ ফেব্রুয়ারী ২০২৪, ১৬:৫৮ | অনলাইন সংস্করণ

ছবি : সংগৃহীত

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেছেন, চীনের সঙ্গে আমাদের ব্যাপক বাণিজ্য ঘাটতি আছে। আমরা চাই চীনা বিনিয়োগকারীরা এসে বিনিয়োগ করুক এবং এখান থেকেই পণ্য রপ্তানি করুক।

৪ ফেব্রুয়ারী (রবিবার) রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে বিসিসিসিআই-ইআরএফ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত ১৭ জন সাংবাদিকের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন যুগান্তরের স্টাফ রিপোর্টার হামিদ-উজ-জামান।

এ সময় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, রমজান উপলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের পর্যাপ্ত মজুত আছে। ইতোমধ্যেই আরও কিছু পণ্যে আমদানি শুল্ক কমানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব দেওয়া আছে। আশা করছি, রমজানে ভোক্তাদের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। আমাদের এখন ১৮ লাখ মেট্রিক টন চাল মজুত আছে। আরও ১৩ লাখ টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়েছে। রোজায় বিভিন্ন পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক থাকবে। আমরা শুধু উৎপাদন, আমদানি ও সরবরাহ পর্যায়ে কিছু কাজ করছি। সেগুলোর জন্য সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

তিনি বলেন, আমি দায়িত্ব নিয়েই বলেছি সাংবাদিকরা আমার চোখ এবং কান। তাদের লেখনির মাধ্যমে উঠে আসা চ্যালেঞ্জগুলো ধীরে ধীরে মোকাবিলা করা হবে।

বিসিসিআই সভাপতি গাজী গোলাম মুর্তজা পাপ্পা বলেন, আমরা ইআরএফ এর সঙ্গে নিয়মিত অ্যাওয়ার্ড দিয়ে যাচ্ছি। এটি দেশের মানুষের কাছে বিশেষ করে সাংবাদিকদের কাছে আলোচিত একটি ঘটনা। সাংবাদিকদের লেখনির মাধ্যমে

দৈনিক সরোবর

05-Feb-24 Page:1 Size:923832 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 20

এবছরই বাংলাদেশে খোলা হচ্ছে চীনা ব্যাংকের শাখা: বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

সরোবর প্রতিবেদক

প্রকাশিত: ফেব্রুয়ারি ০৪, ২০২৪, ০৫:৩৭ বিকাল

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু জানিয়েছেন, চলতি বছরের মধ্যেই বাংলাদেশে চীনের বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা খোলা হচ্ছে। তিনি বলেন, গেল মাসে আমরা তাৎক্ষণিক লেনদেনে (আরটিজিএস) চীনা মুদ্রাকে যুক্ত করেছি।

সেই সঙ্গে চীনের ব্যাংক যদি আসে, তাহলে আমাদের আমদানি-রপ্তানিতে আরো একটি মাইলফলক তৈরি হবে। চীনের ডেপুটি মিশন প্রধান কথা দিয়েছেন, চলতি বছরের মধ্যে বাংলাদেশে তাদের ব্যাংক শাখা খুলবে।

রবিবার রাজধানীর একটি হোটেলে বিসিসিসিআই-ইআরএফ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, চীন এখন বাংলাদেশের অন্যতম বড় উন্নয়ন সহযোগী। তাদের সঙ্গে আমাদের বড় বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে। আমাদের আম আর সবজি চীনে রপ্তানি করে এ ঘাটতি কমাতে পারবো না; দরকার বিনিয়োগ। চীনা বিনিয়োগকারীদের বলব, বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ ভালো লোকেশন, রয়েছে বন্দর সুবিধা। ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলও তৈরি হচ্ছে। এসব জোনে তারা বিনিয়োগ করতে পারে।

তিনি বলেন, সামনে রমজান, আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ। চিনি, তেল আমাদের ৯০ ভাগ আমদানি করতে হয়। এসব পণ্য আমদানিতে ট্যাক্স কমানোর প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী সম্মতি দিয়েছেন। এনবিআর যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে এলে রমজানে ভোক্তারা এর সুবিধা পাবেন।

দৈনিক সরোবর/এএস

Outlook Bangla

রমজানে নিত্যপণ্যের বাজার ঠিক রাখাই বড় চ্যালেঞ্জ: বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

আউটলুকবাংলা রিপোর্ট

প্রকাশের সময় : রবিবার, ৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ ৬:৫৭ pm

file pic

দেশে বর্তমানে ১৮ লাখ মেট্রিক টন চাল মজুত আছে, যা চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু।

আসছে রোজার মাসে বাজারে নিত্যপণ্যের সরবরাহের কোনো সংকট হবে না বলেও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে রোববার একটি অনুষ্ঠানে প্রতিমন্ত্রী টিটু বাজার নিয়ে কথা বলছিলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, "রমজানে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে। আমাদের এখন দরকার উৎপাদক ও আমদানিকারক থেকে হোলসেলার এবং রিটেইলারদের সাপ্লাই চেইন নিয়ে কাজ করা। এটা করতে পারলে আমাদের ভোক্তারা ন্যায্যমূল্যে পণ্য পাবেন।"

তিনি বলেন, "যারা নিত্যপণ্য আমদানি করে, সেসব আমদানিকারকদের আমরা ডেকেছি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় ও মৎস্য মন্ত্রণালয়কে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী একটি সমন্বয় করে দিয়েছেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কিছুই উৎপাদন, আমদানি বা রপ্তানি করে না বরং পলিসি নিয়ে কাজ করে। সেই পলিসিগুলো দিয়ে যদি সবার সমন্বয়ে ভোক্তাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তাহলে সাপ্লাই চেইনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সবাইকে একটি প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসতে হবে।"

রোজার মাসে নিত্যপণ্যের বাজার ঠিক রাখাকে 'বড় চ্যালেঞ্জ' বলে মনে করছেন প্রতিমন্ত্রী টিটু।

"রমজানকে ঘিরে উদ্রেককযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছি। বিশেষ করে চিনি ও তেলের ক্ষেত্রে পদক্ষেপও নেওয়া হচ্ছে। এসব পণ্যে প্রায় ৯০ ভাগ আমদানি করতে হয়। আমরা আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী এতে সম্মতি দিয়েছেন। আশা করছি অতিক্রত ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ এই শুল্ক একটি যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসবে। এটা করতে পারলে আমদের আগামী রমজানে ভোক্তারা একটা সুবিধা পাবে।

"ভারতের সঙ্গে আমাদের পেঁয়াজ এবং চিনি নিয়ে একটি প্রতিবন্ধকতা ছিল। ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। রমজান উপলক্ষে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানির প্রক্রিয়া সহজ করা হবে।"

চীন আরও বড় বিনিয়োগ করবে

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ-চায়না চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধিদের উদ্দেশে প্রতিমন্ত্রী বলেন, "আপনারা জানেন, চায়নার সাথে সবচেয়ে বড় ট্রেড গ্যাপ। এই গ্যাপ পূরণ করতে আমাদের কাজ করতে হবে। আমরা যদি মনে করি আম বা সবজি রপ্তানি করে রাতারাতি ২২-২৩ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি গ্যাপ পূরণ করে ফেলব, এই চিন্তা থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

"যে পণ্যগুলো আমরা চায়না থেকে আমদানি করছি সেই আমদানি প্রতিস্থাপন যদি বাংলাদেশি শিল্পকারখানার সহায়তায় করতে পারি এবং এগুলো যদি রপ্তানি করতে পারি তাহলে এ গ্যাপটা দ্রুত কমে আসবে।"

সামনে চীনের অর্থনীতিতে বড় চ্যালেঞ্জ আসবে জানিয়ে তিনি বলেন, "সেই চ্যালেঞ্জকে আমাদের বড় অপরচুনিটি হিসেবে কাজে লাগাতে হবে। ইউএস-চায়না বাণিজ্য সম্পর্ক যত কঠিন হবে চায়না বিনিয়োগও তত ডাইভারশন হবে। সামনে চায়না বাংলাদেশে বড় বিনিয়োগ করবে। বাংলাদেশ সরকার ১০৫টি ইকোনমিক জোন করেছে। সেসব জোনে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের টানতে হবে। এক্ষেত্রে বিভার ফরেন ডাইরেক্টরদের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।"

Outlook Bangla

বিসিসিসিআই-ইআরএফ পুরস্কার পেলেন যারা

আউটলুকবাংলা রিপোর্ট

প্রকাশের সময় : রবিবার, ৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ ৬:২৩ pm

বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এবং ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (বিসিসিসিআই-ইআরএফ) এর দেয়া 'বেস্ট রিপোর্টিং' পুরস্কার পেয়েছেন দেশের ১৭ সাংবাদিক।

রোববার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে পাঁচটি শাখায় পুরস্কার বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু।

পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিকরা দেশের বিভিন্ন পত্রিকা, টেলিভিশন এবং অনলাইন নিউজ পোর্টালে কাজ করেন, যারা 'ইআরএফ'র সদস্য।

'বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে ব্যবসা ও বিনিয়োগ', 'চীনের হাই-কোয়ালিটি ডেভেলপমেন্ট কনসেপ্ট বা পলিসি কীভাবে বাংলাদেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে', 'চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ ও বাংলাদেশের উন্নয়ন', 'আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স', 'ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভ্যুলেশনসহ দ্বি-পক্ষীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং অন্যান্য (ব্লু-ইকোনমি, ট্যুরিজম, কালচার, এডুকেশন, হসপিটালিটি)' শাখায় এই পুরস্কার দেয়া হয়।

বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দিয়ে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, "প্রতিবেদনের মাধ্যমে দেশ ও জাতির প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরা বড় চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করে যারা আজ পুরস্কার পাচ্ছেন এবং এর সহযোগী যারা রয়েছেন তাদের সবাইকে অভিনন্দন।

প্রতিটি শাখায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিসেবে তিনজনকে পুরস্কৃত করা হয়। ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট ছাড়াও প্রথম পুরস্কারের অর্থমূল্য ১ লাখ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ৭৫ হাজার টাকা এবং তৃতীয় পুরস্কার ৫০ হাজার টাকা।

প্রথম চারটি শাখায় মোট ১২ জন পুরস্কার পেয়েছেন। আর 'অন্যান্য' শাখায় প্রথম ও দ্বিতীয় বিজয়ীর পর তিনজন যৌথভাবে তৃতীয় হয়েছেন। যৌথভাবে তৃতীয় হওয়া প্রত্যেকে ২০ হাজার টাকা করে পেয়েছেন।

ইআরএফের সদস্য সংবাদকর্মীরা এবার মোট ৬৮টি প্রতিবেদন জমা দেন। সেগুলো নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করতে দুই সংগঠনের পক্ষ থেকে ৬ সদস্যের জুরি বোর্ড গঠন করা হয়।

অন্যান্য শাখায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন নিউজ টোয়েন্টিফোর টিভির জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক বাবু কামরুজ্জামান। দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন ইংরেজি দৈনিক দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের বিশেষ প্রতিনিধি এফ এইচ হুমায়ুন কবীর।

এ শাখায় যৌথভাবে তৃতীয় পুরস্কার বিজয়ীরা হলেন- দ্য ডেইলি স্টারের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক আহসান হাবিব, সময়ের আলো পত্রিকার বাণিজ্য সম্পাদক এসএম আলমগীর এবং দ্য রিপোর্ট ২৪ ডটকম এর জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক হাসান আরিফ।

'বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত' সহায়তা বিষয়ক শাখায় দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের বিশেষ প্রতিনিধি দৌলত আক্তার মালা প্রথম পুরস্কার এবং দ্য বিজনেস পোস্টের পরিকল্পনা সম্পাদক ইব্রাহিম হোসেন অভি দ্বিতীয় পুরস্কার এবং একুশে টেলিভিশনের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক তৌহিদুর রহমান তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন।

'চীনের হাই-কোয়ালিটি ডেভেলপমেন্ট কনসেপ্ট বা পলিসি কীভাবে বাংলাদেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারে'-এই শাখায় বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মো. জাহিদুল ইসলাম প্রথম পুরস্কার ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেসের বিশেষ প্রতিনিধি জসিম উদ্দীন হারুন দ্বিতীয় পুরস্কার এবং একাত্তর টিভির বিশেষ প্রতিনিধি সুশান্ত সিনহা তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন।

'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' (বিআরআই) শাখায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছেন বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের প্রধান প্রতিবেদক আব্বাস উদ্দিন নয়ন, দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছেন চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের বাণিজ্য সম্পাদক ইকবাল আহসান এবং এনটিভির জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক হাসানুল আলম শাওন তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন।

'বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে ব্যবসা ও বিনিয়োগ' শাখায় দৈনিক আমাদের সময় পত্রিকার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জিয়াদুল ইসলাম প্রথম পুরস্কার, দৈনিক যুগান্তরের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক এস এ এম হামিদ-উজ-জামান দ্বিতীয় পুরস্কার এবং বৈশাখী টেলিভিশনের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক তানজিলা খানম সাথী তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছেন।

deshreview.com
05-Feb-24 Page:1 Size:1440432 col*inch

রমজানে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে: বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

News Desk ফেব্রুয়ারি ৪, ২০২৪ 0 13

Share

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেছেন, এই মুহূর্তে আমাদের চালের রিজার্ভ আছে প্রায় ১৮ লাখ টন। এটা আমাদের চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত। রমজানে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে। আমাদের এখন দরকার উৎপাদক ও আমদানিকারক থেকে হোলসেলার এবং রিটেইলারদের সাপ্লাই চেইন নিয়ে কাজ করা। এটা করতে পারলে আমাদের ভোক্তারা ন্যায্যমূল্যে পণ্য পাবেন।
রোববার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ইআরএফ-বিসিসিসিআই বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, যারা নিত্যপণ্য আমদানি করে, এমন আমদানিকারকদের আমরা ডেকেছি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় ও মৎস্য মন্ত্রণালয়কে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী একটি সমন্বয় করে দিয়েছেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় উৎপাদন, আমদানি বা রপ্তানি করে না বরং পলিসি নিয়ে কাজ করে। সেই পলিসিগুলো দিয়ে যদি সবার সমন্বয়ে ভোক্তাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তাহলে সাপ্লাই চেইনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত সবাইকে একটি প্লাটফর্মে নিয়ে আসতে হবে।

তিনি বলেন, সামনে রমজানকে ঘিরে বড় চ্যালেঞ্জ। রমজানকে ঘিরে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছি। বিশেষ করে চিনি ও তেলের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এসব পণ্য প্রায় ৯০ শতাংশ আমদানি করতে হয়। আমরা আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী এতে সম্মতি দিয়েছেন। আশা করছি অতি দ্রুত ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ এই শুল্ক একটি যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসবে। এটা করতে পারলে রমজানে ভোক্তারা একটা সুবিধা পাবে।

তিনি আরও বলেন, ভারতের সাথে আমাদের পেঁয়াজ এবং চিনি আমদানি নিয়ে একটি প্রতিবন্ধকতা ছিল। ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সাথে আমাদের কথা হয়েছে। রমজান উপলক্ষ্যে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানির প্রক্রিয়া সহজ করা হবে। রমজানে টিসিবি থেকে ভোক্তা পর্যায়ের এক কোটি পরিবারকে আমরা পাঁচটি প্রয়োজনীয় পণ্য (চাল, চিনি, তেল, ডাল, ছোলা) দেই। এটার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ভারত থেকে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানি করা হবে। এতে করে আমাদের সাপ্লাই চেইনের ওপর একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। আমরা শুধুমাত্র টিসিবির মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা দিতে চাচ্ছি না বরং অতিরিক্ত সাপ্লাইয়ার তৈরি করতে চাচ্ছি, যাতে বাজারের অন্যান্য অংশে সাপ্লাইটা স্মুথ হয়।

বাংলাদেশের-চায়না চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধিদের উদ্দেশে আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, আপনারা জানেন চায়নার সাথে সবচেয়ে বড় ট্রেড গ্যাপ। এই গ্যাপ পূরণ করতে আমাদের কাজ করতে হবে। আমরা যদি মনে করি, আম বা সবজি রপ্তানি করে রাতারাতি ২২-২৩ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি গ্যাপ পূরণ করে ফেলব... এই চিন্তা থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

তিনি বলেন, যে পণ্যগুলো আমরা চীন থেকে আমদানি করছি, সেই আমদানি প্রতিস্থাপন যদি বাংলাদেশি শিল্পকারখানার সহায়তায় করতে পারি ও এগুলো যদি রপ্তানি করতে পারি, তাহলে এ গ্যাপটা দ্রুত কমে আসবে। সামনে চায়নার ইকোনমিতে একটা বড় চ্যালেঞ্জ আসবে। সেই চ্যালেঞ্জকে আমাদের বড় অপরচুনিটি হিসেবে কাজে লাগাতে হবে। ইউএস-চীন বাণিজ্য সম্পর্ক যত কঠিন হবে, চীনের বিনিয়োগও তত ডাইভারশন হবে। সামনে চীন বাংলাদেশে বড় বিনিয়োগ করবে। বাংলাদেশ সরকার ১০০টি ইকোনমিক জোন করেছে। সেসব জোনে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের টানতে হবে। এক্ষেত্রে বিডার ফরেন ডাইরেক্টরদের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।

Outlook Bangla

PM gives consent for reducing duty on import of essentials: Ahsanul

file pic

Prime Minister Sheikh Hasina has given consent for reducing the duty of essentials at import stage, State Minister for Commerce Ahsanul Islam Titu said today (4 February).

"We've challenges centering the ensuing month of Ramadan and we've taken notable steps to address those. We've to import 90% of the total domestic demand for edible oil and sugar. The Prime Minister has given consent for lowering import duty following our proposals. Hopefully the NBR will lower the import duty at a rational rate soon and thus the consumers will get benefits during the Month of Ramadan," he said.

The state minister said this while addressing the 'BCCCI-ERF Journalism Award' held at a city hotel today. The award was given to the journalists for their best reports in five different categories.

Presided over by ERF president Refayet Ullah Mirdha, its general secretary Abul Kashem moderated the function.

FBCCI president Mahbubul Alam, Minister Counselor and Deputy Chief of Mission of Chinese Embassy in Bangladesh Yan Hualong, Bangladesh China Chamber of Commerce and Industry (BCCCI) president Gazi Golam Mortuza and general secretary Al Mamun Mirdha spoke on the occasion.

The state minister said the current stockpile of rice in the country is around 18 lakh metric tonnes and this is sufficient for the country compared to its demand.

Noting that the supply of essential items during the Month of Ramadan would remain uninterrupted, Ahsanul said it is now high time to work on the fine tuning of the supply chain starting from producers, manufactures to importers, wholesalers and retailers.

"The consumers will get essentials at fair prices if the initiative becomes successful," he added.

Mentioning that Prime Minister Sheikh Hasina has already made coordination among the Ministries of Commerce, Agriculture, Fisheries and Livestock, he said that the Ministry of Commerce does not work on production, import, and export, rather work on policy issues.

"All related to supply chain should have to be brought into a single platform to establish the rights of the consumers through a nice policy."

Regarding the issue of importing sugar and onion from India, Ahsanul said his Indian counterpart has assured of simplifying the process for importing such essential items.

The State Minister said the state-run Trading Corporation of Bangladesh (TCB) provides essential items to some one crore families round the year every month including in the Month of Ramadan. In continuation of this, he said onion and sugar would be imported from India which would have a positive impact.

Apart from the TCB, Ahsanul said the government also wants to ensure a smooth supply chain through ensuring additional supply.

FBCCI president Mahbubul Alam said that the country's economy is moving ahead and will continue to move.

"If all concerned work in a concentrated way, then it will be possible to build a nice country," he added.

The chief of the country's apex trade body also assured that the FBCCI would extend all sorts of cooperation to the Chinese investors in case of their investments in Bangladesh.

হক কথা
THE HAKKATHA
05-Feb-24 Page:1 Size:1182610 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 10

বিসিসিসিআই-ইআরএফ পুরস্কার পেলেন ১৭ সাংবাদিক

হক কথা ডেস্ক

ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) 'বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছেন ১৭ সাংবাদিক। দেশের অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিটে কাজ করা সাংবাদিকদের পাঁচটি ক্যাটাগরিতে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। রোববার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু।

চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনেশিয়েটিভ ও বাংলাদেশের উন্নয়ন, আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স, ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভ্যুলেশনসহ দ্বি-পক্ষীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হস্তান্তর ও অন্যান্য (ক্লু-ইকোনমি, ট্যুরিজম, কালচার, এডুকেশন, হসপিটালিটি) ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দেওয়া হয়।

এ বছর প্রতিটি ক্যাটাগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিসেবে তিনজনকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট ছাড়াও প্রথম পুরস্কারের অ্যাওয়ার্ড মানি এক লাখ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কারের অ্যাওয়ার্ড মানি ৭৫ হাজার টাকা ও তৃতীয় পুরস্কারের অ্যাওয়ার্ড মানি ৫০ হাজার টাকা।

প্রথম চারটি ক্যাটাগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার হিসেবে ১২ জন বিজয়ী হয়েছেন। অন্যান্য ক্যাটাগরিতে প্রথম ও দ্বিতীয় বিজয়ীর পর তৃতীয় ক্যাটাগরিতে ইআরএফের তিনজন যৌথভাবে তৃতীয় হয়েছেন। অর্থাৎ, এ বছর সব মিলিয়ে ইআরএফের ১৭ জন সদস্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। যৌথভাবে তৃতীয় হওয়া প্রত্যেকে ২০ হাজার টাকা করে পাবেন।

এই আয়োজনের জন্য সংবাদপত্র, অনলাইন নিউজ পোর্টাল ও টেলিভিশনে কর্মরত ইআরএফ সদস্যরা মোট ৬৮টি নিউজ জমা দিয়েছেন। নিউজগুলো নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করতে দুই সংগঠনের পক্ষ থেকে ছয় সদস্যের জুরি বোর্ড গঠন করা হয়।

পুরস্কার বিজয়ীরা হলেন, দ্য ডেইলি স্টারের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক আহসান হাবিব, সময়ের আলো পত্রিকার বাণিজ্য সম্পাদক এসএম আলমগীর এবং দ্য রিপোর্ট ২৪ ডট কমের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক হাসান আরিফ, দৈনিক দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের বিশেষ প্রতিনিধি এফ এইচ হুমায়ুন কবীর, নিউজ টোয়েন্টিফোর টিভির জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক বাবু কামরুজ্জামান, একুশে টেলিভিশনের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক তৌহিদুর রহমান, দ্য বিজনেস পোস্টের পরিকল্পনা সম্পাদক ইব্রাহিম হোসেন অভি ও দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের বিশেষ প্রতিনিধি দৌলত আক্তার মালা।

আরও রয়েছেন, একাত্তর টিভির বিশেষ প্রতিনিধি সুশান্ত সিনহা, দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের বিশেষ প্রতিনিধি জসিম উদ্দীন হারুন, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মো. জাহিদুল ইসলাম, এনটিভির জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক হাসানুল আলম শাওন, চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের বাণিজ্য সম্পাদক ইকবাল আহসান, দৈনিক দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের প্রধান প্রতিবেদক আব্বাস উদ্দিন নয়ন, বৈশাখী টেলিভিশনের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক তানজিলা খানম সাথী, দৈনিক যুগান্তরের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক এস এ এম হামিদ-উজ-জামান ও দৈনিক আমাদের সময় পত্রিকার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জিয়াদুল ইসলাম। সূত্র : ঢাকা পোস্ট।

সুখবর
05-Feb-24 Page:1 Size:1753001 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 10

চলতি বছরই বাংলাদেশে চীনা ব্যাংকের শাখা খোলা হচ্ছে: বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

নিউজ ডেস্ক
প্রকাশ: ০৫:৪৮ পিএম, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ২০২৪

ছবি: সংগৃহীত

STORYTELLER COMMUNICATIONS
Outdoor Branding & Events
Call: 01883-892698

চলতি বছরের মধ্যে বাংলাদেশে চীনের বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা খোলা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু।

তিনি বলেন, গত মাসে আমরা তাৎক্ষণিক লেনদেনে (আরটিজিএস) চীনা মুদ্রাকে যুক্ত করেছি। সেই সঙ্গে চীনের ব্যাংক যদি আসে, তাহলে আমাদের আমদানি-রপ্তানিতে আরও একটি মাইলফলক তৈরি হবে। চীনের ডেপুটি মিশন প্রধান কথা দিয়েছেন, চলতি বছরের মধ্যে বাংলাদেশে তাদের ব্যাংক শাখা খুলবে।

রোববার (৪ঠা ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর একটি হোটেলে বিসিসিসিআই-ইআরএফ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, চীন এখন বাংলাদেশের অন্যতম বড় উন্নয়ন সহযোগী। তাদের সঙ্গে আমাদের বড় বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে। আমাদের আম আর সবজি চীনে রপ্তানি করে এ ঘাটতি কমাতে পারবো না; দরকার বিনিয়োগ। চীনা বিনিয়োগকারীদের বলব, বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ ভালো লোকেশন, রয়েছে বন্দর সুবিধা। ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলও তৈরি হচ্ছে। এসব জোনে তারা বিনিয়োগ করতে পারে।

তিনি বলেন, সামনে রমজান, আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ। চিনি, তেল আমাদের ৯০ ভাগ আমদানি করতে হয়। এসব পণ্য আমদানিতে ট্যাক্স কমানোর প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী সম্মতি দিয়েছেন। এনবিআর যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে এলে রমজানে ভোক্তারা এর সুবিধা পাবেন।

আরও পড়ুন: আরটিজিএসের মাধ্যমে চীনা মুদ্রায় লেনদেন চালু হচ্ছে রোববার থেকে

ভারত থেকে নিত্যপণ্য আমদানিতে প্রতিবন্ধকতা ছিল, তা দূর হয়েছে উল্লেখ করে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, আগামী রমজানে ব্যবহার করার মতো চিনি ও পেঁয়াজ যাতে সহজে দেশে আসতে পারে-এ বিষয়ে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। বিশেষ করে পেঁয়াজ ও চিনি টিসিবির মাধ্যমে এক কোটি পরিবারকে দেওয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে সরবরাহে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম ও বাংলাদেশে চীনের ডেপুটি মিশন প্রধান ওয়ান হুয়ালং। বক্তব্য রাখেন, ইআরএফ সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মৃধা ও বিসিসিসিআই সাধারণ সম্পাদক আল মামুন মৃধা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইআরএফ সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

এসকে/

খবরটি শেয়ার করুন

THE DAILY Messenger
05-Feb-24 Page:1 Size:821304 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 20

সামনে রমজানকে ঘিরে বড় চ্যালেঞ্জ : বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

প্রকাশিত: ১৫:২৭, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
আপডেট: ১৫:৪০, ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

ছবি : সংগৃহীত

সামনে রমজানকে ঘিরে বড় চ্যালেঞ্জ। রমজানকে ঘিরে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছি বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু।

রোববার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ইআরএফ-বিসিসিসিআই বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

এ সময় তিনি জানান, এই মুহূর্তে আমাদের চালের রিজার্ভ আছে প্রায় ১৮ লাখ টন। এটা আমাদের চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত। আমাদের এখন দরকার উৎপাদক ও আমদানিকারক থেকে হোলসেলার এবং রিটেইলারদের সাপ্লাই চেইন নিয়ে কাজ করা। এটা করতে পারলে আমাদের ভোক্তারা ন্যায্যমূল্যে পণ্য পাবেন।

তিনি বলেন, যারা নিত্যপণ্য আমদানি করে, এমন আমদানিকারকদের আমরা ডেকেছি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় ও মৎস্য মন্ত্রণালয়কে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী একটি সমন্বয় করে দিয়েছেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় উৎপাদন, আমদানি বা রপ্তানি করে না বরং পলিসি নিয়ে কাজ করে। সেই পলিসিগুলো দিয়ে যদি সবার সমন্বয়ে ভোক্তাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তাহলে সাপ্লাই চেইনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত সবাইকে একটি প্লাটফর্মে নিয়ে আসতে হবে।

তিনি আরও বলেন, বিশেষ করে চিনি ও তেলের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এসব পণ্য প্রায় ৯০ শতাংশ আমদানি করতে হয়। আমরা আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী এতে সম্মতি দিয়েছেন। আশা করছি অতি দ্রুত ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ এই শুল্ক একটি যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসবে। এটা করতে পারলে রমজানে ভোক্তারা একটা সুবিধা পাবে।

usbangla
05-Feb-24 Page:1 Size:719712 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 20

‘চীনের সঙ্গে আমাদের ব্যাপক বাণিজ্য ঘাটতি’

প্রকাশিতঃ ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪
৫:৩৮ অপরাহ্ন

ইউ এস বাংলা ২৪ এর সর্বশেষ খবর পেতে (Google News) ফিডটি অনুসরণ করুন

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেছেন, চীনের সঙ্গে আমাদের ব্যাপক বাণিজ্য ঘাটতি আছে। আমরা চাই চীনা বিনিয়োগকারীরা এসে বিনিয়োগ করুক এবং এখান থেকেই পণ্য রপ্তানি করুক। রোববার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে বিসিসিসিআই-ইআরএফ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত ১৭ জন সাংবাদিকের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন স্টাফ রিপোর্টার হামিদ-উজ-জামান। এ সময় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, রমজান উপলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের পর্যাপ্ত মজুত আছে। ইতোমধ্যেই আরও কিছু পণ্যে আমদানি শুল্ক কমানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব দেওয়া আছে। আশা করছি, রমজানে ভোক্তাদের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। আমাদের এখন ১৮ লাখ মেট্রিক টন চাল মজুত

আছে। আরও ১৩ লাখ টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়েছে। রোজায় বিভিন্ন পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক থাকবে। আমরা শুধু উৎপাদন, আমদানি ও সরবরাহ পর্যায়ে কিছু কাজ করছি। সেগুলোর জন্য সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। তিনি বলেন, আমি দায়িত্ব নিয়েই বলেছি সাংবাদিকরা আমার চোখ এবং কান। তাদের লেখনির মাধ্যমে উঠে আসা চ্যালেঞ্জগুলো ধীরে ধীরে মোকাবিলা করা হবে। বিসিসিআই সভাপতি গাজী গোলাম মুর্তজা পাপ্পা বলেন, আমরা ইআরএফ এর সঙ্গে নিয়মিত অ্যাওয়ার্ড দিয়ে যাচ্ছি। এটি দেশের মানুষের কাছে বিশেষ করে সাংবাদিকদের কাছে আলোচিত একটি ঘটনা। সাংবাদিকদের লেখনির মাধ্যমে বাংলাদেশ ও চায়নার মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আর বহুমাত্রিক এবং উন্নত হবে। এ ধরনের উদ্যোগ দুদেশের

সম্পর্ক বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

হককথা
THE HAKKATHA
05-Feb-24 Page:1 Size:924443 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 10

‘চীনের সঙ্গে আমাদের ব্যাপক বাণিজ্য ঘাটতি’

by হক কথা ডেস্ক 0

বাংলাদেশ ডেস্ক : বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেছেন, চীনের সঙ্গে আমাদের ব্যাপক বাণিজ্য ঘাটতি আছে। আমরা চাই চীনা বিনিয়োগকারীরা এসে বিনিয়োগ করুক এবং এখান থেকেই পণ্য রপ্তানি করুক।

রোববার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে বিসিসিসিআই-ইআরএফ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত ১৭ জন সাংবাদিকের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন যুগান্তরের স্টাফ রিপোর্টার হামিদ-উজ-জামান।

এ সময় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, রমজান উপলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের পর্যাপ্ত মজুত আছে। ইতোমধ্যেই আরও কিছু পণ্যে আমদানি শুল্ক কমানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব দেওয়া আছে। আশা করছি, রমজানে ভোক্তাদের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। আমাদের এখন ১৮ লাখ মেট্রিক টন চাল মজুত আছে। আরও ১৩ লাখ টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়েছে। রোজায় বিভিন্ন পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক থাকবে। আমরা শুধু উৎপাদন, আমদানি ও সরবরাহ পর্যায়ে কিছু কাজ করছি। সেগুলোর জন্য সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

তিনি বলেন, আমি দায়িত্ব নিয়েই বলেছি সাংবাদিকরা আমার চোখ এবং কান। তাদের লেখনির মাধ্যমে উঠে আসা চ্যালেঞ্জগুলো ধীরে ধীরে মোকাবিলা করা হবে।

বিসিসিআই সভাপতি গাজী গোলাম মুর্তজা পাপ্পা বলেন, আমরা ইআরএফ এর সঙ্গে নিয়মিত অ্যাওয়ার্ড দিয়ে যাচ্ছি। এটি দেশের মানুষের কাছে বিশেষ করে সাংবাদিকদের কাছে আলোচিত একটি ঘটনা। সাংবাদিকদের লেখনির মাধ্যমে বাংলাদেশ ও চায়নার মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আর বহুমাত্রিক এবং উন্নত হবে। এ ধরনের উদ্যোগ দুদেশের সম্পর্ক বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে। সূত্র : যুগান্তর

হককথা/নাছরিন

padmatimes.com
05-Feb-24 Page:1 Size:962140 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 52

বিসিসিসিআই-ইআরএফ পুরস্কার পেলেন ১৭ সাংবাদিক

প্রকাশিত: ফেব্রুয়ারি ৪, ২০২৪; সময়: ৩:০৮ pm |খবর > জাতীয় / শীর্ষ সংবাদ

পদ্মাটাইমস ডেস্ক : ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) 'বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছেন ১৭ সাংবাদিক। দেশের অর্থনীতি ও বাণিজ্য বিটে কাজ করা সাংবাদিকদের পাঁচটি ক্যাটাগরিতে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।

রোববার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু।

চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনেশিয়েটিভ ও বাংলাদেশের উন্নয়ন, আর্টিফিসিয়াল ইনটেলিজেন্স, ফোর্থ ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভ্যুলেশনসহ দ্বি-পক্ষীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হস্তান্তর ও অন্যান্য (ব্লু-ইকোনমি, ট্যুরিজম, কালচার, এজুকেশন, হসপিটালিটি) ক্যাটাগরিতে পুরস্কার দেওয়া হয়।

এ বছর প্রতিটি ক্যাটাগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় হিসেবে তিনজনকে পুরস্কৃত করা হচ্ছে। ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট ছাড়াও প্রথম পুরস্কারের অ্যাওয়ার্ড মানি এক লাখ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কারের অ্যাওয়ার্ড মানি ৭৫ হাজার টাকা ও তৃতীয় পুরস্কারের অ্যাওয়ার্ড মানি ৫০ হাজার টাকা।

প্রথম চারটি ক্যাটাগরিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরস্কার হিসেবে ১২ জন বিজয়ী হয়েছেন। অন্যান্য ক্যাটাগরিতে প্রথম ও দ্বিতীয় বিজয়ীর পর তৃতীয় ক্যাটাগরিতে ইআরএফের তিনজন যৌথভাবে তৃতীয় হয়েছেন।

অর্থাৎ এ বছর সব মিলিয়ে ইআরএফের ১৭ জন সদস্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। যৌথভাবে তৃতীয় হওয়া প্রত্যেকে ২০ হাজার টাকা করে পাবেন।

এই আয়োজনের জন্য সংবাদপত্র, অনলাইন নিউজ পোর্টাল ও টেলিভিশনে কর্মরত ইআরএফ সদস্যরা মোট ৬৮টি নিউজ জমা দিয়েছেন। নিউজগুলো নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করতে দুই সংগঠনের পক্ষ থেকে ছয় সদস্যের জুরি বোর্ড গঠন করা হয়।

পুরস্কার বিজয়ীরা হলেন, দ্য ডেইলি স্টারের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক আহসান হাবিব, সময়ের আলো পত্রিকার বাণিজ্য সম্পাদক এসএম আলমগীর এবং দ্য রিপোর্ট ২৪ ডট কমের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক হাসান আরিফ, দৈনিক দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের বিশেষ প্রতিনিধি এফ এইচ হুমায়ুন কবীর, নিউজ টোয়েন্টিফোর টিভির জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক বাবু কামরুজ্জামান, একুশে টেলিভিশনের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক তৌহিদুর রহমান, দ্য বিজনেস পোস্টের পরিকল্পনা সম্পাদক ইব্রাহিম হোসেন অভি ও দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের বিশেষ প্রতিনিধি দৌলত আক্তার মালা।

আরও রয়েছেন, একাত্তর টিভির বিশেষ প্রতিনিধি সুশান্ত সিনহা, দ্য ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের বিশেষ প্রতিনিধি জসিম উদ্দীন হারুন, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জাহিদুল ইসলাম, এনটিভির জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক হাসানুল আলম শাওন, চ্যানেল টোয়েন্টিফোরের বাণিজ্য সম্পাদক ইকবাল আহসান, দৈনিক দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের প্রধান প্রতিবেদক আব্বাস উদ্দিন নয়ন, বৈশাখী টেলিভিশনের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক তানজিলা খানম সাথী, দৈনিক যুগান্তরের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক এস এ এম হামিদ-উজ-জামান ও দৈনিক আমাদের সময় পত্রিকার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জিয়াদুল ইসলাম।

কালবেলা
05-Feb-24 Page:1 Size:1155924 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 50

চলতি বছর দেশে শাখা খুলছে চীনের বাণিজ্যিক ব্যাংক

জানালেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

প্রকাশ : ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪,

দেশে চালু হতে যাচ্ছে চীনের বাণিজ্যিক ব্যাংক। চলতি বছরের মধ্যে এ বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা খোলা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু।

গতকাল রোববার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে অর্থনৈতিক বিটে কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) ও বাংলাদেশ-চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিসিসিসিআই) বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে এমন তথ্য দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে এ বিষয়ে তিনি বলেন, গত মাসে আমরা তাৎক্ষণিক লেনদেনে (আরটিজিএস) চীনা মুদ্রাকে যুক্ত করেছি। সেইসঙ্গে এখন যদি চায়না ব্যাংক আসে, তাহলে বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানিতে আরও একটি মাইলফলক তৈরি হবে। চীনের ডেপুটি মিশন প্রধান কথা দিয়েছেন, চলতি বছরের মধ্যে বাংলাদেশে তাদের ব্যাংক শাখা খুলবে।

দেশটির সঙ্গে বড় বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে উল্লেখ করে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জানান, চীন এখন বাংলাদেশের অন্যতম বড় উন্নয়ন সহযোগী। এ ঘাটতি কমানোর পদক্ষেপ হিসেবে আমরা আম আর সবজি চীনে রপ্তানি করে এ ঘাটতি কমাতে পারব না; এর জন্য দরকার বিনিয়োগ। চীনা বিনিয়োগকারীদের বলব, বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ ভালো লোকেশন, রয়েছে বন্দর সুবিধা। ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলও তৈরি হচ্ছে। এসব জোনে তারা বিনিয়োগ করতে পারে।

এ সময় নিত্যপণ্যের আমদানি শুল্ক কমাতে প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি মিলেছে বলেও জানান বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু।

তিনি বলেন, রমজান ঘিরে বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। রোজাদারদের স্বস্তি দিতে এরই মধ্যে সরকার উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছে। চিনি ও তেলের ক্ষেত্রে পদক্ষেপও নেওয়া হচ্ছে। এসব পণ্য ৯০ শতাংশ আমদানি করতে হয়। প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছি। এতে সম্মতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আশা করছি দ্রুত এনবিআর এই শুল্ক একটি যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসবে। এটা হলে রমজানে সুবিধা পাবেন ভোক্তারা।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আরও জানান, ভারতের সঙ্গে পেঁয়াজ এবং চিনি নিয়ে একটি প্রতিবন্ধকতা ছিল। ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। রমজান উপলক্ষে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানির প্রক্রিয়া সহজ করা হবে। রমজানে টিসিবি থেকে ভোক্তা পর্যায়ে ১ কোটি পরিবারকে আমরা খেজুরসহ পাঁচটি প্রয়োজনীয় পণ্য দিয়ে আসছে সরকার। তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ভারত থেকে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানি করা হবে। এতে সাপ্লাই চেইনের ওপর একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। শুধু টিসিবির মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা দিতে চাই না, অতিরিক্ত সাপ্লাইয়ার তৈরি করতে চাচ্ছি। যাতে বাজারের অন্যান্য অংশে সাপ্লাইটা সুখ হয়।

ইআরএফ সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মৃধার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইআরএফ সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম। এ সময় আরও বক্তব্য দেন এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম, বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিসিসিসিআই) সভাপতি গাজী গোলাম মর্তুজা এবং সাধারণ সম্পাদক আল মামুন মৃধা। অনুষ্ঠানে পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ১৭ সাংবাদিককে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

SYLNEWSBD.COM
05-Feb-24 Page:1 Size:1086300 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 10

বাণিজ্য সহজ করতে বাংলাদেশে চীনের ব্যাংক কার্যক্রম চালুর আহ্বান

প্রকাশিত: ১০:০২ অপরাহ্ন, ফেব্রুয়ারি ৪, ২০২৪

সংগৃহীত ছবি

বাণিজ্য সহজ করতে বাংলাদেশে চীনের ব্যাংক কার্যক্রম চালুর আহ্বান

অনলাইন ডেস্ক

চীনের সঙ্গে বাণিজ্য সহজ করতে চায়না মুদ্রাকে সরকার অফিশিয়াল মুদ্রা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই চীন সরকারের প্রতি ব্যাংকিং চ্যানেল সহজ করতে চীনের একটি ব্যাংকের কার্যক্রম বাংলাদেশে চালু করার আহ্বান জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু।

রবিবার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে অর্থনৈতিক সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনোমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) ও বাংলাদেশ-চায়না চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিসিসিআই) আয়োজিত জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু এসব কথা বলেন। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ১৫ জন সাংবাদিককে পুরস্কার দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশনের (এফবিসিসিআই) সভাপতি মাহবুবুল আলম, বাংলাদেশে চীনা দূতাবাসের মিনিস্টার কাউন্সিলর অ্যান্ড ডেপুটি চিফ অব মিশন ইয়ান হুয়ালং, বিসিসিসিআই সভাপতি গাজী গোলাম মর্তুজা, ইআরএফ সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মৃধা প্রমুখ।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশের জন্য চীনের বাণিজ্য সহজ করতে চায়না মুদ্রাকে সরকার অফিশিয়াল মুদ্রা হিসেবে গত মাস থেকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই চীন সরকারের প্রতি আহ্বান, ব্যাংকিং চ্যানেল সহজ করতে চীনের একটি ব্যাংকের কার্যক্রম বাংলাদেশ থেকে চালু করা হোক।'

বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংযোগ স্থল হতে পারে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'চীনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৈষম্যর ফারাক অনেক বেশি। প্রায় ২২ বিলিয়ন ডলারের পার্থক্য। এই ব্যবধান কমাতে দেশে চীনের বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। চীনের বিনিয়োগের মাধ্যমে তৈরি পণ্য আবার রফতানি করে এই বৈষম্য কমিয়ে আনা সম্ভব।'

আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, 'বাজার ব্যবস্থাপনার সমস্যা চিহ্নিত করে স্মার্ট বাজার ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য অর্জন করা হবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আমদানি-রফতানি করে। ব্যবসায় সহায়ক নীতি নিয়ে কাজ করে। এই নীতির মাধ্যমে ভোক্তা স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে। বিশেষ করে রমজানের পণ্য নিয়ে কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তেল, ছোলা, চিলি, ডাল ও পিয়াজ এসব পণ্যর শুল্ক কমানোর জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে সুপারিশ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীও এই বিষয়ে একমত। আমাদের আশা, এসব পণ্যে সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন থাকবে।'

তিনি জানান, বিশেষ করে আসন্ন রমজানের পণ্য বাজারে স্বাভাবিক সরবরাহ রাখতে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, পিয়াজ ও চিনি ভারত থেকে সহজে আমদানি করা যাবে।

বিডি প্রতিদিন

গ্রামের কাগজ
05-Feb-24 Page:1 Size:1221288 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 31

রমজানে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে : বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

প্রকাশ : রবিবার, ৪ ফেব্রুয়ারি , ২০২৪, ০৫:৪৯:০০ পিএম , **আপডেট** : রবিবার, ৪ ফেব্রুয়ারি , ২০২৪, ০৪:৩৩:৫৯ পিএম

প্রিন্ট অ + অ - অ

কাগজ ডেস্ক:

রমজানে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। তিনি বলেন, রমজান উপলক্ষ্যে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানির প্রক্রিয়া সহজ করতে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সাথে আমাদের কথা হয়েছে।

রোববার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ইআরএফ-বিসিসিসিআই বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, যারা নিত্যপণ্য আমদানি করে, এমন আমদানিকারকদের আমরা ডেকেছি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় ও মৎস্য মন্ত্রণালয়কে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী একটি সমন্বয় করে দিয়েছেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় উৎপাদন, আমদানি বা রপ্তানি করে না বরং পলিসি নিয়ে কাজ করে। সেই পলিসিগুলো দিয়ে যদি সবার সমন্বয়ে ভোক্তাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তাহলে সাপ্লাই চেইনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত সবাইকে একটি প্লাটফর্মে নিয়ে আসতে হবে।

তিনি বলেন, সামনে রমজানকে ঘিরে বড় চ্যালেঞ্জ। রমজানকে ঘিরে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছি। বিশেষ করে চিনি ও তেলের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এসব পণ্য প্রায় ৯০ শতাংশ আমদানি করতে হয়। আমরা আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী এতে সম্মতি দিয়েছেন। আশা করছি অতি দ্রুত ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ এই শুল্ক একটি যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসবে। এটা করতে পারলে রমজানে ভোক্তারা একটা সুবিধা পাবে।

তিনি আরও বলেন, ভারতের সাথে আমাদের পেঁয়াজ এবং চিনি আমদানি নিয়ে একটি প্রতিবন্ধকতা ছিল। ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সাথে আমাদের কথা হয়েছে। রমজান উপলক্ষ্যে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানির প্রক্রিয়া সহজ করা হবে। রমজানে টিসিবি থেকে ভোক্তা পর্যায়ের এক কোটি পরিবারকে আমরা পাঁচটি প্রয়োজনীয় পণ্য (চাল, চিনি, তেল, ডাল, ছোলা) দেই। এটার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ভারত থেকে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানি করা হবে। এতে করে আমাদের সাপ্লাই চেইনের ওপর একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। আমরা শুধুমাত্র টিসিবির মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা দিতে চাচ্ছি না বরং অতিরিক্ত সাপ্লাইয়ার তৈরি করতে চাচ্ছি, যাতে বাজারের অন্যান্য অংশে সাপ্লাইটা সুষ্ঠু হয়।

বাংলাদেশের-চায়না চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধিদের উদ্দেশে আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, আপনারা জানেন চায়নার সাথে সবচেয়ে বড় ট্রেড গ্যাপ। এই গ্যাপ পূরণ করতে আমাদের কাজ করতে হবে। আমরা যদি মনে করি, আম বা সবজি রপ্তানি করে রাতারাতি ২২-২৩ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি গ্যাপ পূরণ করে ফেলব... এই চিন্তা থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

তিনি বলেন, যে পণ্যগুলো আমরা চীন থেকে আমদানি করছি, সেই আমদানি প্রতিস্থাপন যদি বাংলাদেশি শিল্পকারখানার সহায়তায় করতে পারি ও এগুলো যদি রপ্তানি করতে পারি, তাহলে এ গ্যাপটা দ্রুত কমে আসবে। সামনে চায়নার ইকোনমিতে একটা বড় চ্যালেঞ্জ আসবে। সেই চ্যালেঞ্জকে আমাদের বড় অপরচুনিটি হিসেবে কাজে লাগাতে হবে। ইউএস-চীন বাণিজ্য সম্পর্ক যত কঠিন হবে, চীনের বিনিয়োগও তত ডাইভারশন হবে। সামনে চীন বাংলাদেশে বড় বিনিয়োগ করবে। বাংলাদেশ সরকার ১০০টি ইকোনমিক জোন করেছে। সেসব জোনে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের টানতে হবে। এক্ষেত্রে বিডার ফরেন ডাইরেক্টরদের সুবিধা দেওয়া হচ্ছে।

NEWS24
05-Feb-24 Page:1 Size:1526395 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 1,763

বিসিসিসিআই-ইআরএফ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড পেলেন নিউজ টোয়েন্টিফোরের বাবু কামরুজ্জামান

অনলাইন ডেস্ক

বিসিসিসিআই-ইআরএফ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত নিউজ টোয়েন্টিফোরের বিশেষ প্রতিনিধি বাবু কামরুজ্জামান

০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ ২০:১৯

বিসিসিসিআই-ইআরএফ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন নিউজ টোয়েন্টিফোরের বিশেষ প্রতিনিধি বাবু কামরুজ্জামান। চীনের উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা নিয়ে করা একটি প্রতিবেদনের জন্য 'অন্যান্য' ক্যাটাগরিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন তিনি।

রোববার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর হোটেল প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁওয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। অসুস্থতাজনিত কারণে অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকতে পারায় বাবু কামরুজ্জামানের পক্ষে পুরস্কার গ্রহণ করেন ইআরএফ সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

এছাড়া বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে আরও ১৬ জন সাংবাদিক এ অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছেন।

এর আগেও ২০২১ সালে চীনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি নিয়ে প্রতিবেদন করায় সেরা রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন বাবু কামরুজ্জামান। এছাড়াও করোনাকালীন সময়ে সাংবাদিকতায় পেশাগত দক্ষতার স্বীকৃতি স্বরূপ আমেরিকান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি-অ্যামচেম এর কাছে ফ্রন্টলাইন জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড, একশন এইড যুব সাংবাদিকতা ফেলোশিপ-২০২১ ও অর্থনৈতিক সাংবাদিকদের সংগঠন -ইআরএফ বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ডসহ বিভিন্ন পুরস্কার ও সম্মাননা অর্জন করেছেন তিনি।

বিসিসিসিআই-ইআরএফ অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে অন্যান্য অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত সাংবাদিকরা হলেন- দৈনিক আমাদের সময়ের জিয়াদুল ইসলাম, বৈশাখী টেলিভিশনের তানজিলা নিঝুম সাথী, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের জাহিদুল ইসলাম ও আব্বাস উদ্দিন নয়ন, ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের জসিম উদ্দিন হারুন, দৌলত আক্তার মালা ও এফএইচএম হুমায়ন কবীর, একাত্তর টিভির সুশান্ত সিনহা, দ্য বিজনেস পোস্টের ইবরাহিম হোসেন অভি, একুশে টিভির তৌহিদুর রহমান, চ্যানেল টুয়েন্টি ফোরের ইকবাল আহসান, এনটিভির হাসিবুল আলম শাওন, দৈনিক যুগান্তরের হামিদ-উজ-জামান, ডেইলি স্টারের আহসান হাবিব, সময়ের আলোর এসএম আলমগীর এবং দ্য বিজনেস পোস্টের হাসান আরিফ।

অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন এফবিসিসিআই সভাপতি মো. মাহবুবুল আলম এবং বাংলাদেশে চীনা দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশন ইয়ান হুয়ালং। ইআরএফ এর সভাপতি মোহাম্মদ রেফায়েত উল্লাহ মৃধা ও সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম-সহ বিসিসিসিআই নেতৃবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

boishakhi tv
মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়
05-Feb-24 Page: 1 Size: 2037838 col*inch
Reach: 20

বৈশাখীর প্রতিবেদক পেলেন বিসিসিসিআই-ইআরএফ অ্যাওয়ার্ড

প্রকাশিত: ০৪-০২-২০২৪ ১৭:৩১ আপডেট: ০৪-০২-২০২৪ ১৭:৩৫

নিজস্ব প্রতিবেদক: দেশের অর্থনৈতিক বিষয়ে সেরা প্রতিবেদনের জন্য পুরস্কার পেয়েছেন বৈশাখী টেলিভিশনের প্রতিবেদক তানজিলা খানম সাথী (তানজিলা নিঝুম)। বৈশাখী টেলিভিশনে 'চীনা মুদ্রায় আমদানি ব্যয় মেটানো' নিয়ে প্রতিবেদন প্রচারের জন্য এই পুরস্কার পেয়েছেন তানজিলা নিঝুম।

বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, বিসিসিসিআই ও ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম, ইআরএফ যৌথভাবে এই অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে।

বৈশাখী টেলিভিশনের প্রতিবেদক ছাড়াও টেলিভিশন এবং প্রিন্ট ও অনলাইনের আরও ১৬ জন প্রতিবেদক এই পুরস্কার পেয়েছেন।

রোববার রাজধানীর একটি হোটেলে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেয় আয়োজকরা।

রোববার রাজধানীর একটি হোটেলে বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, বিসিসিসিআই ও ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম, ইআরএফ যৌথভাবে এই অ্যাওয়ার্ডের অনুষ্ঠান আয়োজন করে।

এর মধ্য থেকে বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে সম্পর্ক ও বিনিয়োগ ক্যাটাগরিতে তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে বৈশাখী টেলিভিশনের সিনিয়র রিপোর্টার তানজিলা নিঝুম। চীনের সম্পর্কের বিভিন্ন খাতভিত্তিক ৫টি ক্যাটাগরিতে ১৭টি রিপোর্টকে সেরা হিসেবে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিজয়ী রিপোর্টারদের ক্রেস্ট, সনদ ও ১ লাখ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআই'র প্রেসিডেন্ট মাহবুবুল আলম এবং চীনা দূতাবাসের মিনিস্টার কাউন্সিলর ইয়ান হুয়া লং। এছাড়া অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইআরএফ প্রেসিডেন্ট রেফায়েত উল্লাহ মৃধা এবং সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

যে প্রতিবেদনের জন্য বৈশাখী টেলিভিশনের প্রতিবেদক পুরস্কার পান সেই প্রতিবেদনে বলা হয়, দেশের আমদানি ব্যয়ের পুরোটাই মেটানো হয় আমেরিকান ডলারে। ২০২২ সালের শুরু থেকে দেশে ডলারের সংকট দেখা দিলে চীনা মুদ্রায় আমদানি ব্যয় মেটানোর সুযোগ দেয় সরকার। এরআগে ২০১৮ সালে এ সুযোগ দেয়া হলেও তেমন সাড়া দেয়নি ব্যবসায়ীরা। তবে এবার ডলার সংকট কমাতে আমদানি ব্যয়ে চীনা মুদ্রার ব্যবহার বেড়েছে। গত অর্থবছরে মোট আমদানি ব্যয় হয়েছে ৬৯ বিলিয়ন ডলার। আর চায়না থেকে আমদানি করা হয়েছে ১৮ দশমিক পাঁচ-শূন্য বিলিয়ন ডলারের পণ্য। মোট আমদানি ব্যয়ের শূন্য দশমিক তিন-আট শতাংশ মিটিয়েছে চীনা মুদ্রায়। তবে ব্যবসায়ীরা বলছেন, ব্যাংকগুলো চীনা মুদ্রা রিজার্ভের ঘাটতির কথা বলে এলসি খুলতে চায় না।

ব্যাংকগুলো চীনা মুদ্রা রিজার্ভের ঘাটতির কথা বলে এলসি খুলতে চায় না। এই শিরোনামে ২০২৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে বৈশাখী টেলিভিশনের সিনিয়র রিপোর্টার তানজিলা নিঝুমের একটি বিশেষ প্রতিবেদন প্রচার করা হয়।

বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, বিসিসিসিআই ও ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম, ইআরএফ যৌথভাবে বাংলাদেশ-চীন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ওপর 'সেরা রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড' প্রতিযোগিতায় গত বছর বৈশাখী টেলিভিশনে প্রচারিত প্রতিবেদনটি জমা দেয়া হয়। দ্বিতীয়বার বিসিসিসিআই ও ইআরএফ যৌথভাবে এই অ্যাওয়ার্ডের আয়োজনে ইআরএফের ৬৮ জন সদস্য প্রতিবেদন জমা দেন।

Popular24News.com
05-Feb-24 Page: 1 Size: 798725 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 10

রমজানের আগেই ভারত থেকে আনা হবে পেঁয়াজ-চিনি: বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেছেন, রমজানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। রমজান উপলক্ষে ভারত থেকে পেঁয়াজ ও চিনি আনা হবে। ইতিমধ্যে ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে আমার কথা হয়েছে।

রোববার (৪ ফেব্রুয়ারি) সকালে প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলের বলরুমে বিসিসিসিআই ও ইকোনমিক রিপোর্টাস ফোরাম যৌথ উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব বলেন তিনি।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, স্মার্ট বাজার ব্যবস্থার লক্ষ্য নিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কাজ শুরু করেছে। রমজানে যেহেতু চিনি ও তেলের চাহিদা বেশি থাকে সেহেতু আমরা চিনি ও তৈল আমদানিতে ভ্যাট এন্ড ট্যাক্স কমানোর জন্য আবেদন করেছি। প্রধানমন্ত্রী তাতে সম্মতি দিয়েছেন।

আহসানুল হক বলেন, এবার টিসিবির আওতায় খেজুর, চিনি, চাল, ডাল, ছোলা দেওয়া হবে। যাতে সাধারণ মানুষ কমমূল্যে রমজানে এসব পণ্য কিনতে পারেন।

তিনি বলেন, ইতিমধ্যে আমাদের ১৮ লাখ মেট্রিক টন চাল মজুদ আছে। এছাড়া ১৩ লাখ মেট্রিক টন চাল আমদানি করা হয়েছে। সব মিলিয়ে চালের কোন সমস্যা বা দাম বাড়ানোর সুযোগ থাকছেনা।

অনুষ্ঠানে চীনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগির অন্যতম চীন। বিশেষ করে লজিস্টিক সাপোর্ট দিয়ে বাংলাদেশের সড়ক ও বড় স্থাপনা নির্মাণে বড় ভূমিকা রেখেছে তারা। আমরা চাই চায়নার সঙ্গে আমাদের ট্রেড গ্যাপ রয়েছে, সেই গ্যাপটা পূরণ করতে। এছাড়া চাইনিজ ব্যাংক যদি বাংলাদেশ আসে আমদানি রফতানিতে আমাদের সুবিধা বাড়বে।

এসময় দেশে আমদানির চেয়ে রফতানি বাড়াতে নানা উদ্যোগ গ্রহণের কথা জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে ফেডারেল বাংলাদেশ কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি মো. মাহবুব আলম, চায়না অ্যাম্বাসির ডেপুটি চিফ ইয়ান হ্যালোং সহ ইকোনমিক রিপোর্টার ফোরামের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সভাপতি সাধারণ সম্পাদকসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।

05-Feb-24 Page:1 Size:725340 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 10

চলতি বছরই বাংলাদেশে চীনা ব্যাংকের শাখা খোলা হচ্ছে : বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

By বার্তা কক্ষ — On ফেব্রু. ৪, ২০২৪

Share

বিশেষ (ঢাকা) প্রতিনিধি: চলতি বছরের মধ্যে বাংলাদেশে চীনের বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা খোলা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। তিনি বলেন, গত মাসে আমরা তাৎক্ষণিক লেনদেনে (আরটিজিএস) চীনা মুদ্রাকে যুক্ত করেছি।

সেই সঙ্গে চীনের ব্যাংক যদি আসে, তাহলে আমাদের আমদানি-রপ্তানিতে আরও একটি মাইলফলক তৈরি হবে। চীনের ডেপুটি মিশন প্রধান কথা দিয়েছেন, চলতি বছরের মধ্যে বাংলাদেশে তাদের ব্যাংক শাখা খুলবে।

রোববার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর একটি হোটেলে বিসিসিসিআই-ইআরএফ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, চীন এখন বাংলাদেশের অন্যতম বড় উন্নয়ন সহযোগী। তাদের সঙ্গে আমাদের বড় বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে। আমাদের আম আর সবজি চীনে রপ্তানি করে এ ঘাটতি কমাতে পারবো না; দরকার বিনিয়োগ। চীনা বিনিয়োগকারীদের বলব, বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ ভালো লোকেশন, রয়েছে বন্দর সুবিধা। ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলও তৈরি হচ্ছে। এসব জোনে তারা বিনিয়োগ করতে পারে।

তিনি বলেন, সামনে রমজান, আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ। চিনি, তেল আমাদের ৯০ ভাগ আমদানি করতে হয়। এসব পণ্য আমদানিতে ট্যাক্স কমানোর প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী সম্মতি দিয়েছেন। এনবিআর যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে এলে রমজানে ভোক্তারা এর সুবিধা পাবেন।

ভারত থেকে নিত্যপণ্য আমদানিতে প্রতিবন্ধকতা ছিল, তা দূর হয়েছে উল্লেখ করে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, আগামী রমজানে ব্যবহার করার মতো চিনি ও পেঁয়াজ যাতে সহজে দেশে আসতে পারে-এ বিষয়ে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। বিশেষ করে পেঁয়াজ ও চিনি টিসিবির মাধ্যমে এক কোটি পরিবারকে দেওয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে সরবরাহে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম ও বাংলাদেশে চীনের ডেপুটি মিশন প্রধান ওয়ান হুয়ালং। বক্তব্য রাখেন, ইআরএফ সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মৃধা ও বিসিসিসিআই সাধারণ সম্পাদক আল মামুন মৃধা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইআরএফ সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

the report.com
05-Feb-24 Page:1 Size:732072 col*inch
Tonality: Positive

প্রিন্ট

বিসিসিসিআই-ইআরএফ অ্যাওয়ার্ড পেলেন দি রিপোর্ট ২৪'র হাসান আরিফ

২০২৪ ফেব্রুয়ারি ০৪ ১৮:৩৮:৩০

দ্য রিপোর্ট প্রতিবেদক: বিসিসিসিআই-ইআরএফ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন দি রিপোর্ট ২৪ এর বিশেষ প্রতিনিধি হাসান আরিফ। ক্লু ইকোনোমিতে এই পুরস্কার পেয়েছেন তিনি।

তার নিউজের শিরোনাম ছিল 'অধরা সমুদ্র সম্পদ : দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ প্রায় শুন্যের কোঠায়'। পুরস্কার হিসেবে একটি ক্রেস্ট, সনদ এবং নগদ টাকার চেক তার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

রোববার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে আনুষ্ঠানিকভাবে অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে আরও ১৭ জন সাংবাদিক এ অ্যাওয়ার্ড লাভ করেছেন।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। বিশেষ অতিথি ছিলেন এফবিসিসিআই সভাপতি মো. মাহবুবুল আলম এবং বাংলাদেশে চীনা দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশন ইয়ান হুয়ালং। বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিসিআই) সভাপতি গাজী গোলাম মুর্তজা পাপ্পার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন বিসিসিআই এর সেক্রেটারি আল মামুন মৃধা, ইআরএফ সভাপতি মোহাম্মদ রেফায়েত উল্লাহ মৃধা এবং অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইআরএফ এর সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

প্রসঙ্গত, হাসান আরিফ এর আগে একাধিকবার বিভিন্ন সংগঠনের বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ইআরএফ বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড এবং ডিআরইউ বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড। এছাড়া তিনি ইআরএফ এবং ডিআরইউর কার্যনির্বাহী কমিটিতে সর্বাধিক ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিসিসিআই-ইআরএফ অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে অন্যান্য অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত সাংবাদিকরা হলেন- দৈনিক আমাদের সময়ের জিয়াদুল ইসলাম, বৈশাখী টেলিভিশনের তানজিলা নিঝুম সাথী, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ডের জাহিদুল ইসলাম ও আব্বাস উদ্দিন নয়ন, ফিনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের জসিম উদ্দিন হারুন, দৌলত আক্তার মালা ও এফএইচএম হুমায়ন কবীর, একাত্তর টিভির সুশান্ত সিনহা, দ্য বিজনেস পোস্টের ইবরাহিম হোসেন অভি, একুশে টিভির তৌহিদুর রহমান, চ্যানেল টুয়েন্টি ফোরের ইকবাল আহসান, এনটিভির হাসিবুল আলম শাওন, নিউজ টুয়েন্টি ফোরের বাবু কামরুজ্জামান, ডেইলি স্টারের আহসান হাবিব এবং সময়ের আলোর এসএম আলমগীর।

BTC NEWS
05-Feb-24 Page:1 Size:814792 col*inch
Tonality: Neutral, Reach: 10

ভারতের সঙ্গে পেঁয়াজ-চিনি নিয়ে প্রতিবন্ধকতা কেটে গেছে : বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

By বার্তা কক্ষ - On ফেব্রু. ৪, ২০২৪

Share

বিশেষ (ঢাকা) প্রতিনিধি: ভারতের সঙ্গে পেঁয়াজ ও চিনি নিয়ে একটি প্রতিবন্ধকতা ছিল। এখন তা কেটে গেছে। ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী রমজান উপলক্ষে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানির প্রক্রিয়া সহজ করার কথা জানিয়েছেন। এতে ভোক্তারা ন্যায্যমূল্যে পণ্য পাবেন।

রবিবার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ইআরএফ-বিসিসিসিআই বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইআরএফ সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মৃধা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ইআরএফ সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম, বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিসিসিসিআই) সভাপতি গাজী গোলাম মর্তুজা, সাধারণ সম্পাদক আল মামুন মৃধা।

এ সময় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, নিত্যপণ্য আমদানিকারকদের আমরা ডেকেছি। বাণিজ্য, কৃষি ও মৎস্য মন্ত্রণালয়কে নিয়ে সমন্বয় করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় উৎপাদন-আমদানি বা রফতানি করে না, বরং পলিসি নিয়ে কাজ করে। এর সমন্বয়ে ভোক্তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সাপ্লাই চেইনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সবাইকে এক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসতে হবে।

রমজানে টিসিবি থেকে ভোক্তা পর্যায়ে এক কোটি পরিবারকে আমরা খেজুরসহ পাঁচটি প্রয়োজনীয় পণ্য দিই, এ তথ্য জানিয়ে টিটু বলেন, এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ভারত থেকে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানি করা হবে। এতে সাপ্লাই চেইনের ওপর একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। শুধু টিসিবির মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা দিতে চাচ্ছি না, অতিরিক্ত সাপ্লায়ার তৈরি করতে চাচ্ছি। যাতে বাজারের অন্যান্য অংশে সাপ্লাইটা স্মুথ হয়।

রমজানে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে নিশ্চিত করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমাদের এই মুহূর্তে প্রায় ১৮ লাখ টন চালের রিজার্ভ আছে। চাহিদার তুলনায় এটা পর্যাপ্ত। আসন্ন রমজান মাসে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে। এখন আমাদের দরকার উৎপাদক-আমদানিকারক থেকে হোলসেলার ও রিটেইলারদের যে সাপ্লাই চেইন, তা নিয়ে কাজ করা। এটা সফল করতে পারলে ভোক্তারা ন্যায্যমূল্যে পণ্য পাবেন।

আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী, এমনটা জানিয়ে আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, রমজানকে ঘিরে বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এই মাসকে কেন্দ্র করে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছি। চিনি ও তেলের ক্ষেত্রে পদক্ষেপও নেওয়া হচ্ছে। এসব পণ্য ৯০ ভাগ আমদানি করতে হয়। প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছি। এতে সম্মতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আশা করছি দ্রুত এনবিআর এই শুল্ক একটি যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসবে। এটা হলে রমজানে সুবিধা পাবেন ভোক্তারা।

সংবাদ প্রেরক বিটিসি নিউজ এর বিশেষ (ঢাকা) প্রতিনিধি মো: ফারুক আহম্মেদ। #

05-Feb-24 Page:1 Size:747458 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 10

চলতি বছরই বাংলাদেশে চীনা ব্যাংকের শাখা খোলা হচ্ছে: বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

আপডেট সময় : ১১:৫২:৪৫ পূর্বাহ্ন, রবিবার, ৪ ফেব্রুয়ারী ২০২৪ ৯ বার পড়া হয়েছে

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক: চলতি বছরের মধ্যে বাংলাদেশে চীনের বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা খোলা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। তিনি বলেন, গত মাসে আমরা তাৎক্ষণিক লেনদেনে (আরটিজিএস) চীনা মুদ্রাকে যুক্ত করেছি। সেই সঙ্গে চীনের ব্যাংক যদি আসে, তাহলে আমাদের আমদানি-রপ্তানিতে আরও একটি মাইলফলক তৈরি হবে। চীনের ডেপুটি মিশন প্রধান কথা দিয়েছেন, চলতি বছরের মধ্যে বাংলাদেশে তাদের ব্যাংক শাখা খুলবে। রোববার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর একটি হোটেলে বিসিসিসিআই-ইআরএফ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, চীন এখন বাংলাদেশের অন্যতম বড় উন্নয়ন সহযোগী। তাদের সঙ্গে আমাদের বড় বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে। আমাদের আম আর সবজি চীনে রপ্তানি করে এ ঘাটতি কমাতে পারবো না; দরকার বিনিয়োগ। চীনা বিনিয়োগকারীদের বলব, বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ ভালো লোকেশন, রয়েছে বন্দর সুবিধা। ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলও তৈরি হচ্ছে। এসব জোনে তারা বিনিয়োগ করতে পারে। তিনি বলেন, সামনে রমজান, আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ। চিনি, তেল আমাদের ৯০ ভাগ আমদানি করতে হয়। এসব পণ্য আমদানিতে ট্যাক্স কমানোর প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী সম্মতি দিয়েছেন। এনবিআর যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে এলে রমজানে ভোক্তারা এর সুবিধা পাবেন। ভারত থেকে নিত্যপণ্য আমদানিতে প্রতিবন্ধকতা ছিল, তা দূর হয়েছে উল্লেখ করে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, আগামী রমজানে ব্যবহার করার মতো চিনি ও পেঁয়াজ যাতে সহজে দেশে আসতে পারে-এ বিষয়ে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। বিশেষ করে পেঁয়াজ ও চিনি টিসিবির মাধ্যমে এক কোটি পরিবারকে দেওয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে সরবরাহে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম ও বাংলাদেশে চীনের ডেপুটি মিশন প্রধান ওয়ান হুয়ালং। বক্তব্য রাখেন, ইআরএফ সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মৃধা ও বিসিসিসিআই সাধারণ সম্পাদক আল মামুন মৃধা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইআরএফ সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

the report.com
05-Feb-24 Page:1 Size:640629 col*inch
Tonality: Positive

"চলতি বছরের চীনের বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা খোলা হচ্ছে"

২০২৪ ফেব্রুয়ারি ০৪ ১৮:০৫:৩৫

দ্য রিপোর্ট প্রতিবেদক:চলতি বছরের মধ্যে বাংলাদেশে চীনের বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা খোলা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। তিনি বলেন, গত মাসে আমরা তাৎক্ষণিক লেনদেনে (আরটিজিএস) চীনা মুদ্রাকে যুক্ত করেছি।সেই সঙ্গে চীনের ব্যাংক যদি আসে, তাহলে আমাদের আমদানি-রপ্তানিতে আরও একটি মাইলফলক তৈরি হবে। চীনের ডেপুটি মিশন প্রধান কথা দিয়েছেন, চলতি বছরের মধ্যে বাংলাদেশে তাদের ব্যাংক শাখা খুলবে।

রোববার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর একটি হোটেলে বিসিসিসিআই-ইআরএফ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, চীন এখন বাংলাদেশের অন্যতম বড় উন্নয়ন সহযোগী। তাদের সঙ্গে আমাদের বড় বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে। আমাদের আম আর সবজি চীনে রপ্তানি করে এ ঘাটতি কমাতে পারবো না; দরকার বিনিযোগ। চীনা বিনিয়োগকারীদের বলব, বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ ভালো লোকেশন, রয়েছে বন্দর সুবিধা। ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলও তৈরি হচ্ছে। এসব জোনে তারা বিনিয়োগ করতে পারে। তিনি বলেন, সামনে রমজান, আমাদের বড় চ্যালেঞ্জ। চিনি, তেল আমাদের ৯০ ভাগ আমদানি করতে হয়। এসব পণ্য আমদানিতে ট্যাক্স কমানোর প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী সম্মতি দিয়েছেন। এনবিআর যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে এলে রমজানে ভোক্তারা এর সুবিধা পাবেন।

ভারত থেকে নিত্যপণ্য আমদানিতে প্রতিবন্ধকতা ছিল, তা দূর হয়েছে উল্লেখ করে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, আগামী রমজানে ব্যবহার করার মতো চিনি ও পেঁয়াজ যাতে সহজে দেশে আসতে পারে-এ বিষয়ে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। বিশেষ করে পেঁয়াজ ও চিনি টিসিবির মাধ্যমে এক কোটি পরিবারকে দেওয়া হচ্ছে। এর মাধ্যমে সরবরাহে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম ও বাংলাদেশে চীনের ডেপুটি মিশন প্রধান ওয়ান হুয়ালং। বক্তব্য রাখেন, ইআরএফ সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মৃধা ও বিসিসিসিআই সাধারণ সম্পাদক আল মামুন মৃধা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইআরএফ সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

ঢাকানিউজ24
www.dhakanews24.com
05-Feb-24 Page:1 Size:832158 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 20

বাংলাদেশে চীনা ব্যাংকের কার্যক্রম চালুর আহ্বান: বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

ঢাকানিউজ২৪.কম ; প্রকাশিত: সোমবার, ০৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ, ১২:১১ এএম

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী মো. আহসানুল ইসলাম টিটু

নিউজ ডেস্ক: চীনের সঙ্গে বাণিজ্য সহজ করতে চায়না মুদ্রাকে সরকার অফিশিয়াল মুদ্রা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই চীন সরকারের প্রতি ব্যাংকিং চ্যানেল সহজ করতে চীনের একটি ব্যাংকের কার্যক্রম বাংলাদেশে চালু করার আহ্বান জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী মো. আহসানুল ইসলাম টিটু। বাসস

রোববার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর একটি হোটেলে অর্থনৈতিক সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনোমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) ও বাংলাদেশ-চায়না চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিসিসিআই) আয়োজিত জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের জন্য চীনের বাণিজ্য সহজ করতে চায়না মুদ্রাকে সরকার অফিশিয়াল মুদ্রা হিসেবে গত মাস থেকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই চীন সরকারের প্রতি আহ্বান, ব্যাকিং চ্যানেল সহজ করতে চীনের একটি ব্যাংকের কার্যক্রম বাংলাদেশ থেকে চালু করা হোক।

বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংযোগস্থল হতে পারে উল্লেখ করে আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, চীনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৈষম্যের ফারাক অনেক বেশি। প্রায় ২২ বিলিয়ন ডলারের পার্থক্য। এই ব্যবধান কমাতে দেশে চীনের বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। চীনের বিনিয়োগের মাধ্যমে তৈরি পণ্য আবার রপ্তানি করে এই বৈষম্য কমিয়ে আনা সম্ভব।

তিনি আরও বলেন আসন্ন রমজানের পণ্য বাজারে স্বাভাবিক সরবরাহ রাখতে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, পেঁয়াজ ও চিনি ভারত থেকে সহজে আমদানি করা যাবে।

ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই সভাপতি মো. মাহবুবুল আলম বলেন, একসময় ৯০ বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি থেকে বাংলাদেশ এখন ৪৭০ বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি। এর ধারাবাহিকতায় ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে চীনের বিনিয়োগ বাড়াতে চায়না চেম্বারকে একসঙ্গে কাজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ঢাকানিউজ২৪.কম /

বিষয়: বাংলাদেশ | চীনা ব্যাংক | কার্যক্রম চালু | বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

যুগান্তর কণ্ঠ
05-Feb-24 Page:1 Size:1003200 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 10

রমজানে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে : বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। ফাইল ছবি

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেছেন, 'রমজানে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে। আমাদের এখন দরকার উৎপাদক ও আমদানিকারক থেকে হোলসেলার এবং রিটেইলারদের সাপ্লাই চেইন নিয়ে কাজ করা। এটা করতে পারলে আমাদের ভোক্তারা ন্যায্যমূল্যে পণ্য পাবেন।'

আজ রবিবার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ইআরএফ-বিসিসিসিআই বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'এই মুহূর্তে আমাদের চালের রিজার্ভ আছে প্রায় ১৮ লাখ টন। এটা আমাদের চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত।' 'যারা নিত্যপণ্য আমদানি করে, এমন আমদানিকারকদের আমরা ডেকেছি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় ও মৎস্য মন্ত্রণালয়কে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী একটি সমন্বয় করে দিয়েছেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় উৎপাদন, আমদানি বা রপ্তানি করে না বরং পলিসি নিয়ে কাজ করে। সেই পলিসিগুলো দিয়ে যদি সবার সমন্বয়ে ভোক্তাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তাহলে সাপ্লাই চেইনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত সবাইকে একটি প্লাটফর্মে নিয়ে আসতে হবে।'

তিনি বলেন, 'সামনে রমজানকে ঘিরে বড় চ্যালেঞ্জ। রমজানকে ঘিরে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছি। বিশেষ করে চিনি ও তেলের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এসব পণ্য প্রায় ৯০ শতাংশ আমদানি করতে হয়। আমরা আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী এতে সম্মতি দিয়েছেন। আশা করছি অতি দ্রুত ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ এই শুল্ক একটি যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসবে। এটা করতে পারলে রমজানে ভোক্তারা একটা সুবিধা পাবে।'

আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, 'ভারতের সাথে আমাদের পিঁয়াজ এবং চিনি আমদানি নিয়ে একটি প্রতিবন্ধকতা ছিল। ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সাথে আমাদের কথা হয়েছে। রমজান উপলক্ষ্যে পিঁয়াজ ও চিনি আমদানির প্রক্রিয়া সহজ করা হবে। রমজানে টিসিবি থেকে ভোক্তা পর্যায়ের এক কোটি পরিবারকে আমরা পাঁচটি প্রয়োজনীয় পণ্য (চাল, চিনি, তেল, ডাল, ছোলা) দেই। এটার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ভারত থেকে পিঁয়াজ ও চিনি আমদানি করা হবে। এতে করে আমাদের সাপ্লাই চেইনের ওপর একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। আমরা শুধু টিসিবির মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা দিতে চাচ্ছি না বরং অতিরিক্ত সাপ্লাইয়ার তৈরি করতে চাচ্ছি, যাতে বাজারের অন্যান্য অংশে সাপ্লাইটা স্মুথ হয়।'

সারাবাংলা
sarabangla.net
05-Feb-24 Page 1 Size 1663178 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 5,639

বিসিসিসিআই-ইআরএফ অ্যাওয়ার্ড পেলেন ১৭ সাংবাদিক

February 4, 2024 | 6:50 pm

স্টাফ করেসপন্ডেন্ট

ঢাকা: বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিসিসিসিআই)- ইকোনোমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড পেলেন দেশের ১৭ জন সাংবাদিক। বিজয়ীদের মধ্যে প্রথম পুরস্কার ১ লাখ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ৭৫ হাজার টাকা, তৃতীয় পুরস্কার ৫০ হাজার টাকা ও ক্রেস্ট ও সনদ দেওয়া হয়েছে।

রোববার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে আনুষ্ঠানিকভাবে অ্যাওয়ার প্রাপ্তদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম (টিটু)। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (এফবিসিসিআই) সভাপতি মো. মাহবুবুল আলম এবং বাংলাদেশে চীনা দূতাবাসের মিনিস্টার কাউন্সিলর অ্যান্ড ডেপুটি চিফ অব মিশন ইয়ান হুয়ালং।

বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিসিসিআই) সভাপতি গাজী গোলাম মূর্তজা পাপ্পার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন বিসিসিআই এর সেক্রেটারি আল মামুন মৃধা, ইআরএফ সভাপতি মোহাম্মদ রেফায়েত উল্লাহ মৃধা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইআরএফ এর সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

বিসিসিআই-ইআরএফ অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত সাংবাদিকেরা হলেন দৈনিক যুগান্তরের স্টাফ রিপোর্টার হামিদ-উজ-জামান, দৈনিক আমাদের সময়ের জিয়াদুল ইসলাম, বৈশাখী টেলিভিশনের তানজিলা নিঝুম সাথী, দ্য বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড এর জাহিদুল ইসলাম ও আকাস উদ্দিন নয়ন, ফাইনান্সিয়াল এক্সপ্রেসের জসিম উদ্দিন হারুন, দৌলত আক্তার মালা ও এফএইচএম হুমায়ন কবীর, একাত্তর টিভির সুশান্ত সিনহা, দ্য বিজনেস পোস্টের ইবরাহিম হোসেন অভি, একুশে টিভির তৌহিদুর রহমান, চ্যানেল টুয়েন্টি ফোরের ইকবাল আহসান, এনটিভির হাসিবুল আলম শাওন, নিউজ টুয়েন্টি ফোরের বাবু কামরুজ্জামান, ডেইলি স্টারের আহসান হাবিব, সময়ের আলোর এস এম আলমগীর এবং দ্য বিজনেস পোস্টের হাসান আরিফ।

প্রধান অতিথি বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম (টিটু) বলেন, 'রমজান উপলক্ষে প্রয়োজনীয় খাদ্য পণ্যের পর্যাপ্ত মজুদ আছে। এরইমধ্যে আরও কিছু পণ্যেও আমদানি শুল্ক কমানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব দেওয়া আছে। আশা করছি, রমজানে ভোক্তাদের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।'

তিনি বলেন, 'আমাদের এখন ১৮ লাখ মেট্রিক টন চাল মজুদ আছে। আরও ১৩ লাখ টন খাদ্য শস্য আমদানি করা হয়েছে। রোজায় বিভিন্ন পণ্যেও সরবরাহ স্বাভাবিক থাকবে। আমরা শুধু উৎপাদন, আমদানি ও সবরাহ পর্যায়ে কিছু কাজ করছি। সেগুলোর জন্য সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।'

তিনি আরও বলেন, 'চীনের সঙ্গে আমাদের ব্যাপক বাণিজ্য ঘাটতি আছে। আমরা চাই চীনা বিনিয়োগকারীরা এদেশে এসে বিনিয়োগ করুক এবং এখান থেকেই পণ্য রফতানি করুক।'

আহসানুল ইসলাম (টিটু) আরও বলেন, 'আমি দায়িত্ব নিয়েই বলেছি, সাংবাদিকরা আমার চোখ এবং কান। তাদের লেখনির মাধ্যমে উঠে আসা চ্যালেঞ্জগুলো ধীরে ধীরে মোকাবিলা করা হবে।'

বিসিসিআই সভাপতি গাজী গোলাম মূর্তজা পাপ্পা বলেন, 'আমরা ইআরএফ এর সঙ্গে নিয়মিত অ্যাওয়ার্ড দিয়ে যাচ্ছি। এটি দেশের মানুষের কাছে বিশেষ করে সাংবাদিকেদের কাছে প্রশংসনীয় উদ্যোগ।'

তিনি আরও বলেন, 'সাংবাদিকদের লেখনির মাধ্যমে বাংলাদেশ ও চায়নার মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও বহুমাত্রিক ও উন্নত হবে। এ ধরনের উদ্যোগ দুদেশের সম্পর্ক বৃদ্ধিতেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।'

মুক্তখবর.নেট
05-Feb-24 Page:1 Size:1649648 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 10

রমজানে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে : বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদক
০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪, 4:07 PM

Share 0

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেছেন, 'রমজানে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে। আমাদের এখন দরকার উৎপাদক ও আমদানিকারক থেকে হোলসেলার এবং রিটেইলারদের সাপ্লাই চেইন নিয়ে কাজ করা। এটা করতে পারলে আমাদের ভোক্তারা ন্যায্যমূল্যে পণ্য পাবেন।' আজ রবিবার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ইআরএফ-বিসিসিসিআই বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'এই মুহূর্তে আমাদের চালের রিজার্ভ আছে প্রায় ১৮ লাখ টন। এটা আমাদের চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত।'

'যারা নিত্যপণ্য আমদানি করে, এমন আমদানিকারকদের আমরা ডেকেছি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় ও মৎস্য মন্ত্রণালয়কে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী একটি সমন্বয় করে দিয়েছেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় উৎপাদন, আমদানি বা রপ্তানি করে না বরং পলিসি নিয়ে কাজ করে। সেই পলিসিগুলো দিয়ে যদি সবার সমন্বয়ে ভোক্তাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তাহলে সাপ্লাই চেইনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত সবাইকে একটি প্লাটফর্মে নিয়ে আসতে হবে।' তিনি বলেন,

'সামনে রমজানকে ঘিরে বড় চ্যালেঞ্জ। রমজানকে ঘিরে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছি। বিশেষ করে চিনি ও তেলের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এসব পণ্য প্রায় ৯০ শতাংশ আমদানি করতে হয়। আমরা আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী এতে সম্মতি দিয়েছেন। আশা করছি অতি দ্রুত ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ এই শুল্ক একটি যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসবে। এটা করতে পারলে রমজানে ভোক্তারা একটা সুবিধা পাবে।' আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, 'ভারতের সাথে আমাদের পিঁয়াজ এবং চিনি আমদানি নিয়ে একটি প্রতিবন্ধকতা ছিল।

ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সাথে আমাদের কথা হয়েছে। রমজান উপলক্ষ্যে পিঁয়াজ ও চিনি আমদানির প্রক্রিয়া সহজ করা হবে। রমজানে টিসিবি থেকে ভোক্তা পর্যায়ের এক কোটি পরিবারকে আমরা পাঁচটি প্রয়োজনীয় পণ্য (চাল, চিনি, তেল, ডাল, ছোলা) দেই। এটার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ভারত থেকে পিঁয়াজ ও চিনি আমদানি করা হবে। এতে করে আমাদের সাপ্লাই চেইনের ওপর একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। আমরা শুধু টিসিবির মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা দিতে চাচ্ছি না বরং অতিরিক্ত সাপ্লাইয়ার তৈরি করতে চাচ্ছি, যাতে বাজারের অন্যান্য অংশে সাপ্লাইটা সুষ্ঠু হয়।'

অর্থসংবাদ
05-Feb-24 Page:1 Size:1520670 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 1,384

দেশে চালের রিজার্ভ আছে প্রায় ১৮ লাখ টন: বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

অর্থসংবাদ ডেস্ক

Follow 135K people are following this. Be the first of your friends to follow this.

দেশে বেড়ে চলা চালের দামের মাঝে সুখবর জানালেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। তিনি জানান, এই মুহূর্তে আমাদের চালের রিজার্ভ আছে প্রায় ১৮ লাখ টন। এটা আমাদের চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত। রমজানে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে।

রোববার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ইআরএফ-বিসিসিসিআই বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, আমাদের এখন দরকার উৎপাদক ও আমদানিকারক থেকে হোলসেলার এবং রিটেইলারদের সাপ্লাই চেইন নিয়ে কাজ করা। এটা করতে পারলে আমাদের ভোক্তারা ন্যায্যমূল্যে পণ্য পাবেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, যারা নিত্যপণ্য আমদানি করে, এমন আমদানিকারকদের আমরা ডেকেছি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় ও মৎস্য মন্ত্রণালয়কে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী একটি সমন্বয় করে দিয়েছেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় উৎপাদন, আমদানি বা রপ্তানি করে না বরং পলিসি নিয়ে কাজ করে। সেই পলিসিগুলো দিয়ে যদি সবার সমন্বয়ে ভোক্তাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তাহলে সাপ্লাই চেইনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত সবাইকে একটি প্লাটফর্মে নিয়ে আসতে হবে।

তিনি বলেন, সামনে রমজানকে ঘিরে বড় চ্যালেঞ্জ। রমজানকে ঘিরে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছি। বিশেষ করে চিনি ও তেলের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এসব পণ্য প্রায় ৯০ শতাংশ আমদানি করতে হয়। আমরা আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী এতে সম্মতি দিয়েছেন। আশা করছি অতি দ্রুত ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ এই শুল্ক একটি যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসবে। এটা করতে পারলে রমজানে ভোক্তারা একটা সুবিধা পাবে।

তিনি আরও বলেন, ভারতের সাথে আমাদের পেঁয়াজ এবং চিনি আমদানি নিয়ে একটি প্রতিবন্ধকতা ছিল। ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সাথে আমাদের কথা হয়েছে। রমজান উপলক্ষ্যে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানির প্রক্রিয়া সহজ করা হবে। রমজানে টিসিবি থেকে ভোক্তা পর্যায়ের এক কোটি পরিবারকে আমরা পাঁচটি প্রয়োজনীয় পণ্য (চাল, চিনি, তেল, ডাল, ছোলা) দেই। এটার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ভারত থেকে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানি করা হবে। এতে করে আমাদের সাপ্লাই চেইনের ওপর একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। আমরা শুধুমাত্র টিসিবির মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা দিতে চাচ্ছি না বরং অতিরিক্ত সাপ্লাইয়ার তৈরি করতে চাচ্ছি, যাতে বাজারের অন্যান্য অংশে সাপ্লাইটা স্মুথ হয়।

PNS News
05-Feb-24 Page:1 Size:708032 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 42

নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে রমজানে: বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

গতকাল বিকাল ৫:০৮ সময় অ অ প্রিন্ট

পিএনএস ডেস্ক : বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেছেন, 'রমজানে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে। আমাদের এখন দরকার উৎপাদক ও আমদানিকারক থেকে হোলসেলার এবং রিটেইলারদের সাপ্লাই চেইন নিয়ে কাজ করা। এটা করতে পারলে আমাদের ভোক্তারা ন্যায্যমূল্যে পণ্য পাবেন।'

আজ রবিবার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ইআরএফ-বিসিসিসিআই বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'এই মুহূর্তে আমাদের চালের রিজার্ভ আছে প্রায় ১৮ লাখ টন। এটা আমাদের চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত।'
'যারা নিত্যপণ্য আমদানি করে, এমন আমদানিকারকদের আমরা ডেকেছি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় ও মৎস্য মন্ত্রণালয়কে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী একটি সমন্বয় করে দিয়েছেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় উৎপাদন, আমদানি বা রপ্তানি করে না বরং পলিসি নিয়ে কাজ করে। সেই পলিসিগুলো দিয়ে যদি সবার সমন্বয়ে ভোক্তাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তাহলে সাপ্লাই চেইনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত সবাইকে একটি প্লাটফর্মে নিয়ে আসতে হবে।'

তিনি বলেন, 'সামনে রমজানকে ঘিরে বড় চ্যালেঞ্জ। রমজানকে ঘিরে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছি। বিশেষ করে চিনি ও তেলের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এসব পণ্য প্রায় ৯০ শতাংশ আমদানি করতে হয়। আমরা আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী এতে সম্মতি দিয়েছেন। আশা করছি অতি দ্রুত ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ এই শুল্ক একটি যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসবে। এটা করতে পারলে রমজানে ভোক্তারা একটা সুবিধা পাবে।'

আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, 'ভারতের সাথে আমাদের পিঁয়াজ এবং চিনি আমদানি নিয়ে একটি প্রতিবন্ধকতা ছিল। ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সাথে আমাদের কথা হয়েছে। রমজান উপলক্ষ্যে পিঁয়াজ ও চিনি আমদানির প্রক্রিয়া সহজ করা হবে। রমজানে টিসিবি থেকে ভোক্তা পর্যায়ের এক কোটি পরিবারকে আমরা পাঁচটি প্রয়োজনীয় পণ্য (চাল, চিনি, তেল, ডাল, ছোলা) দেই। এটার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ভারত থেকে পিঁয়াজ ও চিনি আমদানি করা হবে। এতে করে আমাদের সাপ্লাই চেইনের ওপর একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। আমরা শুধু টিসিবির মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা দিতে চাচ্ছি না বরং অতিরিক্ত সাপ্লাইয়ার তৈরি করতে চাচ্ছি, যাতে বাজারের অন্যান্য অংশে সাপ্লাইটা স্মুথ হয়।'

পিএনএস/ সোহান

Facebook Twitter Pinterest

শেয়ারবাজার নিউজ.কম
05-Feb-24 Page:1 Size:1296776 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 58

বিসিসিসিআই-ইআরএফ অ্যাওয়ার্ড পেলেন যারা

০৪ ফেব্রুয়ারী ২০২৪, রবিবার |

নিজস্ব প্রতিবেদক : বাংলাদেশ-চীন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ওপর 'সেরা রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড' প্রদান অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (বিসিসিসিআই) ও ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

রবিবার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর সোনারগাঁ হোটেলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু।

এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এফবিসিসিআই'র প্রেসিডেন্ট মাহবুবুল আলম এবং চীনা দূতাবাসের মিনিস্টার কাউন্সিলর ইয়ান হুয়া লং। এছাড়া অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইআরএফ প্রেসিডেন্ট রেফায়েত উল্লাহ মৃধা।

অনুষ্ঠানে জানানো হয়, দ্বিতীয়বারের মতো বিসিসিসিআই ও ইআরএফ যৌথভাবে এ ধরনের অ্যাওয়ার্ডের আয়োজন করা হয়েছে। এতে ইআরএফের ৬৮ জন সদস্য প্রতিবেদন জমা দেন। এর মধ্য থেকে বাংলাদেশ চীনের সম্পর্কের বিভিন্ন খাতভিত্তিক ৫টি ক্যাটাগরিতে ১৭টি রিপোর্টকে সেরা হিসেবে অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিজয়ী রিপোর্টারদের ক্রেস্ট, সনদ ও ১ লাখ টাকা পর্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী, এফবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট মাহবুবুল আলম, বিসিসিসিআই প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটার, ইআরএফ সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মৃধাসহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অন্যান্যরা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, ভালো রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে মানুষের সামনে সত্য তুলে ধরা হয়। সাংবিদকতা একটি চ্যালেঞ্জিং পেশা। সকল কাজে মিডিয়ার সহযোগীতা সবসময় চাই। এতে আমাদের কাজ অনেক সহজ হবে।

তিনি আরও বলেন, চায়না আমাদের দীর্ঘদিনের উন্নয়ন ও বাণিজ্য সহযোগী। দেশটির সাথে আমাদের সবচেয়ে বড় বাণিজ্যিক গ্যাপ। সামনে চায়নার অর্থনীতিতে বড় চ্যালেঞ্জ আসছে। এটিকে আমাদের সুযোগ হিসেবে নিতে হবে।

এছাড়া আসন্ন রমজান মাস ঘিরে আমরা বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি। আমাদেরকে ভোজ্যতেলের ৯০ শতাংশই আমদানি করতে হয়। তবে প্রয়োজনীয় অনেক পণ্য মজুত রয়েছে। এর মধ্যে চাল মজুত রয়েছে ১৮ লক্ষ্য মেট্রিক টন। সুতরাং রমজান মাসে পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করা সম্ভব হবেও বলে জানান তিনি।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এফবিসিসিআই প্রেসিডেন্ট বলেন, বাংলাদেশ একটি বিনিয়োগবান্ধব যায়গা। চায়নার বিনিয়োগকারীরা এখানে বিনিয়োগ করতে পারেন। সাংবাদিকদের লেখনীর মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি উপকৃত হচ্ছে। এর মাধ্যমে মানুষ সঠিক তথ্য জানতে পারে। অর্থনীতি এগিয়ে নিতে সামনে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এগুলো মোকাবেলা করতে পারলে দেশ এগিয়ে যাবে। এজন্য চায়নার বিনিয়োগ আমাদের দরকার।

ইআরএফ প্রেসিডেন্ট বলেন, দেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধিতে বিজনেস সাংবাদিকদের একটু বেশি অবদান রয়েছে। ভবিষ্যতেও দেশকে এগিয়ে নিতে অবদান রাখবে সাংবাদিকেরা। বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ডের মতো প্রোগ্রাম ভবিষ্যতে আরও বাড়বে।

তিনি আরও বলেন, চয়নার বিনিয়োগকারীরা প্রজেক্ট ফাইন্যান্স করতে চায়। এটিও একটি ভালো দিক। তবে দেশের অবকাঠামো খাতে চায়নার প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিনিয়োগ করার আহ্বান জানান তিনি।

মানবজমিন
05-Feb-24 Page:1 Size:1577680 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 8,825

দেশ বিদেশ

রমজানে বাজার ঠিক রাখাই বড় চ্যালেঞ্জ: বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

অর্থনৈতিক রিপোর্টার

৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, সোমবার

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেছেন, দেশে বর্তমানে ১৮ লাখ টন চাল মজুত আছে, যা চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত। রমজান মাসে বাজারে নিত্যপণ্যের সরবরাহের কোনো সংকট হবে না। তারপরেও এই মাসে নিত্যপণ্যের বাজার ঠিক রাখাই বড় চ্যালেঞ্জ।

গতকাল রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে অর্থনৈতিক সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনোমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) ও চায়না-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিসিআই) জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ডের পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ১৭ জন সাংবাদিককে পুরস্কার দেয়া হয়।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, রমজানে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে। আমাদের এখন দরকার উৎপাদক ও আমদানিকারক থেকে হোলসেলার এবং রিটেইলারদের সাপ্লাই চেইন নিয়ে কাজ করা। এটা করতে পারলে আমাদের ভোক্তারা ন্যায্যমূল্যে পণ্য পাবেন।
তিনি বলেন, যারা নিত্যপণ্য আমদানি করে, সেসব আমদানিকারকদের আমরা ডেকেছি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় ও মৎস্য মন্ত্রণালয়কে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী একটি সমন্বয় করে দিয়েছেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কিছুই উৎপাদন, আমদানি বা রপ্তানি করে না বরং পলিসি নিয়ে কাজ করে। সেই পলিসিগুলো দিয়ে যদি সবার সমন্বয়ে ভোক্তাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তাহলে সাপ্লাই চেইনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সবাইকে একটি প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসতে হবে।

রমজানকে ঘিরে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছি। বিশেষ করে চিনি ও তেলের ক্ষেত্রে পদক্ষেপও নেয়া হচ্ছে।

এসব পণ্যের প্রায় ৯০ ভাগ আমদানি করতে হয়। আমরা আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী এতে সম্মতি দিয়েছেন। আশা করছি অতিক্রত ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ এই শুল্ক একটি যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসবে। এটা করতে পারলে আমদের আগামী রমজানে ভোক্তারা একটা সুবিধা পাবে।

ভারতের সঙ্গে আমাদের পিয়াজ এবং চিনি নিয়ে প্রতিবন্ধকতা ছিল। ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। রমজান উপলক্ষে পিয়াজ ও চিনি আমদানির প্রক্রিয়া সহজ করা হবে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ-চায়না চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আপনারা জানেন, চায়নার সঙ্গে সবচেয়ে বড় ট্রেড গ্যাপ। এই গ্যাপ পূরণ করতে আমাদের কাজ করতে হবে। আমরা যদি মনে করি আম বা সবজি রপ্তানি করে রাতারাতি ২২-২৩ বিলিয়ন ডলারের রপ্তানি গ্যাপ পূরণ করে ফেলবো, এই চিন্তা থেকে বের হয়ে আসতে হবে। আমাদের আম আর সবজি চীনে রপ্তানি করে এ ঘাটতি কমাতে পারবো না; দরকার বিনিয়োগ।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, চলতি বছরের মধ্যে বাংলাদেশে চীনের বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা খোলা হচ্ছে। আমরা তাৎক্ষণিক লেনদেনে (আরটিজিএস) চীনা মুদ্রাকে যুক্ত করেছি। সেই সঙ্গে চীনের ব্যাংক যদি আসে, তাহলে আমাদের আমদানি-রপ্তানিতে আরও একটি মাইলফলক তৈরি হবে। চীনের ডেপুটি মিশন প্রধান কথা দিয়েছেন, চলতি বছরের মধ্যে বাংলাদেশে তাদের ব্যাংক শাখা খুলবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম, বিসিসিআই সভাপতি গাজী গোলাম মর্তুজা ও বাংলাদেশে চীনের ডেপুটি মিশন প্রধান ওয়ান হুয়ালং। বক্তব্য রাখেন, ইআরএফ সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মৃধা ও বিসিসিসিআই সাধারণ সম্পাদক আল মামুন মৃধা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইআরএফ সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

বাণিজ্য প্রতিদিন
05-Feb-24 Page 1 Size.1016800 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 1,208

স্মার্ট বাজার ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলতে চাই:বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ ৬:৪১ অপরাহ্ন

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেছেন, আমরা উৎপাদক থেকে ভোক্তা পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন পণ্য সরবরাহ করতে চাই। এর জন্য আমরা একটি স্মার্ট বাজার ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলতে চাই। রোববার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ইআরএফ-বিসিসিসিআই বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন,রমজানে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে। আমাদের এখন দরকার উৎপাদক ও আমদানিকারক থেকে হোলসেলার এবং রিটেইলারদের সাপ্লাই চেইন নিয়ে কাজ করা। এটা করতে পারলে আমাদের ভোক্তারা ন্যায্যমূল্যে পণ্য পাবেন।

এই মুহূর্তে আমাদের চালের রিজার্ভ আছে প্রায় ১৮ লাখ টন উল্লেখ করে তিনি বলেন,এটা আমাদের চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত। যারা নিত্যপণ্য আমদানি করে, এমন আমদানিকারকদের আমরা ডেকেছি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় ও মৎস্য মন্ত্রণালয়কে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী একটি সমন্বয় করে দিয়েছেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় উৎপাদন, আমদানি বা রপ্তানি করে না বরং পলিসি নিয়ে কাজ করে। সেই পলিসিগুলো দিয়ে যদি সবার সমন্বয়ে ভোক্তাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তাহলে সাপ্লাই চেইনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত সবাইকে একটি প্লাটফর্মে নিয়ে আসতে হবে।

তিনি বলেন, সামনে রমজানকে ঘিরে বড় চ্যালেঞ্জ। রমজানকে ঘিরে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছি। বিশেষ করে চিনি ও তেলের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এসব পণ্য প্রায় ৯০ শতাংশ আমদানি করতে হয়। আমরা আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী এতে সম্মতি দিয়েছেন। আশা করছি অতি দ্রুত ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ এই শুল্ক একটি যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসবে। এটা করতে পারলে রমজানে ভোক্তারা একটা সুবিধা পাবে।

আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, ভারতের সাথে আমাদের পিঁয়াজ এবং চিনি আমদানি নিয়ে একটি প্রতিবন্ধকতা ছিল। ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সাথে আমাদের কথা হয়েছে। রমজান উপলক্ষ্যে পিঁয়াজ ও চিনি আমদানির প্রক্রিয়া সহজ করা হবে।

তিনি আরও বলেন, রমজানে টিসিবি থেকে ভোক্তা পর্যায়ের এক কোটি পরিবারকে আমরা পাঁচটি প্রয়োজনীয় পণ্য (চাল, চিনি, তেল, ডাল, ছোলা) দেই। এটার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ভারত থেকে পিঁয়াজ ও চিনি আমদানি করা হবে। এতে করে আমাদের সাপ্লাই চেইনের ওপর একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। আমরা শুধু টিসিবির মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা দিতে চাচ্ছি না বরং অতিরিক্ত সাপ্লাইয়ার তৈরি করতে চাচ্ছি, যাতে বাজারের অন্যান্য অংশে সাপ্লাইটা স্মুথ হয়।

বাণিজ্য প্রতিদিন
05-Feb-24 Page 1 Size.1218300 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 1,208

রমজানে নিত্যপণ্যের নিরবিচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে : বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

০৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ ৪:০৩ অপরাহ্ন

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেছেন, রমজানে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে। আমাদের এখন দরকার উৎপাদক ও আমদানিকারক থেকে হোলসেলার এবং রিটেইলারদের সাপ্লাই চেইন নিয়ে কাজ করা। এটা করতে পারলে আমাদের ভোক্তারা ন্যায্যমূল্যে পণ্য পাবেন।

রোববার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ইআরএফ-বিসিসিসিআই বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, এই মুহূর্তে আমাদের চালের রিজার্ভ আছে প্রায় ১৮ লাখ টন। এটা আমাদের চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত।

তিনি বলেন, যারা নিত্যপণ্য আমদানি করে, এমন আমদানিকারকদের আমরা ডেকেছি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয় ও মৎস্য মন্ত্রণালয়কে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী একটি সমন্বয় করে দিয়েছেন। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় উৎপাদন, আমদানি বা রপ্তানি করে না বরং পলিসি নিয়ে কাজ করে। সেই পলিসিগুলো দিয়ে যদি সবার সমন্বয়ে ভোক্তাদের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তাহলে সাপ্লাই চেইনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত সবাইকে একটি প্লাটফর্মে নিয়ে আসতে হবে।

তিনি আরও বলেন, সামনে রমজানকে ঘিরে বড় চ্যালেঞ্জ। রমজানকে ঘিরে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছি। বিশেষ করে চিনি ও তেলের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এসব পণ্য প্রায় ৯০ শতাংশ আমদানি করতে হয়। আমরা আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী এতে সম্মতি দিয়েছেন। আশা করছি অতি দ্রুত ন্যাশনাল বোর্ড অব রেভিনিউ এই শুল্ক একটি যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসবে। এটা করতে পারলে রমজানে ভোক্তারা একটা সুবিধা পাবে।

আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, ভারতের সাথে আমাদের পিঁয়াজ এবং চিনি আমদানি নিয়ে একটি প্রতিবন্ধকতা ছিল। ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সাথে আমাদের কথা হয়েছে। রমজান উপলক্ষ্যে পিঁয়াজ ও চিনি আমদানির প্রক্রিয়া সহজ করা হবে। রমজানে টিসিবি থেকে ভোক্তা পর্যায়ের এক কোটি পরিবারকে আমরা পাঁচটি প্রয়োজনীয় পণ্য (চাল, চিনি, তেল, ডাল, ছোলা) দেই। এটার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ভারত থেকে পিঁয়াজ ও চিনি আমদানি করা হবে। এতে করে আমাদের সাপ্লাই চেইনের ওপর একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। আমরা শুধু টিসিবির মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা দিতে চাচ্ছি না বরং অতিরিক্ত সাপ্লাইয়ার তৈরি করতে চাচ্ছি, যাতে বাজারের অন্যান্য অংশে সাপ্লাইটা স্মুথ হয়।

বিএইচ

THE DAILY GONOKANTHO
05-Feb-24 Page:1 Size:1220415 col*inch
Reach: 10

PM gives consent for reducing duty of essentials at import stage: Ahsanul

Published : Sunday, 4 February, 2024 at 11:31 PM, Count : 20

State Minister for Commerce Ahsanul Islam Titu today said that Prime Minister Sheikh Hasina has given consent for reducing duty of essentials at import stage.

"We've challenges centering the ensuing month of Ramadan and we've taken notable steps to address those. We've to import 90 percent of the total domestic demand for edible oil and sugar. The Prime Minister has given consent for lowering import duty following our proposals.

Hopefully the NBR will lower the import duty at a rationale rate soon and thus the consumers will get benefits during the Month of Ramadan," he said.

The state minister said this while addressing the 'BCCCI-ERF Journalism Award' held at a city hotel today. The award was given to the journalists for their best reports in five different categories.

Presided over by ERF president Refayet Ullah Mirdha, its general secretary Abul Kashem moderated the function.

FBCCI president Mahbubul Alam, Minister Counselor and Deputy Chief of Mission of Chinese Embassy in Bangladesh Yan Hualong, Bangladesh China Chamber of Commerce and Industry (BCCCI) president Gazi Golam Mortuza and general secretary Al Mamun Mirdha spoke on the occasion.

The state minister said the current stockpile of rice in the country is around 18 lakh metric tons and this is sufficient for the country compared to its demand.

Noting that the supply of essential items during the Month of Ramadan would remain uninterrupted, Ahsanul said it is now high time to work on the fine tuning of the supply chain starting from producers, manufactures to importers, wholesalers and retailers. "The consumers will get essentials at fair prices if the initiative becomes successful," he added.

Mentioning that Prime Minister Sheikh Hasina has already made coordination among the Ministries of Commerce, Agriculture, Fisheries and Livestock, he said that the Ministry of Commerce does not work on production, import, and export, rather work on policy issues.

"All related to supply chain should have to be brought into a single platform to establish the rights of the consumers through a nice policy,"

Regarding the issue of importing sugar and onion from India, Ahsanul said his Indian counterpart has assured of simplifying the process for importing such essential items.

The State Minister said the state-run Trading Corporation of Bangladesh (TCB) provides essential items to some one crore families round the year every month including in the Month of Ramadan. In continuation of this, he said onion and sugar would be imported from India which would put a positive impact.

Apart from the TCB, Ahsanul said the government also wants to ensure smooth supply chain through ensuring additional supply.

FBCCI president Mahbubul Alam said that the country's economy is moving ahead and will continue to move.

"If all concerned work in a concentrated way, then it will be possible to build a nice country," he added.

The chief of the country's apex trade body also assured that the FBCCI would extend all sorts of cooperation to the Chinese investors in case of their investments in Bangladesh.

DhakaTribune
06-Feb-24 Page:1 Size:1416196 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 12,119

Former DT journo, 18 others win BCCCI-ERF Award

Ibrahim Hossain Ovi, former chief business reporter at Dhaka Tribune, won the award for his tech report titled "No better time than now for tech adoption"

Press Release

Publish : 05 Feb 2024, 04:45 PM | Update : 05 Feb 2024, 04:45 PM

A total of 19 journalists were awarded for various reports at the BCCCI-ERF Journalism Award.

Ibrahim Hossain Ovi, former chief business reporter at Dhaka Tribune, won the award for his report on technology, headlined "No better time than now for tech adoption."

They were all given crests, certificates and cheques of award money during a ceremony at Pan Pacific Sonargaon Hotel in Dhaka on Sunday.

State Minister for Commerce Ahsanul Islam Titu attended the award-giving ceremony as the chief guest while FBCCI President Mahbubul Alam and Deputy Chief of Mission of the Chinese Embassy in Bangladesh Yan Hualong as the special guests.

Bangladesh-China Chamber of Commerce and Industry (BCCCI) President Gazi Golam Murtoza Pappa presided over the event moderated by BCCCI Secretary General Al Mamun Mridha, and Economic Reporters' Forum (ERF) President Mohammad Refayet Ullah Mirdha and General Secretary Abul Kashem.

Other awardees are Hasan Arif of the Business Post, Ziadul Islam of Dainik Amader Shomoy, Tanjila Nijhum Sathi of Baishakhi Television, Zahidul Islam and Abbas Uddin Nayan of The Business Standard, Jasim Uddin Haroon, Daulat Akhtar Mala and FHM Humayon Kabir of Financial Express, Sushant Sinha of Ekattar TV, Tauhidur Rahman of Ekushey TV, Iqbal Ahsan of Channel 24, Hasibul Alam Shaon of NTV, Babu Kamruzzaman of News 24, Ahsan Habib of Daily Star and SM Alamgir of Shomoyer Alo.

The Financial Express
06-Feb-24 Page:1 Size:2306187 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 2,669

TRADE | a day ago

PM approves cut in import duties on essential goods: Titu

Three FE journos win BCCCI-ERF Journalism Award

Winners of the BCCCI-ERF Journalism Award-2023 pose for photo with State Minister for Commerce Ahsanul Islam Titu, Deputy Chief of Mission of the Chinese Embassy in Bangladesh Yan Hualong, Bangladesh China Chamber of Commerce and Industry (BCCCI) President Gazi Golam Mortuza and other guests at the award ceremony held at a city hotel on Sunday.

For all latest news, follow The Financial Express Google News channel.

Three journalists of The Financial Express have won the Bangladesh China Chamber of Commerce and Industry and the Economic Reporters' Forum awards (BCCCI-ERF Journalism Award-2023).

State Minister for Commerce Ahsanul Islam Titu handed over the awards at a ceremony at the Pan Pacific Sonargaon Dhaka on Sunday.

Among the total 17 winners in five categories, The Financial Express secured the highest number of awards from a single media outlet.

Among the award recipients, the FE Special Correspondent Doulat Akter Mala received the top award for her reporting in the category-3 titled "Science and Technology (opportunities of technology transfer between Bangladesh and China), FE Special Correspondent Jasim Uddin Haroon was awarded for his reporting in the category-2 titled "How China's high-quality development policy aided Bangladesh", AI, Fourth Industrial Revolution, etc.)", and FE Special Correspondent FHM Humayan Kabir bagged the award for his reporting in the Others Category of Blue-economy, tourism, culture, education, and hospitality industry, etc.)"

A total of 68 news articles were submitted for the BCCCI-ERF Journalism Award this year across five categories.

The six-member jury panel awarded first, second, and third prizes in four categories, totalling 12 winners. In one category, there were only first and second-prize winners, while the third prize was shared by three journalists.

The ceremony was presided over by ERF President Refayet Ullah Mirdha, with General Secretary Abul Kashem moderating the event.

Minister Counselor and Deputy Chief of Mission of the Chinese Embassy in Bangladesh Yan Hualong, Bangladesh China Chamber of Commerce and Industry (BCCCI) President Gazi Golam Mortuza and General Secretary Al Mamun Mirdha spoke on the occasion.

At the event, State Minister for Commerce Ahsanul Islam Titu announced that Prime Minister Sheikh Hasina had approved a reduction in import duties on essential goods.

Expressing concerns about the challenges anticipated during the upcoming month of Ramadan, Titu highlighted the government's proactive measures to address them.

Titu emphasised that the prime minister's approval for lowering import duties, based on their proposals, is a positive step.

He underscored the necessity for importing 90 per cent of the total domestic demand for edible oil and sugar, revealing that the National Board of Revenue (NBR) would soon lower import duties at a reasonable rate to benefit consumers during Ramadan.

Highlighting the adequate stock of rice in the country, Titu emphasised the need for fine-tuning the supply chain, involving producers, manufacturers, importers, wholesalers, and retailers.

He stressed the importance of bringing all stakeholders in the supply chain onto a single platform to establish consumer rights through effective policy implementation.

Titu mentioned that coordination among various ministries has been established by Prime Minister Sheikh Hasina, clarifying that the Ministry of Commerce focuses on policy issues rather than direct involvement in production, import, and export.

Addressing the import of sugar and onion from India, he mentioned assurances from his Indian counterpart regarding simplifying the process for importing essential items.

In terms of the economy, Federation of Bangladesh Chambers of Commerce & Industries (FBCCI) President Mahbubul Alam expressed optimism, stating that the country's economic progress is ongoing and will continue with concerted efforts.

He pledged the FBCCI's full cooperation to Chinese investors considering investments in Bangladesh.

আমাদের সময়
06-Feb-24 Page:1 Size:905216 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 2,769

পুরস্কারে ভূষিত জিয়াদুল ইসলাম

নিজস্ব প্রতিবেদক

০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪, ১২:০০ এএম

বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এবং ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (বিসিসিসিআই-ইআরএফ) জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন দৈনিক আমাদের সময়ের জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জিয়াদুল ইসলাম। 'চীনা মুদ্রায় লেনদেনে ব্যাপক সাড়া, বাংলাদেশ-চীন বাণিজ্যে নতুন গতি' শীর্ষক প্রতিবেদনের জন্য 'বাংলাদেশ ও চীনের মধ্যে ব্যবসা ও বিনিয়োগ' ক্যাটাগরিতে তিনি প্রথম পুরস্কার অর্জন করেন। জিয়াদুল ইসলাম ছাড়াও বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে আরও ১৬ জন সাংবাদিক বিসিসিসিআই-ইআরএফ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।

গতকাল রবিবার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। ইআরএফ সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মীরধার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম, ঢাকাস্থ চীনা দূতাবাসের ডেপুটি চিফ অব মিশন ইয়ান হুয়ালং, বিসিসিসিআই সভাপতি গাজী গোলাম মুর্তজা ও সাধারণ সম্পাদক আল মামুন মৃধা। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ইআরএফ সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

জিয়াদুল ইসলাম ইতিপূর্বে ২০১৯ ও ২০২১ সালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি থেকে বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।

06-Feb-24 Page:1 Size:1509090 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 20

PM gives consent for reducing duty of essentials at import stage: Ahsanul

Online Desk
প্রকাশিত: ১০:৩৭, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

Online Picture

State Minister for Commerce Ahsanul Islam Titu today said that Prime Minister Sheikh Hasina has given consent for reducing duty of essentials at import stage.

"We've challenges centering the ensuing month of Ramadan and we've taken notable steps to address those. We've to import 90 percent of the total domestic demand for edible oil and sugar. The Prime Minister has given consent for lowering import duty following our proposals.

Hopefully the NBR will lower the import duty at a rationale rate soon and thus the consumers will get benefits during the Month of Ramadan," he said.

The state minister said this while addressing the 'BCCCI-ERF Journalism Award' held at a city hotel today. The award was given to the journalists for their best reports in five different categories.

Presided over by ERF president Refayet Ullah Mirdha, its general secretary Abul Kashem moderated the function.

FBCCI president Mahbubul Alam, Minister Counselor and Deputy Chief of Mission of Chinese Embassy in Bangladesh Yan Hualong, Bangladesh China Chamber of Commerce and Industry (BCCCI) president Gazi Golam Mortuza and general secretary Al Mamun Mirdha spoke on the occasion.

The state minister said the current stockpile of rice in the country is around 18 lakh metric tons and this is sufficient for the country compared to its demand.

Noting that the supply of essential items during the Month of Ramadan would remain uninterrupted, Ahsanul said it is now high time to work on the fine tuning of the supply chain starting from producers, manufactures to importers, wholesalers and retailers. "The consumers will get essentials at fair prices if the initiative becomes successful," he added.

Mentioning that Prime Minister Sheikh Hasina has already made coordination among the Ministries of Commerce, Agriculture, Fisheries and Livestock, he said that the Ministry of Commerce does not work on production, import, and export, rather work on policy issues.

"All related to supply chain should have to be brought into a single platform to establish the rights of the consumers through a nice policy,"

Regarding the issue of importing sugar and onion from India, Ahsanul said his Indian counterpart has assured of simplifying the process for importing such essential items.

The State Minister said the state-run Trading Corporation of Bangladesh (TCB) provides essential items to some one crore families round the year every month including in the Month of Ramadan. In continuation of this, he said onion and sugar would be imported from India which would put a positive impact.

Apart from the TCB, Ahsanul said the government also wants to ensure smooth supply chain through ensuring additional supply.

FBCCI president Mahbubul Alam said that the country's economy is moving ahead and will continue to move.

"If all concerned work in a concentrated way, then it will be possible to build a nice country," he added.

The chief of the country's apex trade body also assured that the FBCCI would extend all sorts of cooperation to the Chinese investors in case of their investments in Bangladesh.

06-Feb-24 Page:1 Size:1326842 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 20

পাঁচ পণ্যের শুল্ক কমাতে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে

অনলাইন ডেস্ক
প্রকাশিত: ১২:১৬, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

ছবি: সংগৃহীত

পাইকারি থেকে ভোক্তা পর্যায়ে সরবরাহ চেইন স্বাভাবিক করতে পারলে নিত্যপণ্যের বাজার নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না বলে মনে করেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। তিনি বলেছেন, পণ্যের মজুত পর্যাপ্ত। চাহিদার চেয়ে চাল বেশি আছে হাতে। রমজান উপলক্ষে ভারত সরকার পেঁয়াজ ও চিনি সরবরাহের আশ্বাস দিয়েছে। এই দুটিসহ পাঁচ নিত্যপণ্যের সরবরাহ বাড়াতে আমদানি শুল্ক কমানোরও পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার।

গতকাল রোববার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ইআরএফ-বিসিসিআই রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

অর্থনীতিবিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনমিক
রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) এবং চায়না বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিসিআই) যৌথ উদ্যোগে এ পুরস্কার দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশে চীন দূতাবাসের মিনিস্টার কাউন্সিলর অ্যান্ড ডেপুটি চিফ অব মিশন ইয়ান হুয়ালং, এফবিসিসিআইর সভাপতি মো. মাহবুবুল আলম, বিসিসিআই সভাপতি গাজী গোলাম মর্তুজা ও ইআরএফের সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মীরধা। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ রাখা প্রসঙ্গে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, ইতোমধ্যে কয়েকটি পণ্যের আমদানি শুল্ক কমানোর বিষয়টি বিবেচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে। শিগগির এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) প্রজ্ঞাপন জারি করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এ ছাড়া দেশেই এসব পণ্যের উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে। মোট কথা ভোক্তার অধিকার নিশ্চিত করতে কাজ করছেন তারা।

চীনের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি প্রসঙ্গে আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, দেশটির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে বড় ব্যবধান রয়েছে; যা প্রায় ২২ বিলিয়ন ডলারের মতো। কেবল আম আর সবজি রপ্তানি করে এই ব্যবধান কোনো দিন ঘুচবে না। যেসব পণ্য আমদানি করা হয় সেসব পণ্য বাংলাদেশে উৎপাদনে চীনের বিনিয়োগ বাড়ানোর পরামর্শ দেন তিনি।
অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে ১৭ জন সাংবাদিককে পুরস্কার দেওয়া হয়।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ
06-Feb-24 Page:1 Size:908656 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 10

২৫

পাঁচ পণ্যের শুল্ক কমাতে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে

প্রকাশিত: ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

A- A A+

পাইকারি থেকে ভোক্তা পর্যায়ে সরবরাহ চেইন স্বাভাবিক করতে পারলে নিত্যপণ্যের বাজার নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না বলে মনে করেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। তিনি বলেছেন, পণ্যের মজুত পর্যাপ্ত। চাহিদার চেয়ে চাল বেশি আছে হাতে। রমজান উপলক্ষে ভারত সরকার পেঁয়াজ ও চিনি সরবরাহের আশ্বাস দিয়েছে। এই দুটিসহ পাঁচ নিত্যপণ্যের সরবরাহ বাড়াতে আমদানি শুল্ক কমানোরও পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার।

গতকাল রোববার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ইআরএফ-বিসিসিআই রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। অর্থনীতিবিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনমিক
রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) এবং চায়না বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিসিআই) যৌথ উদ্যোগে এ পুরস্কার
দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশে চীন দূতাবাসের মিনিস্টার কাউন্সিলর অ্যান্ড ডেপুটি চিফ অব মিশন ইয়ান হুয়ালং, এফবিসিসিআইর সভাপতি মো. মাহবুবুল আলম, বিসিসিআই সভাপতি গাজী গোলাম মর্তুজা ও ইআরএফের সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মীরধা। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।
নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ রাখা প্রসঙ্গে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, ইতোমধ্যে কয়েকটি পণ্যের আমদানি শুল্ক কমানোর বিষয়টি বিবেচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে। শিগগির এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) প্রজ্ঞাপন জারি করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এ ছাড়া দেশেই এসব পণ্যের উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে। মোট কথা ভোক্তার অধিকার নিশ্চিত করতে কাজ করছেন তারা।
চীনের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি প্রসঙ্গে আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, দেশটির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে বড় ব্যবধান রয়েছে; যা প্রায় ২২ বিলিয়ন ডলারের মতো। কেবল আম আর সবজি রপ্তানি করে এই ব্যবধান কোনো দিন ঘুচবে না। যেসব পণ্য আমদানি করা হয় সেসব পণ্য বাংলাদেশে উৎপাদনে চীনের বিনিয়োগ বাড়ানোর পরামর্শ দেন তিনি।
অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে ১৭ জন সাংবাদিককে পুরস্কার দেওয়া হয়।

06-Feb-24 Page:1 Size:2018903 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 10

Exceptional Journalism Celebrated at BCCCI-ERF Awards in Dhaka

By Muhammad Jawad Published: February 5, 2024 at 7:25 am EST

In a grand ceremony at the Pan Pacific Sonargaon Hotel in Dhaka, the Bangladesh-China Chamber of Commerce and Industry (BCCCI) and Economic Reporters' Forum (ERF) celebrated the journalistic prowess and groundbreaking reporting of 19 journalists. The event, titled 'BCCCI-ERF Journalism Award', saw the luminaries of the media industry gather under one roof to honor and appreciate their peers.

The Honorees

Among the award recipients, **Ibrahim Hossain Ovi**, a former journalist from Dhaka Tribune, stood out for his insightful article on the imperative of technology adoption, 'No better time than now for tech adoption'. Other noted recipients included journalists from a diverse range of media outlets such as the Business Post, Dainik Amader Shomoy, Baishakhi Television, The Business Standard, Financial Express, Ekattar TV, Ekushey TV, Channel 24, NTV, News 24, Daily Star, and Shomoyer Alo. The awardees received not only the recognition of their peers but also coveted crests, certificates, and monetary prizes.

Distinguished Guests

The event was graced by a number of distinguished guests. The chief guest, State Minister for Commerce **Ahsanul Islam Titu**, handed out the awards. Other notable attendees included FBCCI President Mahbubul Alam and Deputy Chief of Mission of the Chinese Embassy in Bangladesh, Yan Hualong. The proceedings were led by BCCCI President Gazi Golam Murtoza Pappa with assistance from BCCCI Secretary General Al Mamun Mridha. ERF officials, President Mohammad Refayet Ullah Mirdha, and General Secretary Abul Kashem, were present as well.

Further Developments

The State Minister, during the event, announced a reduction in import duties on essential goods and highlighted proactive measures to tackle challenges anticipated during the upcoming month of Ramadan. FBCCI President Mahbubul Alam expressed optimism about the country's economic progress and pledged full support to Chinese investors considering investments in Bangladesh.

This grand event not only celebrated the achievements of exceptional journalists but also served as a platform for dialogue and discussions for the betterment of the nation's economy and future growth.

dailyobserver.com
06-Feb-24 Page:1 Size:1748065 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 1,535

PM consents lowering import duty of essentials: Minister

Published : Tuesday, 6 February, 2024 at 12:00 AM

State Minister for

Commerce Ahsanul Islam Titu said that Prime Minister Sheikh Hasina has given consent for reducing duty of essentials at import stage.

"Weve challenges centering the ensuing month of Ramadan and weve taken notable steps to address those. Weve to import 90 percent of the total domestic demand for edible oil and sugar. The Prime Minister has given consent for lowering import duty following our proposals.

Hopefully the NBR will lower the import duty at a rationale rate soon and thus the consumers will get benefits during the Month of Ramadan," he said.

Latest news of The Daily Observer now in Google News

The state minister said this while addressing the BCCCI-ERF Journalism Award held at a city hotel on Sunday.
The award was given to the journalists for their best reports in five different categories.

Presided over by ERF president Refayet Ullah Mirdha, its general secretary Abul Kashem moderated the function.

FBCCI president Mahbubul Alam, Minister Counselor and Deputy Chief of Mission of Chinese Embassy in Bangladesh Yan Hualong, Bangladesh China Chamber of Commerce and Industry (BCCCI) president Gazi Golam Mortuza and general secretary Al Mamun Mirdha spoke on the occasion.

The state minister said the current stockpile of rice in the country is around 18 lakh metric tons and this is sufficient for the country compared to its demand.

Noting that the supply of essential items during the Month of Ramadan would remain uninterrupted, Ahsanul said it is now high time to work on the fine tuning of the supply chain starting from producers, manufactures to importers, wholesalers and retailers. "The consumers will get essentials at fair prices if the initiative becomes successful," he added.

Mentioning that Prime Minister Sheikh Hasina has already made coordination among the Ministries of Commerce, Agriculture, Fisheries and Livestock, he said that the Ministry of Commerce does not work on production, import, and export, rather work on policy issues.

"All related to supply chain should have to be brought into a single platform to establish the rights of the consumers through a nice policy," Regarding the issue of importing sugar and onion from India, Ahsanul said his Indian counterpart has assured of simplifying the process for importing such essential items.

The State Minister said the state-run Trading Corporation of Bangladesh (TCB) provides essential items to some one crore families round the year every month including in the Month of Ramadan. In continuation of this, he said onion and sugar would be imported from India which would put a positive impact.

Apart from the TCB, Ahsanul said the government also wants to ensure smooth supply chain through ensuring additional supply.

FBCCI president Mahbubul Alam said that the countrys economy is moving ahead and will continue to move.

"If all concerned work in a concentrated way, then it will be possible to build a nice country," he added.

The chief of the countrys apex trade body also assured that the FBCCI would extend all sorts of cooperation to the Chinese investors in case of their investments in Bangladesh. —BSS

দৈনিক বগুড়া
06-Feb-24 Page:1 Size:1040704 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 10

বাণিজ্য সহজ করতে চীনের ব্যাংকের কার্যক্রম চালুর আহবান

প্রকাশিত: ১২:০৬, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

সংগৃহীত

চীনের সঙ্গে বাণিজ্য সহজ করতে চায়না মুদ্রাকে সরকার অফিশিয়াল মুদ্রা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই চীন সরকারের প্রতি ব্যাংকিং চ্যানেল সহজ করতে চীনের একটি ব্যাংকের কার্যক্রম বাংলাদেশে চালু করার আহ্বান জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমিন্ত্রী মো. আহসানুল ইসলাম টিটু।

রোববার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে অর্থনৈতিক সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনোমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) ও বাংলাদেশ-চায়না চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিসিসিআই) আয়োজিত জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু এসব কথা বলেন। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ১৫ জন সাংবাদিককে পুরস্কার দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশনের (এফবিসিসিআই) সভাপতি মাহবুবুল আলম, বাংলাদেশে চীনা দূতাবাসের মিনিস্টার কাউন্সিলর অ্যান্ড ডেপুটি চিফ অব মিশন ইয়ান হুয়ালং, বিসিসিসিআই সভাপতি গাজী গোলাম মর্তুজা, ইআরএফ সভাপতি রেফায়েত উল্যাহ মৃধা প্রমুখ।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশের জন্য চীনের বাণিজ্য সহজ করতে চায়না মুদ্রাকে সরকার অফিশিয়াল মুদ্রা হিসেবে গত মাস থেকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই চীন সরকারের প্রতি আহ্বান, ব্যাংকিং চ্যানেল সহজ করতে চীনের একটি ব্যাংকের কার্যক্রম বাংলাদেশ থেকে চালু করা হোক।' বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংযোগ স্থল হতে পারে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'চীনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৈষম্যর ফারাক অনেক বেশি। প্রায় ২২ বিলিয়ন ডলারের পার্থক্য। এই ব্যবধান কমাতে দেশে চীনের বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। চীনের বিনিয়োগের মাধ্যমে তৈরি পণ্য আবার রপ্তানি করে এই বৈষম্য কমিয়ে আনা সম্ভব।'

আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, 'বাজার ব্যবস্থাপনার সমস্যা চিহ্নিত করে স্মার্ট বাজার ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য অর্জন করা হবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আমদানি-রপ্তানি করে। ব্যবসায় সহায়ক নীতি নিয়ে কাজ করে। এই নীতির মাধ্যমে ভোক্তা স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে। বিশেষ করে রমজানের পণ্য নিয়ে কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তেল, ছোলা, চিলি, ডাল ও পেঁয়াজ এসব পণ্যর শুল্ক কমানোর জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে সুপারিশ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীও এই বিষয়ে একমত। আমাদের আশা, এসব পণ্যে সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন থাকবে।' তিনি জানান, বিশেষ করে আসন্ন রমজানের পণ্য বাজারে স্বাভাবিক সরবরাহ রাখতে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, পেঁয়াজ ও চিনি ভারত থেকে সহজে আমদানি করা যাবে।

ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই সভাপতি মো. মাহবুবুল আলম বলেন, 'একসময় ৯০ বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি থেকে বাংলাদেশ এখন ৪৭০ বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি। এর ধারাবাহিকতায় ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে চীনের বিনিয়োগ বাড়াতে চায়না চেম্বারকে একসঙ্গে কাজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।'

usbangla
06-Feb-24 Page:1 Size:537740 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 20

'চীনের সঙ্গে আমাদের ব্যাপক বাণিজ্য ঘাটতি'

৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ | ৫:৫২ অপরাহ্ন

অনলাইন নিউজ ডেস্ক , ইউ এস বাংলা ২৪

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু বলেছেন, চীনের সঙ্গে আমাদের ব্যাপক বাণিজ্য ঘাটতি আছে। আমরা চাই চীনা বিনিয়োগকারীরা এসে বিনিয়োগ করুক এবং এখান থেকেই পণ্য রপ্তানি করুক। রোববার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে বিসিসিসিআই-ইআরএফ জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত ১৭ জন সাংবাদিকের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। তাদের মধ্যে অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন স্টাফ রিপোর্টার হামিদ-উজ-জামান। এ সময় বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, রমজান উপলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের পর্যাপ্ত মজুত আছে। ইতোমধ্যেই আরও কিছু পণ্যে আমদানি শুল্ক কমানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে প্রস্তাব দেওয়া আছে। আশা করছি, রমজানে ভোক্তাদের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। আমাদের এখন ১৮ লাখ মেট্রিক টন চাল মজুত আছে। আরও ১৩ লাখ টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়েছে। রোজায় বিভিন্ন পণ্যের সরবরাহ স্বাভাবিক থাকবে। আমরা শুধু উৎপাদন, আমদানি ও সবরাহ পর্যায়ে কিছু কাজ করছি। সেগুলোর জন্য সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সমন্বিত প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। তিনি বলেন, আমি দায়িত্ব নিয়েই বলেছি সাংবাদিকরা আমার চোখ এবং কান। তাদের লেখনির মাধ্যমে উঠে আসা চ্যালেঞ্জগুলো ধীরে ধীরে মোকাবিলা করা হবে। বিসিসিআই সভাপতি গাজী গোলাম মুর্তজা পাপ্পা বলেন, আমরা ইআরএফ এর সঙ্গে নিয়মিত অ্যাওয়ার্ড দিয়ে যাচ্ছি। এটি দেশের মানুষের কাছে বিশেষ করে সাংবাদিকদের কাছে আলোচিত একটি ঘটনা। সাংবাদিকদের লেখনির মাধ্যমে বাংলাদেশ ও চায়নার মধ্যে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আর বহুমাত্রিক এবং উন্নত হবে। এ ধরনের উদ্যোগ দুদেশের সম্পর্ক বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

দৈনিক জামালপুর
06-Feb-24 Page:1 Size:934892 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 20

পাঁচ পণ্যের শুল্ক কমাতে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে

দৈনিক জামালপুর

প্রকাশিত: ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

A- A A+

Share

পাইকারি থেকে ভোক্তা পর্যায়ে সরবরাহ চেইন স্বাভাবিক করতে পারলে নিত্যপণ্যের বাজার নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না বলে মনে করেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। তিনি বলেছেন, পণ্যের মজুত পর্যাপ্ত। চাহিদার চেয়ে চাল বেশি আছে হাতে। রমজান উপলক্ষে ভারত সরকার পেঁয়াজ ও চিনি সরবরাহের আশ্বাস দিয়েছে। এই দুটিসহ পাঁচ নিত্যপণ্যের সরবরাহ বাড়াতে আমদানি শুল্ক কমানোরও পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার। গতকাল রোববার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ইআরএফ-বিসিসিআই রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। অর্থনীতিবিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) এবং চায়না বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিসিআই) যৌথ উদ্যোগে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশে চীন দূতাবাসের মিনিস্টার কাউন্সিলর অ্যান্ড ডেপুটি চিফ অব মিশন ইয়ান হুয়ালং, এফবিসিসিআইর সভাপতি মো. মাহবুবুল আলম, বিসিসিআই সভাপতি গাজী গোলাম মর্তুজা ও ইআরএফের সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মীরধা। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ রাখা প্রসঙ্গে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, ইতোমধ্যে কয়েকটি পণ্যের আমদানি শুল্ক কমানোর বিষয়টি বিবেচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে। শিগগির এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) প্রজ্ঞাপন জারি করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এ ছাড়া দেশেই এসব পণ্যের উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে। মোট কথা ভোক্তার অধিকার নিশ্চিত করতে কাজ করছেন তারা। চীনের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি প্রসঙ্গে আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, দেশটির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে বড় ব্যবধান রয়েছে; যা প্রায় ২২ বিলিয়ন ডলারের মতো। কেবল আম আর সবজি রপ্তানি করে এই ব্যবধান কোনো দিন ঘুচবে না। যেসব পণ্য আমদানি করা হয় সেসব পণ্য বাংলাদেশে উৎপাদনে চীনের বিনিয়োগ বাড়ানোর পরামর্শ দেন তিনি। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে ১৭ জন সাংবাদিককে পুরস্কার দেওয়া হয়।

আলোকিত সিরাজগঞ্জ
06-Feb-24 Page:1 Size:954962 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 10

বাণিজ্য সহজ করতে বাংলাদেশে চীনের ব্যাংক কার্যক্রম চালুর আহ্বান

প্রকাশিত: ১০:৩৩, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

সংগৃহীত

চীনের সঙ্গে বাণিজ্য সহজ করতে চায়না মুদ্রাকে সরকার অফিশিয়াল মুদ্রা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই চীন সরকারের প্রতি ব্যাংকিং চ্যানেল সহজ করতে চীনের একটি ব্যাংকের কার্যক্রম বাংলাদেশে চালু করার আহ্বান জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী মো. আহসানুল ইসলাম টিটু।

রোববার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর একটি হোটেলে অর্থনৈতিক সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনোমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) ও বাংলাদেশ-চায়না চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিসিসিআই) আয়োজিত জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের জন্য চীনের বাণিজ্য সহজ করতে চায়না মুদ্রাকে সরকার অফিশিয়াল মুদ্রা হিসেবে গত মাস থেকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই চীন সরকারের প্রতি আহ্বান, ব্যাকিং চ্যানেল সহজ করতে চীনের একটি ব্যাংকের কার্যক্রম বাংলাদেশ থেকে চালু করা হোক।

বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংযোগস্থল হতে পারে উল্লেখ করে আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, চীনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৈষম্যের ফারাক অনেক বেশি। প্রায় ২২ বিলিয়ন ডলারের পার্থক্য। এই ব্যবধান কমাতে দেশে চীনের বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। চীনের বিনিয়োগের মাধ্যমে তৈরি পণ্য আবার রপ্তানি করে এই বৈষম্য কমিয়ে আনা সম্ভব।

তিনি আরও বলেন, বাজার ব্যবস্থাপনার সমস্যা চিহ্নিত করে স্মার্ট বাজার ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য অর্জন করা হবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আমদানি-রপ্তানি করে। ব্যবসায় সহায়ক নীতি নিয়ে কাজ করে। এই নীতির মাধ্যমে ভোক্তা স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে। বিশেষ করে রমজানের পণ্য নিয়ে কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তেল, ছোলা, চিনি, ডাল ও পেঁয়াজ এসব পণ্যর শুল্ক কমানোর জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে সুপারিশ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীও এই বিষয়ে একমত। আমাদের আশা, এসব পণ্যে সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন থাকবে।

তিনি জানান, বিশেষ করে আসন্ন রমজানের পণ্য বাজারে স্বাভাবিক সরবরাহ রাখতে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, পেঁয়াজ ও চিনি ভারত থেকে সহজে আমদানি করা যাবে।

ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই সভাপতি মো. মাহবুবুল আলম বলেন, একসময় ৯০ বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি থেকে বাংলাদেশ এখন ৪৭০ বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি। এর ধারাবাহিকতায় ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে চীনের বিনিয়োগ বাড়াতে চায়না চেম্বারকে একসঙ্গে কাজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

সূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক

আজকের খুলনা
www.AjkerKhulna.com
06-Feb-24 Page:1 Size:1009296 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 10

পাঁচ পণ্যের শুল্ক কমাতে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে :বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

আজকের খুলনা

প্রকাশিত: ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

A- A A+

পাইকারি থেকে ভোক্তা পর্যায়ে সরবরাহ চেইন স্বাভাবিক করতে পারলে নিত্যপণ্যের বাজার নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না বলে মনে করেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। তিনি বলেছেন, পণ্যের মজুত পর্যাপ্ত। চাহিদার চেয়ে চাল বেশি আছে হাতে। রমজান উপলক্ষে ভারত সরকার পেঁয়াজ ও চিনি সরবরাহের আশ্বাস দিয়েছে। এই দুটিসহ পাঁচ নিত্যপণ্যের সরবরাহ বাড়াতে আমদানি শুল্ক কমানোরও পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার।

গতকাল রোববার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ইআরএফ-বিসিসিআই রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। অর্থনীতিবিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনমিক
রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) এবং চায়না বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিসিআই) যৌথ উদ্যোগে এ পুরস্কার
দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশে চীন দূতাবাসের মিনিস্টার কাউন্সিলর অ্যান্ড ডেপুটি চিফ অব মিশন ইয়ান হুয়ালং, এফবিসিসিআইর সভাপতি মো. মাহবুবুল আলম, বিসিসিআই সভাপতি গাজী গোলাম মর্তুজা ও ইআরএফের সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মীরধা। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ রাখা প্রসঙ্গে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, ইতোমধ্যে কয়েকটি পণ্যের আমদানি শুল্ক কমানোর বিষয়টি বিবেচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে। শিগগির এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) প্রজ্ঞাপন জারি করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এ ছাড়া দেশেই এসব পণ্যের উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে। মোট কথা ভোক্তার অধিকার নিশ্চিত করতে কাজ করছেন তারা।

চীনের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি প্রসঙ্গে আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, দেশটির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে বড় ব্যবধান রয়েছে; যা প্রায় ২২ বিলিয়ন ডলারের মতো। কেবল আম আর সবজি রপ্তানি করে এই ব্যবধান কোনো দিন ঘুচবে না। যেসব পণ্য আমদানি করা হয় সেসব পণ্য বাংলাদেশে উৎপাদনে চীনের বিনিয়োগ বাড়ানোর পরামর্শ দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে ১৭ জন সাংবাদিককে পুরস্কার দেওয়া হয়।

06-Feb-24 Page:1 Size:939718 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 20

৬০

পাঁচ পণ্যের শুল্ক কমাতে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে

নিউজ ডেস্ক

প্রকাশিত: ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

A- A A+

পাইকারি থেকে ভোক্তা পর্যায়ে সরবরাহ চেইন স্বাভাবিক করতে পারলে নিত্যপণ্যের বাজার নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না বলে মনে করেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। তিনি বলেছেন, পণ্যের মজুত পর্যাপ্ত। চাহিদার চেয়ে চাল বেশি আছে হাতে। রমজান উপলক্ষে ভারত সরকার পেঁয়াজ ও চিনি সরবরাহের আশ্বাস দিয়েছে। এই দুটিসহ পাঁচ নিত্যপণ্যের সরবরাহ বাড়াতে আমদানি শুল্ক কমানোরও পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার।

গতকাল রোববার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ইআরএফ-বিসিসিআই রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

অর্থনীতিবিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) এবং চায়না বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিসিআই) যৌথ উদ্যোগে এ পুরস্কার
দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশে চীন দূতাবাসের মিনিস্টার কাউন্সিলর অ্যান্ড ডেপুটি চিফ অব মিশন ইয়ান হুয়ালং, এফবিসিসিআইর সভাপতি মো. মাহবুবুল আলম, বিসিসিআই সভাপতি গাজী গোলাম মর্তুজা ও ইআরএফের সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মীরধা। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ রাখা প্রসঙ্গে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, ইতোমধ্যে কয়েকটি পণ্যের আমদানি শুল্ক কমানোর বিষয়টি বিবেচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে। শিগগির এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) প্রজ্ঞাপন জারি করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এ ছাড়া দেশেই এসব পণ্যের উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে। মোট কথা ভোক্তার অধিকার নিশ্চিত করতে কাজ করছেন তারা।

চীনের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি প্রসঙ্গে আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, দেশটির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে বড় ব্যবধান রয়েছে; যা প্রায় ২২ বিলিয়ন ডলারের মতো। কেবল আম আর সবজি রপ্তানি করে এই ব্যবধান কোনো দিন ঘুচবে না। যেসব পণ্য আমদানি করা হয় সেসব পণ্য বাংলাদেশে উৎপাদনে চীনের বিনিয়োগ বাড়ানোর পরামর্শ দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে ১৭ জন সাংবাদিককে পুরস্কার দেওয়া হয়।

06-Feb-24 Page:1 Size:948150 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 10

৫৪

পাঁচ পণ্যের শুল্ক কমাতে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে

নিউজ ডেস্ক

প্রকাশিত: ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

A- A A+

পাইকারি থেকে ভোক্তা পর্যায়ে সরবরাহ চেইন স্বাভাবিক করতে পারলে নিত্যপণ্যের বাজার নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না বলে মনে করেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। তিনি বলেছেন, পণ্যের মজুত পর্যাপ্ত। চাহিদার চেয়ে চাল বেশি আছে হাতে। রমজান উপলক্ষে ভারত সরকার পেঁয়াজ ও চিনি সরবরাহের আশ্বাস দিয়েছে। এই দুটিসহ পাঁচ নিত্যপণ্যের সরবরাহ বাড়াতে আমদানি শুল্ক কমানোরও পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার।

গতকাল রোববার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ইআরএফ-বিসিসিআই রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

অর্থনীতিবিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) এবং চায়না বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিসিআই) যৌথ উদ্যোগে এ পুরস্কার
দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশে চীন দূতাবাসের মিনিস্টার কাউন্সিলর অ্যান্ড ডেপুটি চিফ অব মিশন ইয়ান হুয়ালং, এফবিসিসিআইর সভাপতি মো. মাহবুবুল আলম, বিসিসিআই সভাপতি গাজী গোলাম মর্তুজা ও ইআরএফের সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মীরধা। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ রাখা প্রসঙ্গে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, ইতোমধ্যে কয়েকটি পণ্যের আমদানি শুল্ক কমানোর বিষয়টি বিবেচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে। শিগগির এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) প্রজ্ঞাপন জারি করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এ ছাড়া দেশেই এসব পণ্যের উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে। মোট কথা ভোক্তার অধিকার নিশ্চিত করতে কাজ করছেন তারা।

চীনের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি প্রসঙ্গে আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, দেশটির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে বড় ব্যবধান রয়েছে; যা প্রায় ২২ বিলিয়ন ডলারের মতো। কেবল আম আর সবজি রপ্তানি করে এই ব্যবধান কোনো দিন ঘুচবে না। যেসব পণ্য আমদানি করা হয় সেসব পণ্য বাংলাদেশে উৎপাদনে চীনের বিনিয়োগ বাড়ানোর পরামর্শ দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে ১৭ জন সাংবাদিককে পুরস্কার দেওয়া হয়।

ফরিদপুর প্রতিদিন
06-Feb-24 Page:1 Size:970260 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 10

১১৮

পাঁচ পণ্যের শুল্ক কমাতে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে

নিউজ ডেস্ক

প্রকাশিত: ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

A- A A+

পাইকারি থেকে ভোক্তা পর্যায়ে সরবরাহ চেইন স্বাভাবিক করতে পারলে নিত্যপণ্যের বাজার নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না বলে মনে করেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। তিনি বলেছেন, পণ্যের মজুত পর্যাপ্ত। চাহিদার চেয়ে চাল বেশি আছে হাতে। রমজান উপলক্ষে ভারত সরকার পেঁয়াজ ও চিনি সরবরাহের আশ্বাস দিয়েছে। এই দুটিসহ পাঁচ নিত্যপণ্যের সরবরাহ বাড়াতে আমদানি শুল্ক কমানোরও পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার।

গতকাল রোববার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ইআরএফ-বিসিসিআই রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

অর্থনীতিবিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) এবং চায়না বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিসিআই) যৌথ উদ্যোগে এ পুরস্কার
দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশে চীন দূতাবাসের মিনিস্টার কাউন্সিলর অ্যান্ড ডেপুটি চিফ অব মিশন ইয়ান হুয়ালং, এফবিসিসিআইর সভাপতি মো. মাহবুবুল আলম, বিসিসিআই সভাপতি গাজী গোলাম মর্তুজা ও ইআরএফের সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মীরধা। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ রাখা প্রসঙ্গে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, ইতোমধ্যে কয়েকটি পণ্যের আমদানি শুল্ক কমানোর বিষয়টি বিবেচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে। শিগগির এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) প্রজ্ঞাপন জারি করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এ ছাড়া দেশেই এসব পণ্যের উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে। মোট কথা ভোক্তার অধিকার নিশ্চিত করতে কাজ করছেন তারা।

চীনের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি প্রসঙ্গে আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, দেশটির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে বড় ব্যবধান রয়েছে; যা প্রায় ২২ বিলিয়ন ডলারের মতো। কেবল আম আর সবজি রপ্তানি করে এই ব্যবধান কোনো দিন ঘুচবে না। যেসব পণ্য আমদানি করা হয় সেসব পণ্য বাংলাদেশে উৎপাদনে চীনের বিনিয়োগ বাড়ানোর পরামর্শ দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে ১৭ জন সাংবাদিককে পুরস্কার দেওয়া হয়।

দৈনিক গোপালগঞ্জ
06-Feb-24 Page:1 Size:1008805 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 10

পাঁচ পণ্যের শুল্ক কমাতে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে :বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

দৈনিক গোপালগঞ্জ
প্রকাশিত: ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

A- A A+

পাইকারি থেকে ভোক্তা পর্যায়ে সরবরাহ চেইন স্বাভাবিক করতে পারলে নিত্যপণ্যের বাজার নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না বলে মনে করেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। তিনি বলেছেন, পণ্যের মজুত পর্যাপ্ত। চাহিদার চেয়ে চাল বেশি আছে হাতে। রমজান উপলক্ষে ভারত সরকার পেঁয়াজ ও চিনি সরবরাহের আশ্বাস দিয়েছে। এই দুটিসহ পাঁচ নিত্যপণ্যের সরবরাহ বাড়াতে আমদানি শুল্ক কমানোরও পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার।

গতকাল রোববার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ইআরএফ-বিসিসিআই রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। অর্থনীতিবিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনমিক
রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) এবং চায়না বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিসিআই) যৌথ উদ্যোগে এ পুরস্কার
দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশে চীন দূতাবাসের মিনিস্টার কাউন্সিলর অ্যান্ড ডেপুটি চিফ অব মিশন ইয়ান হুয়ালং, এফবিসিসিআইর সভাপতি মো. মাহবুবুল আলম, বিসিসিআই সভাপতি গাজী গোলাম মর্তুজা ও ইআরএফের সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মীরধা। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ রাখা প্রসঙ্গে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, ইতোমধ্যে কয়েকটি পণ্যের আমদানি শুল্ক কমানোর বিষয়টি বিবেচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে। শিগগির এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) প্রজ্ঞাপন জারি করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এ ছাড়া দেশেই এসব পণ্যের উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে। মোট কথা ভোক্তার অধিকার নিশ্চিত করতে কাজ করছেন তারা।

চীনের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি প্রসঙ্গে আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, দেশটির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে বড় ব্যবধান রয়েছে; যা প্রায় ২২ বিলিয়ন ডলারের মতো। কেবল আম আর সবজি রপ্তানি করে এই ব্যবধান কোনো দিন ঘুচবে না। যেসব পণ্য আমদানি করা হয় সেসব পণ্য বাংলাদেশে উৎপাদনে চীনের বিনিয়োগ বাড়ানোর পরামর্শ দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে ১৭ জন সাংবাদিককে পুরস্কার দেওয়া হয়।

বিনিয়োগবার্তা
06-Feb-24 Page:1 Size:1054472 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 10

ইআরএফ-বিসিসিসিআই বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী

আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রীর সম্মতি

Monday, 05 Feb, 2024

নিজস্ব প্রতিবেদক: আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সম্মতি দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। তিনি বলেন, রমজানকে ঘিরে বড় চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এই মাসকে কেন্দ্র করে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিয়েছি। চিনি ও তেলের ক্ষেত্রে পদক্ষেপও নেওয়া হচ্ছে। এসব পণ্য ৯০ ভাগ আমদানি করতে হয়। প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমরা আমদানি পর্যায়ে শুল্ক কমানোর প্রস্তাব দিয়েছি। এতে সম্মতি দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। আশা করছি দ্রুত এনবিআর এই শুল্ক একটি যৌক্তিক পর্যায়ে নিয়ে আসবে। এটা হলে রমজানে সুবিধা পাবেন ভোক্তারা।

রোববার (৪ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ইআরএফ-বিসিসিসিআই বেস্ট রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী। এতে সভাপতিত্ব করেন ইআরএফ সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ। পরিচালনা করেন ইআরএফ সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এফবিসিসিআই সভাপতি মাহবুবুল আলম, বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির (বিসিসিসিআই) সভাপতি গাজী গোলাম মর্তুজা, সাধারণ সম্পাদক আল মামুন মৃধা।

তিনি বলেন, রমজানে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে। আমাদের চালের রিজার্ভ আছে, এই মুহূর্তে প্রায় ১৮ লাখ টন চালের রিজার্ভ। চাহিদার তুলনায় এটা পর্যাপ্ত। আসন্ন রমজান মাসে নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ থাকবে। এখন আমাদের দরকার উৎপাদক-আমদানিকারক থেকে হোলসেলার ও রিটেইলারদের যে সাপ্লাই চেইন তা নিয়ে কাজ করা। এটা সফল করতে পারলে ভোক্তারা ন্যায্যমূল্যে পণ্য পাবেন।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, নিত্যপণ্য আমদানিকারকদের আমরা ডেকেছি। বাণিজ্য, কৃষি ও মৎস্য মন্ত্রণালয়কে নিয়ে সমন্বয় করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় উৎপাদন-আমদানি বা রপ্তানি করে না, বরং পলিসি নিয়ে কাজ করে। পলিসির সমন্বয়ে ভোক্তাদের অধিকার সু-প্রতিষ্ঠিত করতে হলে সাপ্লাই চেইনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সবাইকে একটি প্লাটফর্মে নিয়ে আসতে হবে।

পেঁয়াজ ও চিনির বিষয়ে তিনি বলেন, ভারতের সঙ্গে আমাদের পেঁয়াজ ও চিনি নিয়ে একটি প্রতিবন্ধকতা ছিল। ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী রমজান উপলক্ষে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানির প্রক্রিয়া সহজ করার কথা জানিয়েছেন। রমজানে টিসিবি থেকে ভোক্তা পর্যায়ে এক কোটি পরিবারকে আমরা খেজুরসহ পাঁচটি প্রয়োজনীয় পণ্য দেই। তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ভারত থেকে পেঁয়াজ ও চিনি আমদানি করা হবে। এতে সাপ্লাই চেইনের ওপর একটা ইতিবাচক প্রভাব পড়বে। শুধুমাত্র টিসিবির মাধ্যমে খাদ্য সহায়তা দিতে চাচ্ছি না, অতিরিক্ত সাপ্লাইয়ার তৈরি করতে চাচ্ছি। যাতে করে বাজারের অন্যান্য অংশে সাপ্লাইটা সুষ্ঠু হয়।

TAXNEWSBD.COM
06-Feb-24 Page:1 Size:581664 col*inch
Tonality: Positive

পাঁচ পণ্যের শুল্ক কমাতে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে

সোমবার, ০৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৪ ১৫:৫২ অপরাহ্ন

TAXNEWSBD

পাইকারি থেকে ভোক্তা পর্যায়ে সরবরাহ চেইন স্বাভাবিক করতে পারলে নিত্যপণ্যের বাজার নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না বলে মনে করেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। তিনি বলেছেন, পণ্যের মজুত পর্যাপ্ত। চাহিদার চেয়ে চাল বেশি আছে হাতে। রমজান উপলক্ষে ভারত সরকার পেঁয়াজ ও চিনি সরবরাহের আশ্বাস দিয়েছে। এই দুটিসহ পাঁচ নিত্যপণ্যের সরবরাহ বাড়াতে আমদানি শুল্ক কমানোরও পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার।গতকাল রোববার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ইআরএফ-বিসিসিআই রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। অর্থনীতিবিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) এবং চায়না বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিসিআই) যৌথ উদ্যোগে এ পুরস্কার
দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশে চীন দূতাবাসের মিনিস্টার কাউন্সিলর অ্যান্ড ডেপুটি চিফ অব মিশন ইয়ান হুয়ালং, এফবিসিসিআইর সভাপতি মো. মাহবুবুল আলম, বিসিসিআই সভাপতি গাজী গোলাম মর্তুজা ও ইআরএফের সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মীরধা। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ রাখা প্রসঙ্গে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, ইতোমধ্যে কয়েকটি পণ্যের আমদানি শুল্ক কমানোর বিষয়টি বিবেচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে। শিগগির এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) প্রজ্ঞাপন জারি করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এ ছাড়া দেশেই এসব পণ্যের উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে। মোট কথা ভোক্তার অধিকার নিশ্চিত করতে কাজ করছেন তারা। চীনের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি প্রসঙ্গে আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, দেশটির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে বড় ব্যবধান রয়েছে; যা প্রায় ২২ বিলিয়ন ডলারের মতো। কেবল আম আর সবজি রপ্তানি করে এই ব্যবধান কোনো দিন ঘুচবে না। যেসব পণ্য আমদানি করা হয় সেসব পণ্য বাংলাদেশে উৎপাদনে চীনের বিনিয়োগ বাড়ানোর পরামর্শ দেন তিনি।
অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে ১৭ জন সাংবাদিককে পুরস্কার দেওয়া হয়।

আজকের বাজার
06-Feb-24 Page:1 Size:789976 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 28

বাণিজ্য সহজ করতে চীনের ব্যাংকের কার্যক্রম চালুর আহবান

আজকের বাজার | ফেব্রুয়ারি ৫, ২০২৪ ২:৩৯ পিএম

অ- (অ) অ+ Print

চীনের সঙ্গে বাণিজ্য সহজ করতে চায়না মুদ্রাকে সরকার অফিশিয়াল মুদ্রা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই চীন সরকারের প্রতি ব্যাংকিং চ্যানেল সহজ করতে চীনের একটি ব্যাংকের কার্যক্রম বাংলাদেশে চালু করার আহ্বান জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রমিন্ত্রী মো. আহসানুল ইসলাম টিটু। রোববার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে অর্থনৈতিক সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনোমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) ও বাংলাদেশ-চায়না চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজ (বিসিসিসিআই) আয়োজিত জার্নালিজম অ্যাওয়ার্ড পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু এসব কথা বলেন। বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ১৫ জন সাংবাদিককে পুরস্কার দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ শিল্প ও বণিক সমিতি ফেডারেশনের (এফবিসিসিআই) সভাপতি মাহবুবুল আলম, বাংলাদেশে চীনা দূতাবাসের মিনিস্টার কাউন্সিলর অ্যান্ড ডেপুটি চিফ অব মিশন ইয়ান হুয়ালং, বিসিসিসিআই সভাপতি গাজী গোলাম মর্তুজা, ইআরএফ সভাপতি রেফায়েত উল্যাহ মৃধা প্রমুখ।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশের জন্য চীনের বাণিজ্য সহজ করতে চায়না মুদ্রাকে সরকার অফিশিয়াল মুদ্রা হিসেবে গত মাস থেকে স্বীকৃতি দিয়েছে। তাই চীন সরকারের প্রতি আহ্বান, ব্যাকিং চ্যানেল সহজ করতে চীনের একটি ব্যাংকের কার্যক্রম বাংলাদেশ থেকে চালু করা হোক।' বাংলাদেশ বিশ্ব বাণিজ্য সংযোগ স্থল হতে পারে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'চীনের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বৈষম্যর ফারাক অনেক বেশি। প্রায় ২২ বিলিয়ন ডলারের পার্থক্য। এই ব্যবধান কমাতে দেশে চীনের বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। চীনের বিনিয়োগের মাধ্যমে তৈরি পণ্য আবার রপ্তানি করে এই বৈষম্য কমিয়ে আনা সম্ভব।'

আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, 'বাজার ব্যবস্থাপনার সমস্যা চিহ্নিত করে স্মার্ট বাজার ব্যবস্থাপনার লক্ষ্য অর্জন করা হবে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় আমদানি-রপ্তানি করে। ব্যবসায় সহায়ক নীতি নিয়ে কাজ করে। এই নীতির মাধ্যমে ভোক্তা স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে। বিশেষ করে রমজানের পণ্য নিয়ে কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তেল, ছোলা, চিলি, ডাল ও পেঁয়াজ এসব পণ্যর শুল্ক কমানোর জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে সুপারিশ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীও এই বিষয়ে একমত। আমাদের আশা, এসব পণ্যে সরবরাহ নিরবচ্ছিন্ন থাকবে।' তিনি জানান, বিশেষ করে আসন্ন রমজানের পণ্য বাজারে স্বাভাবিক সরবরাহ রাখতে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রীর সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, পেঁয়াজ ও চিনি ভারত থেকে সহজে আমদানি করা যাবে।

ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআই সভাপতি মো. মাহবুবুল আলম বলেন, 'একসময় ৯০ বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি থেকে বাংলাদেশ এখন ৪৭০ বিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি। এর ধারাবাহিকতায় ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে চীনের বিনিয়োগ বাড়াতে চায়না চেম্বারকে একসঙ্গে কাজ করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।' (বাসস)

আলোকিত সংবাদ
06-Feb-24 Page:1 Size:899964 col*inch
Tonality: Positive, Reach: 10

পাঁচ পণ্যের শুল্ক কমাতে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে

প্রকাশিত: ১১:১৬, ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

পাঁচ পণ্যের শুল্ক কমাতে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে

পাইকারি থেকে ভোক্তা পর্যায়ে সরবরাহ চেইন স্বাভাবিক করতে পারলে নিত্যপণ্যের বাজার নিয়ে কোনো সমস্যা হবে না বলে মনে করেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু। তিনি বলেছেন, পণ্যের মজুত পর্যাপ্ত। চাহিদার চেয়ে চাল বেশি আছে হাতে। রমজান উপলক্ষে ভারত সরকার পেঁয়াজ ও চিনি সরবরাহের আশ্বাস দিয়েছে। এই দুটিসহ পাঁচ নিত্যপণ্যের সরবরাহ বাড়াতে আমদানি শুল্ক কমানোরও পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার।

গতকাল রোববার রাজধানীর সোনারগাঁও হোটেলে ইআরএফ-বিসিসিআই রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড প্রদান অনুষ্ঠানে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন। অর্থনীতিবিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনমিক
রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ) এবং চায়না বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স ইন্ডাস্ট্রিজের (বিসিসিআই) যৌথ উদ্যোগে এ পুরস্কার
দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশে চীন দূতাবাসের মিনিস্টার কাউন্সিলর অ্যান্ড ডেপুটি চিফ অব মিশন ইয়ান হুয়ালং, এফবিসিসিআইর সভাপতি মো. মাহবুবুল আলম, বিসিসিআই সভাপতি গাজী গোলাম মর্তুজা ও ইআরএফের সভাপতি রেফায়েত উল্লাহ মীরধা। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেম অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

নিত্যপণ্যের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ রাখা প্রসঙ্গে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, ইতোমধ্যে কয়েকটি পণ্যের আমদানি শুল্ক কমানোর বিষয়টি বিবেচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানানো হয়েছে। শিগগির এ বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) প্রজ্ঞাপন জারি করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এ ছাড়া দেশেই এসব পণ্যের উৎপাদন বাড়ানোর প্রয়োজনীয় নীতি গ্রহণ করা হচ্ছে। মোট কথা ভোক্তার অধিকার নিশ্চিত করতে কাজ করছেন তারা।

চীনের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি প্রসঙ্গে আহসানুল ইসলাম টিটু বলেন, দেশটির সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে বড় ব্যবধান রয়েছে; যা প্রায় ২২ বিলিয়ন ডলারের মতো। কেবল আম আর সবজি রপ্তানি করে এই ব্যবধান কোনো দিন ঘুচবে না। যেসব পণ্য আমদানি করা হয় সেসব পণ্য বাংলাদেশে উৎপাদনে চীনের বিনিয়োগ বাড়ানোর পরামর্শ দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে ১৭ জন সাংবাদিককে পুরস্কার দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ চায়না চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি
孟中商业工业协会
BANGLADESH CHINA CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

Eunoos Centre, Level-12, 52-53
Dilkusha C/A, Motijheel, Dhaka-1000
Mobile : +88 01710-520242, 01906-203925
E-mail : info@bccci-bd.org
: bccci2015@gmail.com
Web : bccci-bd.org